চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 24 Sunday, 24 December, 2023 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা ✱ ৭ পৌষ, ১৪৩০, রবিবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠকে কেন্দ্র করে একাধিক বিশ্ব রেকর্ড গড়তে প্রস্তুত কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। এমনটাই দাবি করেছেন উদ্যোক্তারা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

কলকাতা থেকে রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভয়েস কলে পৌষমেলার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

হিজাব পরার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কর্ণাটকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এবার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরে যাওয়ায় আর বাধা রইল না। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিতর্কের রেশ এখনও কাটেনি, বা বলা যেতে পারে বিতর্ক যেন মিটতেই চাইছে না। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে আশঙ্কার এক নতুন মুখ খুলে গেল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

জানুয়ারি মাসের প্রথমেই সাগরে মমতা

নতুন বছরে ‘পর্যবেক্ষণ সফর’ করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ নতুন বছরে (২০২৪ সাল) সাগরদ্বীপ দিয়ে জেলা সফর শুরু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারি মাসের প্রথমে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সব ঠিক থাকলে ৩ এবং ৪ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ ১২-১৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা। এই মেলায় লাখ লাখ মানুষ পুণ্যস্নান করতে আসবেন। তা নিয়ে এখন চলছে জোর প্রস্তুতি। কারণ ডিসেম্বর মাস শেষ হতে আর একসপ্তাহ বাকি। আর এখানে বাংলার পাশাপাশি গোটা দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এসে থাকেন। প্রত্যেক বছরই সরেজমিনে পরিদর্শনে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেটাই হতে চলেছে। যা নিয়ে এখন চর্চা তুঙ্গে। এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, ২৭ ডিসেম্বর অর্থাৎ আগামী বুধবার বেলা ১২টায় নবান্ন সভাঘরে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ওই বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে রাজ্যের ১৫ জন প্রথম সারির মন্ত্রীকে। এমনকী ১৮টি দফতরের সচিবদের হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে দু’জন মন্ত্রী বৈঠক করলেন। আর সমস্ত আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আজকের মেলায় কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পুলক রায় এবং সুন্দরবন উন্নয়ন

দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। অন্যদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী কপিল মুনির আশ্রম পরিদর্শনে যেতে পারেন। মেলার আয়োজন নিয়ে কথাও বলতে পারেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সাগরদ্বীপে পৌঁছনর আগেই বৃহস্পতিবার মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর মেলায় সেচ দফতরের হাতে থাকা সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে পরিদর্শনে এসেছিলেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। লট ৮-এর অদূরে ২ ও ৩ নম্বর পোলের মধ্যে নতুন একটি চর দেখা গিয়েছে। ড্রেজিংয়ের কাজ হয়ে গেলে নতুন করে দেখতে পাওয়া ওই চর কাটাই এখন প্রশাসনের কাছে বড় চিন্তার কারণ। এই চর কাটতে ড্রেজার নিয়ে আসা হচ্ছে ফরাক্কা থেকে বলে সেচ দফতর সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় গঙ্গাসাগর পরিদর্শন করে এসেছেন। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা সাগর বিধানসভার বিধায়ক। এই মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হচ্ছে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে। আর তার একসপ্তাহ আগে রাজ্যে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হবে। মকর সংক্রান্তিতে হিন্দু ধর্মের মানুষজনের কাছে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই রাজ্য প্রশাসন এবারের মেলা আয়োজনে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে। আজ, শনিবার এসপি, ওসি, এসডিও কাকদ্বীপ, জিবিডিএ চেয়ারম্যান, সভাপতি, সহকারি সভাপতি সাগর পঞ্চায়েত সমিতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাপতি-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন প্রস্তুতি দেখতে।

লালবাজারের লক আপে রাত কাটল ৬০ জন চাকরিপ্রার্থীর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ শুক্রবার আচমকা কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। ঘটনাস্থলে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল কালীঘাট চত্বর। ওই ঘটনায় ৬০ জন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও বাকি ৫৬ জন মহিলা রয়েছেন। সূত্রের খবর, রাতভর লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপে কেটেছে চাকরিপ্রার্থীদের। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শনিবার ধৃতদের আলিপুর সিজেএম আদালতে তোলা হয়। এদিন আদালত ৫৫ জন মহিলা চাকরিপ্রার্থীর জামিন ও ৪ জন পুরুষ চাকরিপ্রার্থীর ২৫ ডিসেম্বর

পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩, ১৮৬, ১৪৯, ২৮৩, ১৮৮ ও ৩৪১ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের নিগ্রহ, দায়িত্ব পালনে বাধা সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে শহিদ মিনারে চাকরির দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। সেই আন্দোলনের শুক্রবার ছিল ৫৫৫ তম দিন। হাজরায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচির মাঝেই আচমকা চাকরিপ্রার্থীরা পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে। ঘটনার জেরে এলাকায় রীতিমতো উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সাধারণত মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কড়া নিরাপত্তা মোতায়েন থাকে। সেক্ষেত্রে কীভাবে এই রকম জায়গায় আন্দোলনকারীরা পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানুয়ারিতেই রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ জানুয়ারিতেই বাংলার চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশ করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন। এই তালিকা প্রকাশের পর কমিশন রাজ্যে তার পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পাঠাবে। ইতিমধ্যে মুখ্য সচিব এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে (সিইও) লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘‘ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা আগামী মাসের (জানুয়ারি) শুরুতে প্রকাশ করা হবে এবং তার পরে, ইসিআই-এর পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গে যাবে। অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছি এবং পশ্চিমবঙ্গের সিইও-কে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে বলেছি।’’ ওই আধিকারিক বলেন, চিঠিতে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা (আইএএস অফিসার) এবং পুলিশ অফিসারদের (আইপিএস অফিসার এবং ডব্লিউবিপিএস অফিসার) তাদের বর্তমান পোস্টিং এবং সময়কালের বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘আইএএস এবং আইপিএস অফিসারদের তালিকা প্রস্তুত করা তাঁদের বর্তমান পোস্টিং উল্লেখ করা, কোনও নির্বাচনের আগে একটি রুটিন কাজ। আমরা ইতিমধ্যেই এটি নিয়ে কাজ শুরু করেছি। একবার সম্পূর্ণ হলে, আমরা এটি আমরা কমিশনকে দেব।’’

সোমবার থেকেই ফের উপাচার্যহীন রাজ্যের ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ পূর্ণ হচ্ছে ৬ মাসের মেয়াদ। আগামী সোমবার থেকে রাজ্যের ১০ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যবিহীন হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, উপাচার্যদের বহাল করা নিয়ে সম্প্রতি ব্যাপক টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। যদিও তারমধ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তবর্তী উপাচার্য হিসাবে বেশ কিছু নতুন মুখকে বসায় রাজভবন। সূত্রের খবর, এর মধ্যে ১০ বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়া ভারপ্রাপ্ত অন্তবর্তী উপচার্যদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কাজে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে মনে করছে এডুকেশনিস্ট ফোরাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক জটে ফের আটকে যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সে সম্পর্কে উদ্বেগও প্রকাশ করতে দেখা যায় এডুকেশনিস্ট ফোরামের সদস্যদের। ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি, ডায়মন্ড হারবার ইউনিভার্সিটি, আম্বেদকর ইউনিভার্সিটি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, কন্যাশ্রী, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। এডুকেশনিস্ট ফোরাম জানাচ্ছে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তবর্তী উপাচার্যদের দায়িত্ব শেষ

হয়ে যাচ্ছে আগামী সোমবার থেকে। রাজ্যপাল তথা আচার্যও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আর উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক ছাড়া। ফলে এই ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও প্রশাসনিক কাজে অসুবিধা দেখা দেবে বলে মনে করছে এডুকেশনিস্ট ফোরাম। অন্যদিকে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে কথা বলতে দেখা যায় ফোরামের সদস্যদের। কেন, কোন পথে চব্বিশে ডিসেম্বর সমাবর্তন হচ্ছে সেই ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায় মনোজিত মণ্ডল, ওমপ্রকাশ মিশ্রদের।

দোকান উচ্ছেদ ঘিরে রণক্ষেত্র নিউটাউন!

মার-পাল্টা মার, জ্বলল আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ বেআইনি দোকান উচ্ছেদ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে নিউটাউন এলাকা। নিউটাউন ঝিলপাড়ে দোকান উচ্ছেদ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। তারুলিয়া ও ঝিলপাড় দুই এলাকায় এনকেডিএ’র অফিসাররা আজ শনিবার দুপুরে অস্থায়ী এবং বেআইনি দোকানগুলি ভাঙতে যান। কিন্তু পুনর্বাসনের দাবি তুলে তাঁদের বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আর সেটা থেকেই শুরু হয় তুমুল অশান্তি। উচ্ছেদ করতে আসা হিডকোর অফিসারদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে দোকানদারদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে আসে নিউটাউন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ক্ষুব্ধ দোকানদাররা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ দেখাতেই রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। এদিকে অবৈধ দোকান অভিযোগ ওঠে। ‘হিডকোর’ পক্ষ থেকে বলা হয়, দোকান উচ্ছেদ করতে গেলে দোকানদারদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন তাঁরা। পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন দোকানদাররা। তাঁদের অভিযোগ, মারধর করা হয়েছে দোকানদারদের। তাঁদের আগাম না জানিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পাল্টা অফিসাররা জানান, নিউটাউনের তারুলিয়া ও ঝিলপাড়ে প্রায় ১৫০টি অবৈধ দোকান রয়েছে। আগেই এনকেডিএ’র পক্ষ থেকে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল উচ্ছেদের জন্য। তাতে উল্লেখ করা ছিল, শনিবার উচ্ছেদ অভিযান চলবে। তবে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় দিয়ে শুরু হয় দু’পক্ষের মধ্যে বচসা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হিডকোর কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে। হিডকোর লোকেদের বিরুদ্ধেও দোকানদারদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। হিডকোর

উচ্ছেদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন সরকারি কর্মীরা। অভিযোগ বেধড়ক মার খান হিডকো এবং এনকেডিএ’র কর্মীরা। উত্তেজনা ছড়িয়ে গোটা এলাকায়। দোকানদাররা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে দোকানের সামনেই আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পৌঁছয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে খবর, আগে পুনর্বাসন তার পর দোকান ভাঙা যাবে এই দাবি তোলা হয়। আর উচ্ছেদকারীদের জবাব, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। আগে দোকান ভেঙে এলাকা পরিস্কার করা দরকার। এখানে পানীয় জলের পাইপলাইন বসবে। এই নিয়ে বাদানুবাদ থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। দু’পক্ষের মারামারিতে এনকেডিএ’র আধিকারিকরা প্রহৃত হন। অন্যদিকে দোকানদারদের বিরুদ্ধে হিডকোর লোকজনকে মারধর করার লোকেদের বিরুদ্ধে দোকান ভাঙচুর করার অভিযোগ এনে ক্ষিপ্ত দোকানদাররা নিজেদের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই দোকানগুলি অবৈধ বলে দাবি হিডকোর। অভিযোগ, একাধিক ব্যবসায়ী অস্থায়ী দোকান গড়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। হিডকোর দাবি, আগে একাধিকবার তাদের উঠে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কোনও দোকানদার ওখান থেকে সরে যাননি। তাই এই উচ্ছেদ। রাস্তায় দোকানের সামনেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পুলিশ। পরে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকা থমথমে। দু’জনকে আটক করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে নিউটাউন থানার পুলিশ। তার মধ্যেই ইটের আঘাতে হিডকোর এক অফিসারের মাথা ফেটে যায় বলেও খবর।

কিছু আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের সর্বনাশ করছেন, বললেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ সরকার যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেও কিছু আইনজীবী নিজেদের মুনাফা লাভের জন্য পরিকল্পিতভাবে আইনি জটিলতা তৈরি করছেন বলে ফের অভিযোগে সরব হলেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শনিবার ২০১৬ সালের এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেন কুণাল। ওই বৈঠক শেষে কুণালের অভিযোগ, কিছু আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের সর্বনাশ করছেন। তাঁরা ইচ্ছে করে আইনি জটিলতা তৈরি করে কেসটাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছেন নিজেদের মুনাফা লাভের জন্য। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল অভিযোগ করেন, মামলা লড়ার নামে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত ২৭ লক্ষ টাকা নিয়েছেন ওই আইনজীবীরা। চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে যাঁরা মামলা লড়ছেন তাঁদেরই অন্যতম সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নাম না করে বিকাশবাবুদেরই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কুণাল। এর আগে ২০১৬ সালের এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের মঞ্চে গিয়েছিলেন কুণাল। সেদিন ওই মঞ্চ থেকেই শিক্ষামন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকেও ফোন করেছিলেন তিনি। এদিন সেকথা জানিয়ে কুণাল বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে ছিলেন। আমি ওনার হোয়াটস অ্যাপে চাকরি প্রার্থীদের দাবিপত্র পাঠানোর পর উনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অফিসারদের পাঠিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক হয়। শূন্যপদ তৈরি করে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হয। ঠিক তখনই আইনজীবীদের একাংশ ফের আদালতে মামলা করেন। ফলে আদালতের স্থগিতাদেশ না উঠলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়।’’ কুণালের সুরে এসএলএসটি

চাকরিপ্রার্থীরাও জানান, সরকারের তরফে নিয়োগের রেকমেন্ডেশনও দেওয়া হয়। কিন্তু আদালতে স্থগিতাদেশ থাকায় এখনও নিয়োগ আটকে রয়েছে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে থাকা এক মহিলা প্রার্থী এদিন সাংবাদিক বৈঠকের মাঝে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন। কান্না ভেজা কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘‘চাকরিটা আমাদের প্রত্যেকের খুব দরকার। কারও বিয়ে আটকে আছে, কারও সংসার চলছে না। তারপরও নিয়োগের আশায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা ধর্না মঞ্চে এসে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।’’ কুণালের অভিযোগ, কিছু আইনজীবী একবার চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে আদালতে গিয়ে জট তৈরি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়ে সেই জট খোলার প্রক্রিয়া শুরু করলে ওই আইনজীবীরাই আবার অন্য পক্ষের হয়ে আদালতে পিটিশন দাখিল করছেন। তাঁরা চাইছেন, চাকরিপ্রার্থীরা যেন চাকরি না পান। ধর্নামঞ্চটা যেন উঠে না যায়! এ ব্যাপারে সিপিএম নেতা, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

টেট পরীক্ষার্থীদের জন্য কন্ট্রোল রুম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ রবিবার ২৪ ডিসেম্বর প্রাথমিকের টেট। অন্যদিকে এদিনই আবার লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে কলকাতায়। তার উপর আবার ক্রিসমাস ইভ। স্বভাবতই এই তিন পর্বকে সামনে রেখে শহরে মসৃণভাবে যান চলাচল করানো সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু শহর কেন, গোটা রাজ্যেই টেট পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর সরকারের। টেট পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করছে। যার নম্বর ২৪৭৫১৬২১, ১৮০০৩৪৫৫১৯২। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। ২০২২ সালের টেটের কথা মনে আছে সকলের। সেবার যানজটে আটকে কোনও কোনও পরীক্ষার্থী হেঁটে পর্যন্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বহরমপুরে যানজটে আটকে সেবার পরীক্ষা দিতে যেতে পারেননি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন এক পরীক্ষার্থী। ডোমকল গার্লস কলেজে সিট পড়েছিল তাঁর।

গীতাপাঠ ঠিক কটায় শুরু হবে ব্রিগেডে? মোদিকে ছাড়াই ঘোষিত অনুষ্ঠানসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ কলকাতায় ব্রিগেডের মাঠে ২৪ ডিসেম্বর, রবিবার আয়োজিত হচ্ছে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান। ‘লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভিড় জমাবেন রাজধানী কলকাতায়। প্রচুর সাধুসন্ত সমাগমের সাক্ষীও রবিবার থাকবে মহানগরী কলকাতা। সেখানেই সমস্বরে গীতা পাঠে মেতে উঠবেন সকলে। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী না আসতে পারলেও গীতাপাঠের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ইতিমধ্যে আয়োজকদের তরফে অনুষ্ঠানসূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। সনাতন সংস্কৃতি সংসদ, মতিলাল ভারততীর্থ সেবা মিশন আশ্রম, অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ এবং আরও কয়েকটি সংগঠন মিলে এই অনুষ্ঠানের

আয়োজন করছে। সকাল ৯টার মধ্যেই ব্রিগেডের অনুষ্ঠানস্থলে হাজির হয়ে যাবেন অংশগ্রহণকারীরা। তবে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। ভজনের মাধ্যমে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হবে। ১০টা থেকে ১০টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত হবে ভজন। সাড়ে ১০টা থেকে হবে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার শেষে ১১টা ৫ মিনিটে শুরু হবে আরতি। ১০ মিনিট আরতি হওয়ার পর বেদ পাঠ শুরু হবে। সাড়ে ১১টা অবধি বেদ পাঠ চলবে। তার পর শঙ্করাচার্যকে বরণ করা হবে। পৌনে ১২টায় দেওয়া হবে স্বাগত ভাষণ। এর পর শ্রী শঙ্করাচার্য দেবেন আশীর্বচন। এই সব শেষ হলেই শুরু হবে গীতাপাঠ। গীতা পাঠ শুরুর সময় ১২টা ১০ মিনিট ধার্য করেছেন আয়োজকরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গীতাপাঠ চলবে। সেখানে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ভক্ত গীতার শ্লোক উচ্চারণ করবেন। সংস্কৃত ধ্বনি রবিবার মুখরিত হবে ময়দানের শীতের দুপুর। সওয়া ১টা নাগাদ গীতাপাঠ শেষ হলে আশীর্বচন দেবেন দ্বৈতপতিজি। তার বক্তৃতা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হবে। এর মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনি গ্রামবাসীদের, গণপ্রহারের জেরে দু’জন খুন বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ ডিসেম্বরঃ গরু চুরি করার চেষ্টার অভিযোগে গণপিটুনিতে খুনের ঘটনা ঘটল বর্ধমানে। আর তার জেরে মৃত্যু হল দু’জনের। এই ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন পড়ে গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের তুরুক-ময়না গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গাড়ি নিয়ে গ্রামে গরু চুরি করতে এসেছিল কয়েকজন। কিন্তু তাড়া খেয়ে তাদের দু’জন পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পুকুর থেকে উঠতেই তাদের ঘিরে ধরে মারধর করা হয়। তারপরে দু’জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু সেখানের চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। উত্তেজিত জনতার রোষের মুখে পড়ে তারা। কারা এই ঘটনায় জড়িত সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে কয়েকদিন ধরে জামালপুরের তুরুক ময়না গ্রামে গবাদি পশু চুরি যাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, একমাসে ১৫টি গরু চুরি হয়েছে। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি। তাই তাঁরা নিজেরাই রাতে পাহারা দিচ্ছেন। আর শুক্রবার রাতে ওই গ্রামেরই এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে পড়ে দুই যুবক। মোষ বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান এবং ঘিরে ধরেন। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ দেয় দু’জনে। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর গ্রামবাসীরা যে যার ঘরে চলে যান। কোনও

কথা শুনতে না পেয়ে ওই দু’জন পাড়ে উঠে আসে। আর সেখান থেকে চম্পট দিতে গেলে গ্রামবাসীরা ধরে গণপ্রহার দেন। অন্যদিকে একটি ৪০৭ পিকআপ ভ্যানে করে পাঁচজন গ্রামে ঢুকেছিল গরু চুরি করতে বলে অভিযোগ। তারা একটি বাড়ির গোয়ালের দরজার তালা ভাঙে এবং মোষ নিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন ঘটনাটি গ্রামের কিছু লোক টের পেয়ে যান। গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তেজিত জনতা চোর সন্দেহে ওই পাঁচজনকে তাড়া করলে তিনজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাকি দু’জন প্রাণ বাঁচাতে একটি পুকুরে নেমে পড়ে। পুকুর থেকে উঠলে তাদের গণপ্রহার শুরু করে গ্রামবাসীরা। তাতেই তাদের মৃত্যু হয়। এটাকে খুন হিসাবেই দেখছে পুলিশ। মৃতদের নাম জানা যায়নি। তবে পুলিশ জানতে পেরেছে, তারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। গণপ্রহারে মৃত্যুর ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আর জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দু’জনকে উদ্ধার করে। তারপর নিয়ে যায় মেমারি হাসপাতালে। কিন্তু তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত দু’জনেরই মৃত্যু হয়। রঞ্জিত ক্ষেত্রপাল নামে এক ব্যক্তির গোয়াল থেকে দুটি মোষ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তারা বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দ্বারা খতিয়ে দেখা হবে ঘটনা এবং কেমন করে ঘটনাটি ঘটল তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, ‘‘দুটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে, একটি মালবাহী গাড়ি নিয়ে কয়েকজন গ্রামে ঢুকেছিল। ওই গাড়ি এবং বাকিদের সন্ধান চালানো হচ্ছে।’’

পুঞ্চ ও রাজৌরিতে বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট

জম্মু, ২৩ ডিসেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরিতে বৃহস্পতিবারের জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে আবারও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হল। শনিবার পুঞ্চ ও রাজৌরিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। হামলাকারী জঙ্গিদের খোঁজে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলার কারণেই পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলার সীমানায় মোবাইল ইং টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। পাশাপাশি লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের ধরতে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, জম্মু ডিভিশনের পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলার সীমানায় সেনার দু'টি গাড়িতে বৃহস্পতিবারের ওই জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাঁচ জওয়ান নিহত হয়েছেন। ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে পাক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার শাখা সংগঠন ' পিপলস অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট' (পিএএফএফ)। এদিকে, সেনা হেফাজতে দুই গ্রামবাসীর মৃত্যুর অভিযোগের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে পুঞ্চ-রাজৌরিতে। বৃহস্পতিবারের হামলার পরে বলফাইজের সাওয়ানি গ্রাম থেকে ৩৬ জন গ্রামবাসীকে আটক করেছিল সেনা।তাঁদের মধ্যে বছর তিরিশের রেয়াজ আহমেদ ও বছর ছাব্বিশের শওকত হুসেনের সেনা হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। রেয়াজ ও শওকতের দেহ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বলফাইজের পুঞ্চ চক এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.২ ডিগ্রি, কনকনে শীতে জবুথবু অবস্থা সমগ্র উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ জাতীয় রাজধানী দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত প্রবল ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপছে। শীতের পোশাকেও রেহাই মিলছে না, তাই রাস্তায় ধারে বিভিন্ন স্থানে শীত থেকে বাঁচতে আগুন পোহাতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার-সর্বত্রই এই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে রয়েছে কুয়াশার দাপটও। কুয়াশার কারণে শনিবার দিল্লিতে বিঘ্নিত হয়েছে উ।ান পরিষেবা।দিল্লি বিমানবঃদর সূত্রের খবর, শনিবার ১১টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এবং ৫টি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট দিল্লি বিমানবন্দরে আসা এবং যেতে দেরি হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিল্লির সফদরজং-এ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ এই তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে এবং দিল্লির পালমে সেই সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

যেমন বাপ তেমন বেটা! মাঠে নেমে ৯৮ রান করে দলকে জেতালেন রাহুল-পুত্র সমিত

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সমিত দ্রাবিড়, তার খেলার ধরন অবিকল বাবার মতো। সমিত দ্রাবিড়।,রাহুল দ্রাবিড়ের বড় ছেলে। কর্নাটকের হয়ে এখন অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট খেলেন। এই বয়সেই ভারতীয় ক্রিকেটে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। তাঁর ব্যাটেই কোচবিহার ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে হারিয়েছে কর্নাটক।ভ্জম্মুর মাঠে প্রথম ইনিংসে ১৭০ রান করেছিল ঘরোয়া দল। জবাবে কর্নাটকের হয়ে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামেন সমিত। সাবলীল ব্যাটিং করেন। চতুর্থ উইকেটে সতীর্থ কার্তিকেয় কেপির সঙ্গে ২৩৩ রানের জুটি বাঁধেন। সেই জুটিই দলকে জিতিয়ে দেয়।ভ্১৫৯ বলে ৯৮ রানের ইনিংস খেলেন সমিত। ইনিংসে মারেন ১৩টি চার ও একটি ছক্কা। যত ক্ষণ ক্রিজে ছিলেন তত ক্ষণ তাঁকে দেখে মনে হয়নি কোনও সমস্যা হচ্ছে। সামনের পায়ে, পিছনের পায়ে সাবলীল ব্যাটিং করছিলেন। পেসারদের পাশাপাশি স্পিনারদেরও অবলীলায় খেলছিলেন। তাঁর ব্যাট করার ধরন দ্রাবিড়রে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ঠিক যে ভাবে তিনি মিডল অর্ডারে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতেন, সমিতও তাই করেছেন। শতরানের থেকে ২ রান দূরে আউট হয়ে যান তিনি।ভ্প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৪০০ রানের ডিক্লেয়ার দেয় কর্নাটক। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০ রানে অল আউট হয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। ফলে ইনিংস ও ১৩০ রানে জেতে কর্নাটক।

বেঙ্গালুরুতে সাই ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছেঃঅনুরাগ ঠাকুর

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বেঙ্গালুরুতে সাই ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, বেঙ্গালুরুতে সাই ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে সুবিধা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে সুবিধা ভালোভাবে এসেছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের পরে, যে খেলোয়াড়রা হকির ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা এখানে এসেসমেন্ট ক্যাম্পে এসেছেন। খেলোয়াড়রা অনুপ্রাণিত বোধ করে যে খেলো ইন্ডিয়ার মতো একটি বড় টুর্নামেন্ট, যা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, অনেক খেলোয়াড়কে সাহায্য করছে। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে সাই আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি খেলোয়াড়, সহায়ক স্টাফ এবং কোচদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

সংসদে নিরাপত্তা বিচ্যুতিঃমহেশকে আরও ১৩-দিনের জন্য হেফাজতে পেল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সংসদে নিরাপত্তা বিচ্যুতির ঘটনায় ষষ্ঠ অভিযুক্ত মহেশ কুমাওয়াতকে আরও ১৩-দিনের জন্য হেফাজতে পেল দিল্লি পুলিশ। ৭-দিনের হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায়, শনিবার মহেশকে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। এদিন ষষ্ঠ অভিযুক্তকে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লি পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।সংসদে হামলা তথা ধোঁয়া-কাণ্ডের ষষ্ঠ অভিযুক্ত হল এই মহেশ। এর আগে ৭-দিনের জন্য দিল্লি পুলিশের হেফাজতে ছিল সে। ৭-দিনের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয় মহেশকে। আদালত এদিন মহেশকে ১৩-দিনের জন্য অর্থাৎ আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধাঞ্জলি যোগীর, ৫১ জন কৃষককে উপহার দিলেন ট্র্যাক্টর

লখনউ, ২৩ ডিসেম্বর ঃ জন্মজয়ন্তীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার সকালে লখনউতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ বিশিষ্টজনেরা। পরে চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'কৃষক উপহার যোজনা'-র অধীনে ৫১ জন কৃষকের হাতে তুলে দেন ট্র্যাক্টরের চাবি।এদিনই লখনউতে আয়োজিত কিষাণ সম্মান দিওয়ান - ২০২৩ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী যদি আদিত্যনাথ বলেছেন, আমরা গত ৯ বছরে একটি পরিবর্তনশীল ভারত প্রত্যক্ষ করেছি। এই প্রথমবার দেশের কৃষকরা অনুভব করেছেন, তাঁরা সরকারের এজেন্ডায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। গত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে চালু করা প্রকল্পগুলি আমরা দেখেছি।

ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৩,৪২০ করোনায় আক্রান্ত ৭৫২ জন, প্রাণহানি ৪ জনের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ভারতে নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাস, বিগত ২৪ ঘন্টার দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫২ জন। ২০২৩ সালের ২১ মে-র পর এতটা বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেরলে দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন, রাজস্থানে একজন ও কর্ণাটকে একজন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,৪২০-তে পৌঁছেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৩২। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৭১,২১২ জন করোনা-রোগী। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭৯,০৮১-তে পৌঁছেছে।

পঞ্জাবে জনবহুল এলাকায় মাস্ক বাধ্যতামূলক, জারি নির্দেশিকা

চন্ডীগ।, ২৩ ডিসেম্বর ঃ পঞ্জাবে জনবহুল এলাকায় মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কারণ সম্প্রতি দেশে ওমিক্রণের জেএন-১ ভ্যারিয়েন্টের অনেক সংক্রমণ ধরা পড়ছে। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশ জারি করেছে। পঞ্জাবে এখনও জেএন-১ এর কোনও ঘটনা প্রকাশ্যে আসেনি তবে অমৃতসর বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, জনবহুল জায়গায় মাস্ক পরতে হবে। হাসপাতালের চিকিৎসক, প্যারামেডিক্যাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে।রোগী ও তাঁদের স্বজনদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরা সহ অন্যান্য সতর্কতা মেনে চলতে হবে। শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতায় ভুগলে ব্যক্তি‌‌কে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষা করানো সহ হাত, চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, জনসাধারণের ব্যবহার্য জায়গায় থুথু না ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেকোনো ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনে পরামর্শের জন্য মেডিকেল হেল্পলাইন ১০৪-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর থুথুকুডি জেলায় এনডিআরএফ-এর ত্রাণকার্য অব্যাহত

থুথুকুডি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর থুথুকুডি জেলায় শনিবার এনডিআরএফ-এর ত্রাণকার্য অব্যাহত রয়েছে। তামিলনাড়ুর থুথুকুডি জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে উপকূলীয় এলাকা। শনিবার সিপকোট শিল্প এলাকায় বিধ্বস্ত মানুষদের উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে এনডিআরএফ। পুলিশের সঙ্গে এনডিআরএফ দল যৌথভাবে এই উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। এই যৌথ দল বন্যায ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা ও শিশুদের নৌকা করে উদ্ধার করে তাদের খাবার সরবরাহ করছে।তামিলনাড়ুর মুখ্য সচিব শিব দাস মীনা শনিবার জেলার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এখন আন্তোনিয়ারপুরম এলাকায় ত্রাণকার্য পুরোদমে চলছে। এই এলাকাটিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলে জানা গিয়েছে। ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে থুথুকুডি-পালয়ামগোট্টাই

মিড ডে মিলে স্বাদ আনতে দারুন সিদ্ধান্ত নিল সরকার!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মিড-ডে মিলের সামান্য বরাদ্দ, আর তাতেই ছোট ছোট ক্ষুধার্ত মুখগুলোয় তুলে দিতে হয় খাবার। অথচ সকলেই তো চান যে, মাছ, মাংস, লাড্ডু, পায়েস না হোক, অন্তত ডাল-ভাত-সব্জিটুকু স্বাদ আর পরিবেশন, পরিচ্ছন্নতায় এমন হয়ে উঠুক যেন পুষ্টি আর স্বাদ দুটোই বজায় থাকে।সেই সদিচ্ছা সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে মিড ডে মিলের রন্ধন কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে। ট্রেনিং শেষে ব্যবস্থা করা হবে কুকিং কম্পিটিশনেরও, যাতে সেরা হাতের সুস্বাদু রেসিপির স্বাদ অন্যান্য স্কুলের রন্ধনকর্মীরাও ভালো করে শিখে নিতে পারেন। ছেলেমেয়েদের পেট ভরবে, মুখে ফুটবে তৃপ্তির হাসি।ভ্নতুন বছরের জানুয়ারির ১৬ তারিখ দিল্লিতে মিড ডে মিল, অধুনা ' পোষণ যোজনা'র প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল বোর্ডের মিটিংয়ে যাবে রাজ্য। তার আগে কেন্দ্রের কয়েকটি সুপারিশ ছিল। যেগুলির মধ্যে ছিল মিড ডে মিলের কুকদের নিয়ে এমন রন্ধন প্রতিযোগিতা, ট্রেনিংয়ের কথা। সেই সুপারিশ মেনে ইতিমধ্যে কলকাতা জেলার মিড ডে মিল কর্তৃপক্ষ ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছেন।তারাতলার কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট কেটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড় নিউট্রিশন-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের পুষ্টিবিদ, শ্যেফ, হাইজিন এক্সপার্টদের দিয়ে মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কী ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্না করতে হবে, কোন ধরনের রান্নায় কতটা উপকরণ ব্যবহার করলে সেটা শিশুদের উপকারে আসবে, কোন টোটকায় খাবারের স্বাদ বাড়বে- এক্সপার্টরা মূলত সেই সব বিষয়ে ট্রেনিং দিয়েছেন।কলকাতা জেলার মিড ডে মিল কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিকের কথায়, ' কুকিং কম্পিটিশনের মাধ্যমে সেরা রেসিপিগুলো তুলে আনব। যাঁরা প্রতিযোগিতায় জয়ী হবেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। তাঁদের রেসিপি বাকিদের সঙ্গেও শেয়ার করে নেওয়া হবে।'

আয় বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় দোষী! তিন বছরের জন্য কারাদন্ড শিক্ষামন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ হাইকোর্ট আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করল তামিলনাড়ুর উচ্চশিক্ষামন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা কে পনমুডি। সঙ্গে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ জুন বেল্লোরের একটি আদালত প্রমাণের অভাবে পনমুডি এবং তাঁর স্ত্রীকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাজ হাই কোর্ট নিম্ন আদালতের সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দেয়। বুধবার মামলাটি আদালতে উঠলে মাদ্রাজ হাই কোর্ট পনমুডিকে দোষী সাব্যস্ত করে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রীকে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পনমুডির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকেও ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সাজা যাতে কম হয় তার আর্জি জানিয়ে হাই কোর্টে মেডিক্যাল রিপোর্টও দেন সস্ত্রীক পনমুডি। তাঁরা আর্জি জানান, এই মামলাটি অনেক পুরনো। তা ছাড়া মন্ত্রীর ৭৩ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর বয়সও ৬০। তাই বয়স এবং শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ন্যূনতম সাজা দেওয়া হয়।ভ্মামলাটি ২০০২ সালের। পনমুডি এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই সময় রাজ্যে এআইএডিএমকে-র সরকার ছিল। দ্য ডিরেক্টরেট অফ ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন (ডিভিএসি)-এর দাবি, মন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯৬-২০০১ সালের মধ্যে প্রচুর বেনামী সম্পত্তির অধিকারী হন। সেই সময় থেকেই তামিলনাড়ুর শিক্ষমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। ১৯৮৯ সালে বিল্লুপুরম থেকে প্রথম বার বিধায়ক হন পনমুডি।ভ্জাত জুলাইয়ে পনমুডি, তাঁর পুত্র গৌতম সিগামানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, ২০০৬-২০১১ সালের মধ্যে খনিমন্ত্রী থাকার সময় তামিলনাড়ুর ' মিনারেল কনসেশন' আইন ভঙ্গ করেছিলেন পনমুডি। শুধু তা-ই নয়, সেই সময় প্রায় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা দুর্নীতিরও অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই পনমুডি এবং তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি।

রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত সোনিয়া-মনমোহন!আর কে কে আমন্ত্রিত?

দুরন্ত বার্ত ডিজিটাল ডেস্কঃ আগামী ২২ জানুয়ারি রাম লালার মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে বিরোধীপক্ষ ব্রাত্য হচ্ছে না রামজন্মভূমির মহাযজ্ঞে। মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ গিয়েছে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী , প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-সহ শীর্ষ বিরোধী নেতাদের কাছে।বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকরি সভাপতি অলোক কুমার জানিয়েছেন, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট ইতিমধ্যে বিরোধী নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কারা রয়েছেন সেই তালিকায়? অলোক জানিয়েছেন, উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে সোনিয়া গান্ধী, মনমোহন সিং ছাড়াও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভায় বৃহত্তম দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। এছাড়াও জেডিএস প্রধান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবে গৌড়াকেও আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে ট্রাস্ট। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের দাবি, আমন্ত্রণ পেলেও রাম মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকছেন না কংগ্রেস নেতারা। এদিকে রাম মন্দির আন্দোলনের পুরোধা এলকে আডবাণী এবং মুরলী মনোহর যোশী মন্িগদরর উদ্বোধনে থাকছেন না। এই নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। যদিও রাম মন্দির ট্রাস্টের সম্পাদক চম্পত রাইয়ের দাবি, দুজনেই (আডবাণী এবং যোশী) বৃহত্তর গেরুয়া পরিবারের প্রবীণ সদস্য। তাঁদের বয়সের বিষয়টি বিবেচনা করেই উদ্বোধনে আসবেন না বলে জানিয়েছেন। দুই নেতার আবেদন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট আরও জানিয়েছে, আরও বে্শ কয়েকজন বিরোধী নেতাকে আমমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদিও তাঁদের নাম এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

সাংসদ সাসপেনশনের প্রতিবাদে মিছিলে ' ইন্ডিয়াশুক্রেধর্না যন্তরমন্তরে!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ১৪৩ জন বিরোধী সাংসদের সাসপেনশন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করে প্রতিবাদে এ বার দিল্লির রাজপথে ' গতবৃহস্পতিবার পুরনো সংসদ ভবনের মূল প্রবেশপথ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করেন বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন দলের সাংসদেরা। কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরী, শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত, সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব-সহ বিভিন্ন বিরোধী সাংসদ ছিলেন ওই মিছিলে।ভ্কংগ্রেস সভাপতি খড়্গে জানিয়েছেন, সাংসদদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে শুক্রবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্নায় বসবেন বিজেপি বিরোধী জোট ' নেতারা। তাঁর কথায়, ' সাসপেনশন সংসদীয় রীতি পরিপন্থী এবং বেআইনি।'' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিশানা করে খড়্গের মন্তব্য, ' চান না সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠু ভাবে চলুক। তাই উনি সংসদ অধিবেশন চালাকালীন আমদাবাদে, বারাণসীতে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন, কিন্তু এক বারও সংসদে এসে কিছু বলছেন না।''উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকল করার ঘটনা নিয়েও বৃহস্পতিবার সরব হয়েছেন খড়্গে। তাঁর অভিযোগ, ধনখড় এই বিতর্কে সুকৌশলে তাঁর ' পরিচয় প্রকাশ্যে এনে জাতপাতের ভাবাবেগ উস্কে দিতে চাইছেন। মঙ্গলবার সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে বিরোধী সাংসদদের অবস্থানে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ধনখড়কে যে ভঙ্গিতে কথা বলেছেন, শরীরী ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজস্থানের একটি জাঠ সংগঠন ' অবমাননার' অভিযোগ তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি কল্যাণকাণ্ডে ' মাত্রা' দিতে সক্রিয় হতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ বিষ্ণুদেও সাই-এর, ধনখড় সকাশে ছত্তিশগড়ের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রীও

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃউপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করলেন ছত্তিশগ।রে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। শনিবার সকালে দিল্লিতে উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিষ্ণুদেও সাই। পাশাপাশি দেশের উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন ছত্তিশগড়ের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা ও অরুণ সাও। উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করেছেন তাঁরা।উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড় নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, শনিবার উপ-রাষ্ট্রপতি নিবাসে গিয়ে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই ও দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা এবং অরুণ সাও দেখা করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।রে সঙ্গে। উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই লেখেন, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপ-রাষ্ট্রপতির চমকার ধারণা এবং জ্ঞান অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।

জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে বড় অনুপ্রবেশ রুখে দিল সেনা, ফিরতে বাধ্য হল সন্ত্রাসীরা

জম্মু, ২৩ ডিসেম্বর ঃজম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে বড়সড় অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল সেনাবাহিনী। শুক্রবার মধ্যরাতে জম্মুর আখনুরের খৌরে আন্তর্জাতিক সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখে দিয়েছে সেনাবাহিনী। ৪ জঙ্গির সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পান সেনা জওয়ানরা। সেনা জওয়ানরা গুলি চালালে জঙ্গিরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সন্ত্রাসীদের একটি দেহ পিছনে টেনে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে।শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, জম্মুর আখনুরের খৌর এলাকায় শুক্রবার মধ্যরাতে ৪ সন্ত্রাসীর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। কালবিলম্ব না করে সেনাবাহিনী গুলি চালায়। পরে রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাসীদের দেখা যায়, একটি দেহ টেনে নিয়ে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় হিন্দু মন্দিরে হামলা! দেওয়ালে লেখা হল খলিস্তানি স্লোগান

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃএ বার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় হিন্দু মন্দিরে হামলা চালাল খলিস্তানপন্থীরা। একটি মন্দিরের দেওয়ালে কালো রঙে খলিস্তানপন্থী স্লোগান লেখা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার নেপথ্যে কানাডায় আত্মগোপনকারী জঙ্গি নেতা গুরুপতবন্ত সিং পন্নুনের সংগঠন ' ফর জাস্টিস' (এসএফজে) রয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে।ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের নিউইয়র্ক শহরের ওই ঘটনার জেরে ' আমেরিকান ফাউন্ডেশন' পরিচালিত ' মন্দির বাসনা সংস্থা' কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই মন্দিরের দেওয়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান লেখার বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে নাগরিক অধিকার আদালতেও। ক্যানিফোর্নিয়ার রাজধানী সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেটের তরফে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকারের কাছে এ বিষয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে।

গ্রাম দখলকে ঘিরে ঝামেলা, তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে দুবরাজপুরে বোমাবাজি

বীরভূম, ২৩ ডিসেম্বর ঃগ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের খোঁজ মহম্মদপুর গ্রামে। বোমাবাজির ঘটনাও ঘটেছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে বোমাবাজি শুরু হয়। অন্তত ১০টি বাড়িতে ভাঙচুর চলে বলে অভিযোগ। দুবরাজপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকালের ঘটনার পর পুরুষ শূন্য গোটা গ্রাম।উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দুই তৃণমূল নেতা আজম শেখ ও শেখ সেলিমের মধ্যে গ্রামের দখলদারি নিয়ে বিবাদের জেরেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। বোমাবাজি হয়েছে স্বীকার করলেও, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। শাসকদলের দাবি, গ্রাম্য বিবাদের জেরে এই ঘটনা।

সল্টলেকে বাড়ি ভাড়া নিতে চান? মানতে হবে এই নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সল্টলেক-বিধাননগর এলাকাতে লিজে দেওয়া যে কোনও 'নন রেসিডেন্সিয়াল' জমিতেই যে সমস্ত বাড়ি গড়ে উঠেছে সেখানে ভাড়া বসানোর ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন।এই সমস্ত এলাকায় ভাড়া বসানোর ক্ষেত্রে অনুমতির আবেদন পদ্ধতি অনেকটাই শিথিল করতে চলেছে নবান্ন।ভ্জানা গিয়েছে, আবেদন করার পরই একটি প্রাথমিক অনুমতি বা শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেওয়া হবে এবং এর মেয়াদ হতে চলেছে ৯০ দিন। এই সময়ের মধ্যে অনুমতি নিতে হবে এবং উপযুক্ত কাগজ দেখিয়ে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হবে।প্রসঙ্গত, বিধাননগর এলাকাতে কোনও বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য রাজে্যর পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের থেকে অনুমতি নিতে হয়। অতীতে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, এর জন্য আবেদন করে দীর্ঘদিন আবেদনকারীকে অপেক্ষা করতে হত। ফলে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হত তাঁদের। এই বিষয়টি নজরে আসে প্রশাসনের। এরপরেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয় প্রশাসন।ভ্এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে তাঁর ক্রো, চুক্তিপত্র, পরিচয় পত্র এবং ১৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। সব নথি ঠিকঠাক থাকলেই দেওয়া হবে প্রভিশনার পারমিশন বা শর্তসাপেক্ষে অনুমতি। তবে তা কেবলমাত্র তিন মাস বা ৯০ দিন বৈধ থাকবে। এরই মধ্যে স্থায়ী অনুমতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।ভ্এই প্রসঙ্গে একাধিক শর্তের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, কোন কাজে বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তা মালিকের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে। ওই উল্লেখিত কাজের বাইরে অন্য কোনও কাজ করা যাবে না। এক্ষেত্রে ভাড়া নেওয়া বাড়িতে যদি তথ্য প্রযুক্তির কাজ করা হয় সেক্ষেত্রে এই অনুমতি নিতে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার, ৭পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৬পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৬পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না।
বৃষভ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে
কর্কট রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগে স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত।
সিংহরাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং সুখ।
কন্যারাশিঃসৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য
তুলা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো।
বৃশ্চিক রাশিঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে
ধনু রাশিঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না,
মকর রাশিঃখেলাধূলা এবং বহিরাঙ্গণ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ
কুম্ভ রাশিঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। **মীন রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে

ফিরে দেখা ২০২৩, যাঁদের আমরা হারিয়েছি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ নতুন প্রিন্টিংক প্রায় সমাগত। ২০২৩ শেষ লগ্নে উপস্থিত। গত এক বছরে আমরা অনেক বিশিষ্টজনকে হারিয়েছি। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁরা আলো জ্বালিয়েছিলেন। তাঁদের প্রয়াণে আরও গাঢ় হয়েছে বিষাদের ছায়া। দেখে নেওয়া যাক গত এক বছরে কাঁরা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন..... দেখে নেওয়া যাক কাদের আমরা হারালাম-

জানুয়ারি- সুমিত্রা সেন, ৩ জানুয়ারি প্রয়াত হন রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, পল্লীগীতি এবং বাংলা আধুনিক গানের বিখ্যাত গায়িকা সুমিত্রা সেন (৯০)।

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, ৮ জানুয়ারি ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রয়াগরাজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। শরদ যাদব, ১৪ জানুয়ারি প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ যাদব (৭৫)। জিনা লল্লোব্রিজিদা, ১৯ জানুয়ারি প্রয়াত হন ইতালীর প্রাক্তন অভিনেত্রী, আলোকচিত্র সাংবাদিক ও ভাস্কর লুইজিনা'লল্লোব্রিজিদা (৯৫)। তিনি ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত অন্যতম সেরা ইউরোপীয় অভিনেত্রী ছিলেন। এই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিক যৌন আবেদনের প্রতীক হয়ে ওঠেন। বালকৃষ্ণ বিঠলদাস দোশি, ২৪ জানুয়ারি প্রয়াত হন ভারতীয় স্থাপত্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বালকৃষ্ণ বিঠলদাস দোশি (৯৫)। তিনি ছিলেন ভারতে আধুনিকতাবাদী এবং ব্রুটালিস্ট স্থাপত্যের (ন্যূনতম নির্মাণ দ্বারা চিহ্নিত) অগ্রদূত।

ফেব্রুয়ারি- পরিমল দে, ১ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার পরিমল দে (৮১)। বাণী জয়রাম, ৪ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন 'আধুনিক ভারতের মীরা', প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী বাণী জয়রাম (৭৭)। বার্ট বাখারাক, ৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন ৬ বারের গ্র্যামি ও 'অফ ফেম' ফটো কম্পোজার বার্ট বাখারাক (৯৪)। তুলসীদাস বলরাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন কিংবদন্তি ভারতীয় ফুটবল তারকা তুলসীদাস বলরাম (৮৬)। জটু লাহিড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন হাওড়ার শিবপুরের প্রাক্তন বিধায়ক জটু লাহিড়ি (৮৭)। পদ্মশ্রী' পণ্ডিত বিজয়কুমার কিচলু, ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাক্তন নক্ষত্র, আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার, 'পদ্মশ্রী' পণ্ডিত বিজয়কুমার কিচলু (৯২)। নাজমুল হুদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন বাংলাদেশের প্রাক্তন তথ্য (১৯৯১-'৯৬) ও যোগাযোগমন্ত্রী (২০০১-'০৬) নাজমুল হুদা। বব রিচার্ডস, ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন পোলো ভল্ট খেলোয়াড়, রাজনীতিক, ২ বারের (১৯৫২, '৫৬) অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান বব রিচার্ডস (৯৭)।

মার্চ- চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত, ২ মার্চ প্রয়াত হন প্রাক্তন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত (৮২)। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ মার্চ প্রয়াত হন রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনির বিশিষ্ট লেখক, শিশুসাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় (৮২)। তাঁর সৃষ্ট জনপ্রিয়তম কাহিনি ' পাণ্ডব গোয়েন্দা' সিরিজ। সত্যব্রত মুখার্জি, ৩ মার্চ প্রয়াত হন প্রাক্তন আইনজীবী ও বিজেপি সাংসদ সত্যব্রত মুখার্জি (৯০)। সতীশ কৌশিক, ৯ মার্চ আচমকা সকলকে ছেড়ে চলে যান অভিনেতা-পরিচালক সতীশ কৌশিক। দিল্লিতে বন্ধুর ফার্মহাউস থেকে ফেরার পথে চলন্ত গাড়িতেই হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু হয় 'তেরে নাম'-এর পরিচালকের।

এপ্রিল-সেলিম আজিজ দুরানী, ২ এপ্রিল প্রয়াত হন কাবুলে জন্মগ্রহণকারী আফগান বংশোদ্ভূত প্রথিতযশা ও প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সেলিম আজিজ দুরানী (৮৮)। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৩ সময়কালে ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রবীর ঘোষ, ৭ এপ্রিল প্রয়াত হন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রধান এবং হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর ঘোষ (৭৮)। কেশব মাহিন্দ্রা, ১২ এপ্রিল প্রয়াত হন মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কেশব মাহিন্দ্রা (৯৯)। প্রকাশ সিং বাদল ২৫ এপ্রিল প্রয়াত হন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ প্রকাশ সিং বাদল (৯৫)। ১৯৭০ থেকে ১৯৭১, ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০, ১৯৯৭ থেকে ২০০২ এবং ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রণজিৎ গুহ, ২৮ এপ্রিল প্রয়াত হন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ (৯৯)। ১৯৫৯ সালে তিনি ভারত থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। শেষ জীবনে তিনি ভিয়েনা, অস্ট্রিয়াতে থাকেন।

মে-সমরেশ মজুমদার, ৮ মে প্রয়াত হন শিষ্ট লেখক সমরেশ মজুমদার (৭৯)। কল্যাণী কাজী, ১২ মে প্রয়াত হন কাজী নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের স্ত্রী এবং নজরুলগীতির গায়িকা কল্যাণী কাজী (৮৭)। এস পি হিন্দুজা, ১৭ মে প্রয়াত হন হিন্দুজা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এস পি হিন্দুজা (৮৭)। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর লন্ডনে মৃত্যু হয় তাঁর। বৈভবী উপাধ্যায়, গত ২২ মে হিমাচল প্রদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়, 'ভাসেস সারাভাই' ধারাবাহিকের বৈভবী উপাধ্যায়। মাত্র ৩২-এই পথ চলা শেষ হয় পর্দার জ্যাসমিনের। মিকি জাগতিয়ানি, ২৬ মে প্রয়াত হন 'প্রপের প্রতিষ্ঠাতা মিকি জাগতিয়ানি।

জুন-বনানী ঘোষ, ৭ জুন প্রয়াত হন প্রথিতযশা ভারতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ সেন ও রজনীকান্ত সেন-সহ অন্যান্যদের গানের বিশিষ্ট শিল্পী বনানী ঘোষ ওরফে কেবী। সিলভিও বের্লুস্কোনি, ১২ জুন প্রয়াত হন ইতালীর প্রাক্তন রাজনীতিবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা এবং মিডিয়া মালিক সিলভিও বের্লুস্কোনি (৮৬)। ২০০৮ থেকে ২০১১, তার আগেও দু'বার তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পি সি নাম্বুদ্রিপাদ, ২৭ জুন প্রয়াত হন বিশিষ্ট বামপন্থী লেখক ও শিক্ষাবিদ পি সি নাম্বুদ্রিপাদ (১০৩)।

আগস্ট-অম্বরীশ মূর্তি, ৭ আগস্ট প্রয়াত হন লেহ বাইক ট্রিপে থাকাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অনলাইন আসবাবের দোকান পেপারফ্রাই-র সহ প্রতিষ্ঠাতা অম্বরীশ মূর্তি। ড. বিকাশচন্দ্র সিং, ১১ আগস্ট প্রয়াত হন পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ও ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন (ভিইসি) কেন্দ্রের সাহা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক, জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুরের বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যান, ভিইসি সেন্টারের হোমি ভাবা চেয়ার অধ্যাপক, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, ড. বিকাশচন্দ্র সিংহ (৭৮)। মহম্মদ হাবিব, ১৫ আগস্ট প্রয়াত হন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় ও অধিনায়ক মহম্মদ হাবিব (৭৩)। জয়ন্ত মহাপাত্র, ২৭ আগস্ট প্রয়াত হন ইংরেজি কবিতার জন্য প্রথম ভারতীয় সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপক জয়ন্ত মহাপাত্র (৯৩)।

সেপ্টেম্বর-স্থবির দাশগুপ্ত, ৫ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন বিশিষ্ট ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য ও রোগতত্ত্বের কাজে সুপরিচিত, জীবন ও ক্যান্সারের উপর বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা স্থবির দাশগুপ্ত (৭৪)। সৌমেন্দু রায়, ২৭ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক সৌমেন্দু রায় (৯১)। সেরা সিনেমাটোগ্রাফির জন্য তিনি তিন বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। তিনি বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত হন। এমএস স্বামীনাথন, ২৮ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক তথা প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথন (৯৮)।

অক্টোবর- আসাদ চৌধুরী, ৫ অক্টোবর প্রয়াত হন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক আসাদ চৌধুরী (৮০)। এম এস গিল, ১৫ অক্টোবর প্রয়াত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (১৯৯৬-২০০১) এম এস গিল।পরাগ দেশাই ,২২ অক্টোবর প্রয়াত হন ওয়াঘ বাকরি চা গোষ্ঠীর মালিক তথা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পরাগ দেশাই। অহমেদাবাদে পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় তাঁর। বিষেন সিং বেদী, ২৩ অক্টোবর প্রয়াত হন প্রথিতযশা প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার, বিশ্বের অন্যতম সেরা লেগ স্পিনার বিষেন সিং বেদী (৭৬)। ম্যাথু ল্যাংফোর্ড পেরি, ২৮ অক্টোবর প্রয়াত হন প্রাক্তন মার্কিন অভিনেতা, পরিচালক, লেখক, প্রযোজক ম্যাথু ল্যাংফোর্ড পেরি (৫৩)।

নভেম্বর-রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, ৩ নভেম্বর প্রয়াত হন খ্যাতনামা প্রাক্তন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও কলকাতার ' সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্রের প্রাক্তন কর্ণধার তথা প্রাণপুরুষ রাজেশ্বর ভট্টাচার্য (৮০)। নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ নভেম্বর প্রয়াত হন অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপিকা, নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৭)। গৌতম হালদার, ৩ নভেম্বর প্রয়াত হন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম হালদার। মহম্মদ ইমাদুল হক, ১১ নভেম্বর প্রয়াত হন ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ ইমাদুল হক। বাসুদেব আচারিয়া, ১৩ নভেম্বর প্রয়াত হন প্রবীন সিপিএম নেতা, বাঁকুড়ার ৯ বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া (৮১)। পৃথ্বী রাজ সিং ওবেরয়, ১৪ নভেম্বর প্রয়াত হন ভারতীয় হোটেল ব্যবসায় আমূল বদল আনা পৃথ্বী রাজ সিং ওবেরয় (৯৩)। সুব্রত রায়, ১৪ নভেম্বর প্রয়াত হন বিতর্কিত উদ্যোগপতি, সহারা গোষ্ঠীর কর্ণধার সুব্রত রায় (৭৫)। এস এস বদ্রিনাথ, ২১ নভেম্বর প্রয়াত হন শঙ্কর নেত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক এস এস বদ্রিনাথ (৮৩)। বি শশীকুমার, ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন বেহালাবাদক বি শশীকুমার (৭৩)। অমল মুখোপাধ্যায়, ২৬ নভেম্বর প্রয়াত হন প্রবীন শিক্ষাবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ অমল মুখোপাধ্যায় (৮৭)।হেনরি কিসিঞ্জার, ২৯ নভেম্বর প্রয়াত হন জার্মান-বংশোদ্ভূত আমেরিকান যুদ্ধাপরাধী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী, কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড সরকারদ্বয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার (১০০)।

ডিসেম্বর- জুনিয়র মেহমুদ, গত ৮ ডিসেম্বর ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ৬৭ বছর বয়সি অভিনেতা বর্ষীয়ান কৌতুক অভিনেতা জুনিয়র মেহমুদ। দীর্ঘদিন ধরেই স্টমাক ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি, চলছিল চিকিৎসাও। তবে শেষরক্ষা হয়নি। দীনেশ ফাডনিশ, গত ৪ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে চলে গেলেন ৫৭ বছরের অভিনেতা। সিআইডি-র ' ফ্রেডি' খ্যাত অভিনেতা দীনেশ ফাডনিশের মৃত্যুতে শোক মুম্বইয়ের টেলিপাড়ায়।

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের উদ্যোগে ৩০ তম ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের উদ্যোগে ৩০ তম ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি সম্মেলন শেষ হলো। ১৬ ও ১৭ ই ডিসেম্বর ২০২৩, শনিও রবিবার দুই দিনের এই সম্মেলনে মোট ২৪ জন গবেষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।এবারের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট-এর মাননীয় অধ্যক্ষ ড.দীপককুমার বড় পণ্ডা,তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন স্থানীয় ইতিহাস চর্চা স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বাধ্যতামূলক ভাবে করাটা জরুরী, আসলে সবই সিলেবাসে আছে যদি ছাত্র ছাত্রীদের স্থানিক ইতিহাস চর্চা করানো হয় নয়তো সিলেবাসের অজুহাত হয়। প্রথাগত গবেষক না হলেও বেশ কয়েক জন ক্ষেত্র সমীক্ষক মনের আনন্দে তাঁর এলাকার কোনো বিষয় নিয়ে বা কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে সেখানের ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি তুলে ধরতেও প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিভিন্ন অধিবেশন সঞ্চালন করেন কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বলাই চন্দ্র দাশ, গবেষক ড. শুভেন্দুকুমার সিদ্ধান্তএবং গবেষক সুব্রত পাল। এবছর ইতিহাস বিভাগে ডাক্তার

হারাধন ঘটক স্মৃতি পুরস্কার পান গবেষক ডাঃ বিপ্লব পাল এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগে দার্শনিক অরুণ প্রসাদ সেন স্মৃতি পুরস্কার পান গবেষক তথাগত সেন। এই পুরস্কার গুলি বিগত বছরের সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ গুলির বিচারে। লোকসংস্কৃতি বিভাগে সুনীতি সেন স্মৃতি পুরস্কার এবছর বিচারকদের বিবেচনা করা সম্ভব হয় নি। ৩০ তম সম্মেলনের মঞ্চ পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও এই সম্মেলন উপসমিতি দীর্ঘদিনের সভাপতি প্রয়াত সোমনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামাঙ্কিত করা হয় এবং এই সম্মেলনের অন্যতম প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ইতিহাস বেত্তা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। গুরুত্ববহ বিষয়ে এবার প্রবন্ধ পাঠ করেন সুব্রত পাল, বিধান বিশ্বাস, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর আচার্য, ড.শুভেন্দুকুমার সিদ্ধান্ত, স্বপনকুমার ঠাকুর, তথাগত সেন প্রমুখ। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব জানান এই সম্মেলন পরিষদের সারাবছরের কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম, এখানে যেমন প্রতিষ্ঠিত গবেষকরাও আসেন আবার যাঁরা নিজেদের সামান্য গবেষণা কাজটুকু তুলে ধরতে চাইলেও পারেন না তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া হয়,তাঁদের গবেষণা প্রথাগত না হলেও অনেক প্রশ্ন সামনে তুলে ধরেন সেই সব সমাধান করলে স্থানীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ হয় এতে কোনো সন্দেহই নেই। এই সব প্রবন্ধ গুলি নিয়েই আমাদের পত্রিকা প্রকাশ পায়, এতে লিখিত আকারে সেই সাদামাটা তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ থেকে যায়। এই অনুষ্ঠানে বিগত বছরের প্রবন্ধ নিয়ে পত্রিকার ২২ তম সংখ্যা প্রকাশ পায়।

সোনায় মোড়া নজরকাড়া শ্রীরামের পাদুকা যুগল! জানেন কত খরচ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বহুদেনের অপেক্ষায় ইতি টেনে ২২ জানুয়ারি রাম লাল্লার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হতে চলেছে। রাজসূয় যজ্ঞের মতোই চলছে আয়োজন। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। প্রস্তুত ভগবান রামের পাদুকা জোড়াও। আপাতত তা দর্শনের জন্য রাখা এসজি হাইওয়ের তিরুপতি বালাজি মন্দিরে। এই পাদুকা তৈরি করেছেন হায়দরাবাদের শ্রী চল্লা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। পাদুকা তৈরিতে লেগেছে ১ কেজি সোনা ও ৭ কেজি রুপো। এ ছাড়া পাদুকাটিতে জ্বলজ্বল করছে মূল্যবান রত্ন। এখন ভক্তরা এই পাদুকা যুগল দর্শন করতে পারবেন। এর আগে রবিবার তা রামেশ্বরধাম থেকে আহমেদাবাদে আনা হয়। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম লাল্লার অভিষেক অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে আসছেন স্বনামধন্য বক্তিরা। তার আগে ১৯ জানুয়ারি অযোধ্যায় আনা হবে শ্রীরামের চরণ পাদুকাযুগল। এই পাদুকা হাতে নিয়ে, শ্রী চল্লা শ্রীনিবাস ৪১ দিন ধরে অযোধ্যায় নির্মাণাধীন মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

অস্থায়ী মন্দির থেকে নতুন রামমন্দিরে রামলালার মূর্তি নিয়ে যাবেন নরেন্দ্র মোদি! এই উৎসবের জন্য, ট্রাস্ট আড়াই হাজার অতিথিদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে, যাঁদের রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে চার হাজার সাধুকেও। ২৩ জানুয়ারি থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হবে। মূল অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি থেকে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য বৈদিক আচার শুরু হবে। রাম মন্দির ট্রাস্টের সেক্রেটারি চম্পত রাই অযোধ্যায় ভিড় এড়াতে ভক্তদের যে-যার নিজের শহর বা এলাকায় স্থানীয়. মন্দিরে গিয়ে অনুষ্ঠানটি উদযাপন করতে অনুরোধ করেছেন। চম্পত রাই জানান, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় না এসে বরং স্থানীয় ধর্মস্থানে রামলাল্লাকে স্মরণ করতে । নিকটতম মন্দির ছোট হোক বা বড়, সেখানেই যেন শাল প্রাংশু মহাভূজ রথীর আরাধনা করেন ভক্তরা, এমনটাই আবেদন ট্রাস্টের।

সোদপুরে ভেঙে পড়ল লেভেল ক্রসিং-এর হাইট গজ গেট

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ এবার নয়া বিপত্তি সোদপুরে। জেলার অন্যতম ব্যস্ত এই স্টেশনে ভেঙে পড়ল লেভেল ক্রসিং-এর হাইট গজ গেট। ওই ক্রসিং দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করেন। শনিবার সকালে একটি লরির ধাক্কায় গেটটি ভেঙে পড়ে বলে জানা যাচ্ছে। এর ফলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারত বলে মনে করছে এলাকাবাসী। তবে বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে এই ঘটনার জেরে বড়সড় সমস্যার মুখে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। গেটটি ভেঙে পড়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লেভেল ক্রসিং। ফলে ওই রুট ব্যবহার করা যাচ্ছে না যাতায়াতের জন্য। অন্য রুট দিয়ে ঘুরে যেতে গিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাপক যানজট। গন্তব্য পৌঁছতে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। ইতিমধ্যেই গেটটি সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। ক্রেন এনে সেই কাজ চলছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার দাবি, বেআইনিভাবে বেশি জিনিস বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এভাবে ৮ নম্বর ক্রসিং-এর এই গেটটি ভেঙে পড়েছে। কয়েকদিন আগেই বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে তৈরি হয়েছিল বিপত্তি। সেই ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল চার জনের।

বিশ্ব রেকর্ড গড়তে প্রস্তুত কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ লক্ষ কন্ঠে গীতাপাঠকে কেন্দ্র করে একাধিক বিশ্ব রেকর্ড গড়তে প্রস্তুত কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। এমনটাই দাবি করেছেন উদ্যোক্তারা । রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) অন্তত এক লক্ষ মানুষ একসঙ্গে গীতা পাঠ করবেন। ইতিমধ্যেই ১ লাখ ৩০ হাজার মানুষ গীতা পাঠের জন্য নাম নিবন্ধন করেছেন। আযোজেকরা বলছেন, এই কর্মসূচিতে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ বেশি অংশগ্রহণ করবে। তাদের জন্য ১০ টি লোকাল ট্রেন বুক করা আছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কোনও ট্রেন গীতা পাঠকারী লোকজন নিয়ে .পৌঁছাবে না। বিরোধীদলীয় নেতা এবং প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীও এই অনুষ্ঠানে প্রধান মুখ। তিনি বলেন, আর্থিক সংকটের কারণে উত্তরবঙ্গ থেকে লোক আনা হচ্ছে না। একজন সংগঠক জানান, গীতা পাঠের আগে ৬০ হাজার মহিলা একসঙ্গে শঙ্খ বাজাবেন এবং ৭০ হাজার মানুষ হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও... গানটি গাইবেন। এর আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধান অতিথি থাকবেন এবং তার সঙ্গে দ্বারকা পীঠের শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতীকেও আমন্ত্রণ জানানো হযেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের কর্মসূচি স্থগিত করা হলেও তাতে যোগ দেবেন সদানন্দ সরস্বতী। চলছে গীতা পাঠের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। শনিবার সন্ধ্যার মধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভিক্টোরিযা. মেমোরিযালের ঠিক সামনে দুটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ।

তিলোত্তমায় শীতের আমেজ রয়েছেই, শুধু একটু একটু করে চড়ছে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীতের আমেজ বজায় রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে অনেকটাই। জেলাগুলির তাপমাত্রা আরও কম রয়েছে। তবে, একটু একটু করে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বড়দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে চলেছে। রবিবারের পর থেকে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই তাপমাত্রা বাড়ছে রাজ্যে। উধাও হচ্ছে শীত। শুধু তাই নয়, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আগামী তিন দিনে, শহরের তাপমাত্রা আরও প্রায় তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আবহবিদরা জানিয়েছেন। ফলে বড়দিন এবং নতুন বছরের সময় শীতকাতুরে বাঙালি ভাল রকম ঠান্ডা উপভোগ করতে পারবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

রবিবারেই হচ্ছে টেট পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মিলবে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা হতে চলেছে ২৪ ডিসেম্বর (রবিবার)। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে। কলকাতাতেও কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এ বছর টেটে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন। কলকাতায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাকুল্যে ২০০০-এর একটু বেশি বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রের খবর। সারা রাজ্য জুড়ে পরীক্ষার মোট কেন্দ্র ৭৭৩। কলকাতায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে মাত্র পাঁচটি। টেট-এর জন্য রবিবার, ছুটির দিনও মেট্রোয় মিলবে বাড়তি পরিষেবা। রবিবার সকাল ৯টার পরিবর্তে দমদম ও নিউ গড়িয়া থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫০-এ। সকাল ৭টায় ছাড়বে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া প্রথম মেট্রো। টেট-এর জন্য আগামীকাল সারাদিনে ১৩০টির পরিবর্তে ২৩৪টি মেট্রো চলাচল করবে। এর মধ্যে ১১৭টি আপ এবং ১১৭টি ডাউন মেট্রো। রাতের শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন নেই। টেটের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ৭৭৩ টি কেন্দ্রে থাকছে ১,৫৪৬টি সিসিটিভি। থাকছে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেকিং-এর ব্যবস্থা। পরীক্ষার্থীরা শাঁখা-পলা থেকে শুরু করে কোনও প্রকার অলঙ্কার পড়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকি জলের বোতল থেকে শুরু করে ঘড়ি কোন কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না। পরীক্ষার হলেই সব রকম ব্যবস্থা রাখছে পর্ষদ। পরীক্ষা শুরু দুপুর ১২টা থেকে শেষ হবে দুপুর ২,৩০ মিনিটে। তবে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করার সময়সীমা শুরু হচ্ছে সকাল ৯.৩০ থেকে। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেক রুমে ২৫ জনের বেশি পরীক্ষার্থী বসতে পারবেন না বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। একটি টেবিলে দু'জন করে পরীক্ষার্থী বসতে পারবেন। রবিবার লক্ষাধিক টেট পরীক্ষার্থীদের যাতে যাতায়াতের কোনও অসুবিধে না হয় তা নিয়েও সতর্ক প্রশাসন। অতিরিক্ত সরকারি বাস চলবে বিভিন্ন রুটে। পাশাপাশি মেট্রো এবং রেল পরিষেবাও স্বাভাবিক রাখার কথা বলা হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে।

কুলটিকরি মাদার টেরেজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দুদিন ব্যাপী সুবর্ন জয়ন্তীবর্ষ উদযাপন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কুলটিকরি মাদার টেরেজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

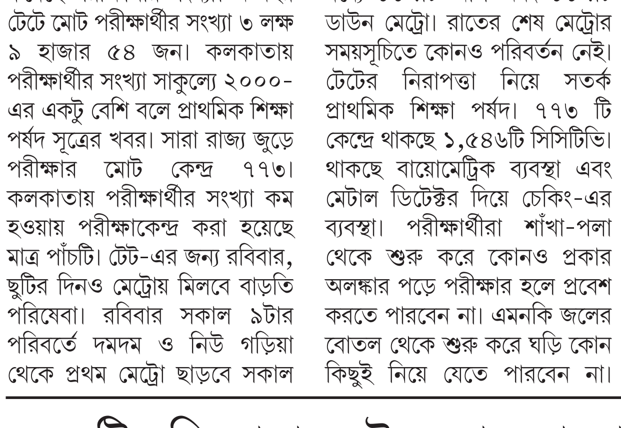

দুদিন ব্যাপী সুবর্ন জয়ন্তীবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠিত হলো। প্রথমদিন শুক্রবার সকালে প্রভাতফেরি, মহিলা ঢাকী দিয়ে ঢাক বাজানোর প্রদর্শনী,রনপা প্রদর্শনী, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা,গুনীজন সম্মাননা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় দিন শনিবার,দুশো জন দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ, এলাকার বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা,শ্যামপুর এলাকার সমস্ত হাইস্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান প্রদান করা হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা,শ্যামপুর ২নং ব্লকের বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার,যুগ্ম বিডিও মৃনাল কান্তি হীরা , বাছরি পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া, কুলটিকরি মাদার টেরেজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক দীপ প্রামানিক, তিনি বলেন আমরা অনেক প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই সংগঠনের জন্ম, ধীরে ধীরে আজ মহীরুহে পরিনত হয়েছে, এবং আগামী দিনে আরো বেশি করে এলাকার কাজ করে যাবো, আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপদেষ্টা ঝর্না প্রামানিক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মৌমিতা দাস,দীপক দাস প্রমুখ।

হাওড়ার নলপুরে বন্ধ ঘরে আগুন লেগে মৃত গৃহকর্তা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার নলপুরে বন্ধ ঘরে আগুন লেগে মৃত গৃহকর্তা। নলপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দাদপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। স্থানীয .সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম তারক দাস (৫৯)। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে পরিবার সূত্রের খবর। ওই ব্যক্তির স্ত্রী শনিবার তালা বন্ধ করে বেরিয়েছিলেন। আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে হঠাৎই আগুন লক্ষ্য করেন স্থানীয়রা। টিনের ছাউনি এবং বাঁশের দরমা দিয়ে ঘেরা ঘরে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেখানেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। নলপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ সহ পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। আশপাশের মানুষজন আগুন নেভাবার কাজে হাত লাগান। দমকলের কর্মীরা এসে আগুন নেভায়। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে আসেন সাঁকরাইল থানার পুলিশ এবং মানিকপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ আধিকারিকরা। মৃত তারক দাস স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকতেন। আপাতত তাদের একটি অস্থায়ী জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে।

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম ও বিরোধী দলের ১৪৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দলের সদর কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়। ওই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক

কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া সদর তৃণমূলের চেয়ারম্যান লগন দেও সিং সহ অন্যান্যরা। হাওড়া জেলা তৃণমূল কার্য্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল। এরপর ওই মিছিল পাওয়ার হাউসের মো।ে এসে শেষ হয়। অরূপ রায় বলেন, গত কয়েকদিন ধরে সংসদে অন্যায়, অবিচার চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ বিরোধী শূন্য করতে চাইছে। সেই কারণে ১৪৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে এদিন আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। এখানে প্রতিবাদ জানানো হলো। সারা রাজ্য জুড়ে সারা দেশ জুড়ে এদিন প্রতিবাদ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অগণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিবাদ জানাতে এদিনের এই কর্মসূচি। এর আগে আমরা দেখেছি সাংসদ মহুয়া মৈত্র সত্য কথা বলেন বলে সবসময় প্রতিবাদ করেন বলে কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন বলে তাঁকে বহিস্কার করা হলো। তাঁকে অকারণেই বহিস্কার করা হয়েছে। এরপর ১৪৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ।

শুরু হলো ২৩ তম চন্দননগর বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ২৩ তম চন্দননগর বইমেলা শনিবার বিকালে ২১শে ডিসেম্বর শুরু হলো। চন্দননগর হাসপাতাল মাঠে এই বই মেলা চলবে নতুন বছরের প্রথম দিন পযলা জানুয়ারি পর্যন্ত। এবছর বইমেলা উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, মেয়র রাম চক্রবর্তী, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র রমেশ তিওয়ারি , কবি অংশুমান কর, জাতীয় ফুটবলার কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী , মেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট সুশান্ত সিংহ ও সম্পাদক চন্দন রক্ষিত সহ বিশিষ্টরা। সুরকার সলিল চৌধুরীর মঞ্চ নামকরণ করা হয়েছে। চন্দননগর ইস্পাত সংঘ পরিচালিত এই বইমেলায় ৮০ টি , স্টল রয়েছে। বেশকিছু নামিদামি প্রকাশনী সংস্থা বইয়ে স্টল দিয়েছে এছাড়া রয়েছে লিটল ম্যাগাজিন স্টল। এবারও বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তীর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে। এদিন বইমেলার মঞ্চে জগদীশ শর্মার লেখা বই আলোর পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। বইমেলার থিম হবে চন্দননগরের রবীন্দ্রনাথ। শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে বিপ্লবী আশুতোষ নিযোগী ও অরুণ চঃদ্র দত্তকে। বইমেলা প্রস্তুতি কমিটি সদস্য সৌরভ চ্যাটার্জি জানান বই কোনদিন পিছিয়ে যাবে না কেননা বই হল মানুষের সম্পদ। ইন্টারনেটের যুগে যতই বই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে বলা হোক না কেন এই বই জিতবেই। সবাই এই বইমেলা দেখতে আসুন দু-একটা করে বই কিনুন এটাই আমাদের অনুরোধ।

মেলেনি বেতন, কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদে রাস্তায় পুরসভার গাড়ি চালকরা

শুভঙ্কর দে, চুঁচুড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মেলেনি বেতন। কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদে রাস্তায় হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার গাড়ি চালকরা। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শববাহী গাড়ি, জলের গাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের গাড়ি, কোনও চালকই চলতি মাসে কোনও বেতন পাননি বলে অভিযোগ। তাতেই ক্ষোভ দানা বাঁধছিল চালকদের মনে। এদিকে হুগলি চুঁচুড়া পুরসভায় পঞ্চাশ জনের বেশি চালক রয়েছে। প্রত্যেকের কাঁধে রয়েছে নিজ নিজ দায়িত্ব। কিন্তু, মাইনে না পেলে তাঁরা কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি আগে থেকেই দিয়ে আসছিলেন। এদিনও এ নিয়ে পুর প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে যান। সূত্রের খবর, সেখানেও দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বেধে যায়। তখনই বেতন না পেলে গাড়ি চালাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় চালকদের অনেককে। এদিকে বেতন যে আসেনি তা মেনে নিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান। শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেও জানাচ্ছেন তিনি। কিন্তু, এখন আচমকা কাজ বন্ধ করে দিলে বাকি বেতন পেতেও সমস্যা হতে পারে বলে তাঁর মত। যদিও আঃেদালনকারী চালকদের অভিযোগ, এটা নতুন নয়। প্রায়ই বেতনের জন্য তাঁদের আঃেদালন করতে হচ্ছে। তারপর আসছে বেতন। হুগলির আর কোনও পুরসভায় এই ছবি দেখা যায় না বলে তাঁদের দাবি। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায় বলছেন, বেতন ঠিক সময়েই আসে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাইনে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়। এবার একটু দেরি হলেও বেতন এসে যাবে। তবে কোনওভাবে চালকদের হুঁশিয়ারিকে মান্যতা দেওয়া হবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। বলছেন, কেউ কাজ করতে না চাইলে অন্য ড্রাইভার দিয়ে কাজ হবে। এসব মানা হবে না। অন্যদিকে পুরসভার তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বিনোদ হরিজনও স্পষ্ট বলছেন, তাঁরা কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনের পক্ষে নেই। কেউ কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলন করতে চাইলে করতে পারে, সেটা ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত নয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪ সংখ্যা, রবিবার, ৫ পৌষ, ১৪৩০

মৌসম নুরকে সামনে আনলো তৃণমূল

সম্পাদকীয়

তৃণমূল কংগ্রেস মৌসম নুরকে সামনে আনলো। সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে। কিন্তু তার আগেই বিজেপি দল সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে তাস ফেলে ফেলে দিয়েছে। যার ফলে বিজেপি দল তিন রাজ্যে বিধানসভায় কংগ্রেসকে পরাজিত করে সেখানে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তবে বিজেপি যে অঙ্ক কষতে শুরু করে দিয়েছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতেই তৃণমূল কংগ্রেস এবারে তাদের সাংসদ মৌসম নুরকে সামনে নিয়ে উপস্থিত করা হল। এর ফলে আজকে যারা বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়াতে গলা কাঁপাতে শুরু করে দিয়েছে তাদের মুখে সেলোটেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মৌসম নুর কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। তারপরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এক সময়ে মৌসম নুর রাজনীতিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তারপরে তিনি ক্রমশ রাজনীতিতে মাটি হারাতে শুরু করেন। এদিকে কংগ্রেসকে মালদা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আবার অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস মৌসম নুরকে সামনে নিয়ে এসে উপস্থিত করে দিয়েছে। তার ফলে মালদাতে কংগ্রেস যদিপ্রার্থী দেয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে মৌসম নুর দাঁড়ানোর সম্ভাবনা থাকছে। তাহলে এখন কংগ্রেসের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস গোড়া থেকেই ছিঁচারিতা করতে শুরু করেছে। কংগ্রেস সম্পর্কে অ্যালার্জি এখনও রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে বিজেপি দলের বি টিম। মৌসম নুরকে সামনে নিয়ে আসাতে সেটা আবার প্রমাণিত হয়ে গেল যে কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বিজেপিকে পরাস্ত করতে বাংলায় এখন সংখ্যালঘু ভোটকে নিশ্চিত করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। সেই বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে বিহারের মুখমন্ত্রীর সঙ্গে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক মিল নেই। লালুপ্রসাদ যাদবও নেত্রী মমতার কতার মধ্যে থাকেন না। তাহলে জোট ইন্ডিয়া কার ওপরে ভিত্তি করে এগিয়ে চলতে শুরু করবে তা একেবারে অসম্ভবে পরিণত হতে শুরু করেছে। ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত দলের দুই জন করে সাংসদেরা প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে, এনসিপির শরদ পাওয়ার, সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, আরজেডির মনোজ ঝা, ডিএমকের তিরুচি শিবার মতো নেতারা। অথচ সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদের তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মৌসম নুর এদিন প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এর আগে আর কোনও সময়ে মৌসম নুরকে সামনের সারিতে দেখতে পাওয়া যায়নি। তাহলে কি তৃণমূল কংগ্রেস একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে নিয়ে এসে জোট ইন্ডিয়াকে কব্জা করার চেষ্টা করছে। তবে এটা করে কোনও লাভ হবে না। কারণ মল্লিকার্জুন খগে এবং রাহুল গান্ধির মতো ব্যক্তিত্ব থাকতে সেখানে মৌসম নুর কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না এটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করেছে। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে কংগ্রেস এখন দুটো আসন পাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যা তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সময়ে দিতে অসম্মত হবে। তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই বলে এসেছে তারা কংগ্রেসকে দুটো আসন ছেড়ে দিতে রাজি আছে। তার একটি হচ্ছে মালদা এবং অপরটি হচ্ছে বরহমপুর। কিন্তু কংগ্রেস তেকে আরও বেশি আসন চাওচার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই দিয়েছেন এর বেশি আসন দিতে পারবে না।

লাদাখে চিন

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে পূর্ব লাদাখে ভারত চিনের স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। সেখানে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে চলছে ভারত ও চিনের মধ্যে প্রতিষেধক নিয়ে লড়াই।প্রতিষেধক যুদ্ধে সামিল হয়েছে এই দুটো দেশ। ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এখন চলছে করোনা.প্রতিষেধক উত্তেজনা। হৈহৈ করে মহাযোগাযোগ প্রকল্প ওবর-এর সূচনা করা হয়েছিল চিনের পক্ষ থেকে। কিন্তু গোটা ২০২০ সালে তা থমকে গিয়েছিল। আবার নতুন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে চিন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তারা। এদিকে ওবর সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে চিন। সেখানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিক নির্দেশ করেছে চিন সরকার। শুধু মাত্র কোভিড নয়, শ্রীলঙ্কা সহ বেশ কিছু রাষ্ট্রে সঙ্গে তিক্ততা রয়েছে চিন সরকারের। সেই দেশগুলোর.বক্তব্য চিনা ঋণের ফাঁদে পড়ে গিয়েছে তারা। তাই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এবার সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে সিং চিনফিং সরকার। জানতে পারা গিয়েছে যে আটটি পর্বে বিভক্ত এই ধরনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত শ্বেতপত্র আর আগে আর কোনও দিন.প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এর থেকে বোঝা যায় যে চিন সরকার বেশ চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে কীভাবে কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে গেলে কীভাবে মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে ২০৩০ সাল মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জে উন্নয়ন কর্মসূচিতে চিন বড় মাপের ভূমিকা পালন করবে। এ চিনের ওপরে কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার ফলে প্রতিষেধকের ব্যাপারে ভারতের ওপরে বেশ চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে একমাত্র আমেরিকা এবং ব্রিটেন ছাড়া আর কোনও রাষ্ট্র চিনকে কোভিড সংক্রমণের জন্য দায়ী করেনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিন বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। চিনের ভাবমূর্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। সেই কারণে এখন মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করতে পারলে সেটা চিনের লাভ পরিস্কার করে বুঝতে পারা গিয়েছে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

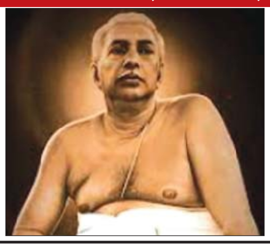

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

কালী সাধক রামপ্রসাদ

।সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন। আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

‘গীতা’ কোনও রাজনৈতিক অস্ত্র নয়, এটা একটি দর্শন শাস্ত্র মাত্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতায় ‘গীতা’ পাঠ নিয়ে হইচই হতে শুরু করে দিয়েছে। ‘গীতা’ পাঠের.আসর বসেছে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সেখানে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী উপস্থিততেকে ‘গীতা’ পাঠে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভালো কথা। ‘গীতা’ পাঠ করলেও তো হলো না। গীতা’র ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কেন ‘গীতা’ মতো দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব হলো তার নিয়ে বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন। ‘মহাভারতে’র মূল দর্শনকে ধরে রেখেছে কিন্তু ‘গীতা’। ‘মহাভারতে’র মধ্যে বিভিন্ন গল্পের সূত্র জড়িয়ে রয়েছে সেই সব কাহিনী বেং উপকাহিনীর ধারা বিভিন্ন স্তরে গিয়ে পড়েছে। সেই সব কাহিনীর একটি সূত্র রচনা করে ‘গীতা’র মধ্যে দিয়ে তা বিবৃত করা হয়েছে। ‘মহাভারতে’র মূল ব্যাখ্যা রয়েছে ‘গীতা’ র মধ্যে। ‘গীতা’কে মহাভারতের মূল সারাংশ বলা যেতে পারে। রামায়ণের চেয়ে বিশাল গ্রন্থের আকর হচ্ছে ‘মহাভারত’। ‘মহাভারত পড়া শুরু করলে তা শেষ করতে বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। আবার প্রতিটি কাহিনীর যদি সঠিক ব্যাখ্যা করে পড়া শুরু করা যায় তাহলে একটি বছর গেলে যাবে মহাভারত পড়া শেষ করতে। কিন্তু ‘গীতা’র মধ্যে দিয়ে মহাভারতের মূল সুরকে বিবৃত করা হয়েছে। অর্জুনকে ‘গীতা’র বিবৃত শ্লোক দিয়ে মানসিক শক্তি দান করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজন হল তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। জীব জগতের অস্তিত্বে কথাও তিনি ব্যাখ্যায়িত করেছেন। গীতা প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভারত দর্শন। এই ‘গীতা’ পাঠ করলে এবং তার সারোদ্ধার করতে পারলে ‘গীতা’র মূল সুরটি কানে বাজতে থাকবে। ‘গীতা’ যুগ যুগ ধরে অনুবাদ হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ‘গীতা’র কেন বারবার অনুবাদ হতে শুরু করেছিল তার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আসলে ‘গীতা’তে যে ধর্মীয় সূত্রের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু প্রতিটি যুগের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ‘গীতা’র অনুবাদের মধ্যে যে দর্শনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় আজকে বিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দর.গীতার ব্যাখ্যার মধ্যে তা দেখতে পাওয়া যাবে না। যাঁরা ‘গীতা’কে অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা প্রতিটি যুগের দৃষ্টি দিয়ে ‘গীতা’র ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রাচীন কালে ‘গীতা’র ব্যাখ্যার সঙ্গে আধুমিক যুগের ‘গীতা’র ব্যাখ্যার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হবে। ‘গীতা’ বারবার যুগের তাগিদে অনুবাদ করা হয়েছে। ‘গীতা’ সেই কারণে যুগের দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ‘গীতা’র শ্লোকগুলি কিন্তু একটি স্থানে অবস্থিত। তারা কিন্তু নড়চড় করছে না। কিন্তু ‘গীতা’ দর্শন নিয়ে যাঁরা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন তারা কিন্তু যুগের দিকে তাকিয়ে এবং যুগের প্রয়োজনে ‘গীতা’র স্লোকের ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন। বারবার ‘গীতা’র ব্যাখ্যা পরিবর্তন হয়েছে। তার ফলে যুগে যুগের ‘গীতা’র ব্যাখ্যা আরও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ‘গীতা’র ধার ধারতেন না। তিনি ‘গীতা’ পাঠ করতেন না। তিনি ‘গীতা’ শ্লোক নিয়ে নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ একইভাবে ‘গীতা’র ব্যাখ্যাকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। তিনি রাজযোগ, কর্মযোগ, ধর্মযোগ, জ্ঞানযোগের কথা বলেছেন। তিনি ‘গীতা’র মধ্যে যোগের সূত্র দেখতে পেয়েছেন। তিনি রাজ যোগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ধর্মযোগের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। আর কর্মযোগের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বারবার একটি কথা বলেছেন এই ধরনীতে জন্ম গ্রহণ করার একটি মাত্র অবলম্বন হল কাজ করে যাওয়া। সবাই কাজ করতে এসেছে। সৃষ্টি করতে এসেছে। মানব ধর্মতে আরও বেশি করে প্রসারিত করতে এসেছে। সবার কাজ এক নয়। রাজার কাজ রাজধর্ম পালন করা। প্রজাদের কাজ হচ্ছে দেশকে সমৃদ্ধশালী করা এবং রাজকে সহযোগিতা করা সুশাসনের। ধর্মযোগ হচ্ছে ধর্মকে প্রসারিত করা। বর্তমান যুগ কোন ধর্মকে চাইছে তাকে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ‘গীতা’র লক্ষ্য। সেই কারণে ‘গীতা’ বারবার একটি কথা বলছে মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তন হতে বাধ্য। তা নাহলে ধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানব ধর্ম বলে আর কিঠুই থাকবে না শ্রীঅরবিঃদ ‘গীতা’র ব্যাখ্যাা আবার নতুন করে সাজালেন। তিনি বললেন ধানস্থ হতে হবে। মন প্রাণকে একটি বিন্দুতে নিয়ে এসে মনন শক্তির বৃদ্ধি করতে হবে। সেই কারণে ‘গীতা’ই পথ দেখায় যে যুগ যুগ ধরে ধর্মে পরিবর্তন সঙ্গে মানুষের পরিবর্তনের রূপ এসে উপস্থিত। গীতা কিন্তু কোনও একটি স্থানে স্থির হয়ে বসে নেই। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তার কারণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বলছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দর্শনকে পরিবর্তন করতে হবে এবং তার ব্যাখ্যাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নাহলে তা গ্রহণযাগ্য হবে না। আসলে! গীতা’ পাঠ করলেই হলো না। গীতায় পথকে তৈরি করে দিয়েছে সেই পথকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে হবে। তবে ‘গীতা’ পাঠের সার্থকতা থাকবে। ‘গীতা’

একটি কথা বলছে ‘বিচক্ষণ’ হতে হবে। ‘বুদ্ধিমত্তা’কে প্রয়োগ করতে হবে। ‘মানব জীবন’কে উন্নত করতে হবে। জড় জীবন চাই না। জড জ়ীবন সভ্যতার ধ্বংস নিয়ে আসবে। ‘গীতা’র মধ্যে যে একটি যোগ রয়ে গিয়েছে তা হল শক্তি যোগ। অর্জুনকে শক্তি দান করছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলছেন যুগে যুগে ন্যায় অন্যায়ের পরিবর্তন ঘটে। আজকে যা ন্যায় কালকে সেটা অন্যায়ে পরিণত হতে পারে। ন্যায় অন্যায় কোনও স্থান স্থির হয়ে বসে তাকতে পারে না। তার পরিবর্তন হয়। মহাভারতের যুগের ন্যায আজরে সেটা অন্যায় বলে পরিগণিত হতে পারে। আবার প্রাচীন যুগের অন্যায় আবার আজকের যুগে ন্যায়ে পরিণত হতে পারে। তার জন্য আক্ষেপ করে কেনও লাভ নেই। যিনি অস্ত্র ধারন করে আক্রমণ করছেন তিনি শত্রু। শত্রুর কোনও জাত নেই। আত্মীয় স্বজন যদি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে বিনষ্ট করে দিতে হবে। না হলে সে সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে। পরাস্ত করে দেবে। সেই কারণে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তি, বুদ্ধি শক্তি, জ্ঞান শক্তি অর্জন করতে হবে। শক্তি অর্জন না করতে পারলে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে সাধনা করতে হবে। মনে মনে সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য সজাগ হয়ে থাকতে হবে। ষড়রিপুকে সজাগ করতে হবে। ষড়রিপু যাতে বিপদে পরিচালিত না করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন করতে হবে। ‘গীতা’র ওপরে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। সেখানে প্রেম দর্শন রয়েছে।

প্রেম দিয়ে অবরোধকে অপসারিত করতে হবে। প্রেম দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে হবে। সব সময়ে অস্ত্র ধরে বিশ্ব জয় করা যায় না। অস্ত্রের প্রয়োজন কোথায় কতখানি রয়েছে তাকে বুঝতে হবে। নাহলে কিন্তু পরে আফসোষ করতে হবে। পরাস্ত হতে হবে নিজের মনের কাছে। ‘গীতা’র রহস্য বোঝা খুবই দূরূহ। সেই কারণে ‘গীতা’ পাঠ করলেই হবে না তার সঠিক ব্যাখ্যা করার খুবই প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছে ‘গীতা’ দর্শন এমন একটি শাস্ত্র যা যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হতে থাকবে। ভারতীয় দর্শন কোনও একটি স্থান স্থির হয়ে থাকে না। বারবার তার পরিবর্তন ঘটে। সেই কারণে ‘গীতা’ আজও প্রাচীন দর্শন গ্রন্থ হয়ে পুরাতন হয়ে যায়নি। ‘রামায়ণ’ মহাকাব্য ‘মহাভারতে’র আগে রচিত। রামায়ণেও দর্শন রয়েছে। সেই দর্শনের সঙ্গে মহাভারতের দর্শনের কোনও মিল খায় না। তার কেটি মাত্র কারণ হচ্ছে যুগের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। রামায়ণের যুগের. সঙ্গে মহাভারতের যুগের কোনও মিল নেই। ভারতে কোনও নির্দিষ্ট করে কেনও ধর্ম গ্রন্থ নেই। হিঃদুদের কোনও নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই। বেদ রয়েছে বটে। সবাই তাকেই হিঃদু ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু বেদ হচ্ছে বৈদিক যুগের ধর্ম গ্রন্থ। বর্তমান কালের ধর্ম গ্রন্থ নয়। বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে ত্রিপিটক। শিখদের ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে । জৈনদের ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের কোনও ধর্ম গ্রন্থ নেই। হিন্দুরা নিরাকারারের পুজারি। সূর্যের পুজারি ছিল। বিশ্ব শক্তির ধাকর এবং বাহক হল সূর্য দেবতা। তিনিই মানব জগতের রক্ষা কর্তা। যদিও পরে চারটি বেদের ন্যায়কে হিন্দুরা মেনে চলে। তারা চারটি বেদ ধরে ধর্মকে নিজ ধর্ম পরিচালনা করে থাকে। বৈষ্ণবদের কোনও ধর্ম গ্রন্থ নেই। ব্রাহ্মদের কোনও ধর্ম গ্রন্থ নেই। শুধু উপাসনার মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মে সাধনা করা হয়ে থাকে। ঠিক সেই রকম হিন্দুদের কোনও ধর্ম গ্রন্থ নেই। শুধু উপাসনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা হয়ে থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও বিশ্বাস করতেন মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। সেই কারণে চ্ডীদাস তাঁর পদাবীলতে লিখে গিয়েছেন ‘সবার ওপরে মানুষ সত্য তার ওপরে নেই’। এটাই হচ্ছে হিঃদু ধর্মের মূল কথা। ‘গীতা’র সার সত্য বলে পরিচিত। বঙ্কিমচঃদ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীত রচনা করেছেন। সেখান তিনি দেশমাতাকে বঃদনা করেছেন। কোনও ধর্মের কথাকে তিনি উত্থাপন করেননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শন নিয়ে চর্চা করেছেন। কেন মহাভারত যুগে শ্রীকৃষ্ণের মতো একটি দার্শনিক যোদ্ধার প্রয়োজন হয়ে পড়ল তার কারণ তিনি সেই প্রবন্ধে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আবশ্যম্ভাবী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নাহলে বর্তমান ভারতের চিত্রটাকে খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হতো। অন্যায় যুদ্ধ সেই সময় থাকে তা ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যায় রাজদর্ম পরিচালিত হতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে ছাট ছোট র্যজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করতে শুরু করে দিয়েছিল। প্রজারা কষ্ট পেতে শুরু করেছিল। তাদের ওপরে রাজ অতাচার হতে শুরু করেছিল. সেই অন্যায়ের. প্রতিবাদ করতে এবং মানুষের ক্রোধ এবং অপশক্তিকে ধ্বংস করতই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলে মনে করতেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিও ‘গীতা’ পাঠ করেছেন। সেখানে তিনি দেখতে পেরেছেন ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভারত দর্শন লাভ করা সম্ভব।। সেই কারণে তিনি তাঁর ‘আনঃদমঠ’ উপন্যাসে ত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর ‘গীতা’র মদে দিয়ে ত্যাগের উপাসনা করার পথকে খুঁজে পেয়ে থাকি। ত্যাগই পারে মানুষকে মোহ থেকে মুক্ত করতে। মোহ থেকে মানুষ মুক্ত না হতে পারলে সে দেশসেবক হতে পারে না। মানব সেবক হত পারে না। দেশ দশের. উন্নয়নের জন্য কোনও মহান কাজ করতে পারবে না। ত্যাগই হচ্ছে পরম ধর্ম। সেই ধর্মকে বহন করে নিয়ে চলেছে আজও বেশ কয়েকজন সাধু পণ্ডিত মহারাজ। তাদের সংখ্যা খুবই কম বলা যেতে পারে। যিনি ত্যাগ করেছেন তার কাছে সবাই সমান। পুরুষ নারীর কোনও ভেদভেদ নেই। মহাভারতে অর্জুন থেকে শুরু করে পাণ্ডবেরা কিংবা কৌরবেরা কেউ কিন্তু মোহ মুক্ত ছিলেন না। তার ফলে তাদেরকে রাজশাসন অচিরেই ছাড়তে হয়েছিল। রাজত্ব বেশি দিন করতে পারেনি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে দর্শন দিয়ে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন তা কিন্তু চিরকালই রয়ে গেল। আজও তা বহমান। ‘গীতা’র মধ্যে দিয়ে তা যুগ যুগ ধরে প্রসারিত হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ নামক দেশটি যতদিন মানচিত্রে থাকতে ততদিন ‘গীতা’ থাকবে বলে বিশ্বাস করে ভারতের অপামর জনগণ। আজকে ‘গীতা’র স্রোত গঙ্গার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরে গিয়ে মিশ্রিত হয়েছে। তার ওঙ্কারধ্বনি শুনতে পাওয়া গিয়েছে কলকাতার ব্রিগেডে ‘গীতা’ পাঠের.মহোৎসবে।

সিন্ধু সভ্যতার শিলমোহরের পাঠোদ্ধারে বাঙালি গবেষক বহতা অংশুমালী

সিন্ধু সভ্যাতার কথা নিশ্চয় সবার মন আছে। যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন তারা জানেন যে সিন্ধু সভ্যাত ভারতের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে এসেছিল ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় বসাবস করতে। সেখানে তখন সিন্ধু নদও ছিল। সিন্ধু নদের অভাবিকায় তৈরি হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতা। তাঁরা যেসব শিলালিপিতে তাঁদের মনের কথাকে ব্যক্ত করে লিখে গিয়েছিলেন তাকে উদ্ধার করতে বহুকাল ধরে বহু গবষণা চলে আসছিল। সিন্ধু সভ্যাতকে জানতে গেলে এই সব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু সভ্যাতার বিকাশের কথা অজানা থেকে যায়। অশাকের শিলালিপি পাঠোদ্ধার করেই তবেই সম্রটা অশোকের বহু তথ্য আজকে ভারতবাসীর কাছে এসে উলস্থিত হয়েছে। অশোক তাঁর শিলালিপিতে গৌতম বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন যাতে সবাই গৌতম বুদ্ধের প্রতি মানু। আকৃষ্ট হতে পারে। গৌতম বুদ্ধ শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রথম বর্ণদ্বিদেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর ধর্ম সবার কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিদের তিনি তাঁর প্রচারিত ধর্মে স্থান দিয়েছিলেন। সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন যা আজকে মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে। সম্রাট অশোক চক্রে মধ্যে দিয়ে সেই বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে স্বাধীন ভারত। গৌতম বুদ্ধের বাণীকে অবলম্বন করেই ভারত আজকে বিশ্ব শান্তির কথা বলে থাকে। কিন্তু এককালে সিন্ধু উত্যকায় যেসব শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তার পাঠোদ্ধার করার উৎসাহ থেমে থাকে না। এবারে সিন্ধু শিলমোহর পাঠোদ্ধার করে একটি নয়া মোড় স্থাপন করলেন বেঙ্গালুরু নিবাসী বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায়। তিনি ‘নেচার ডট কম’ -এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন য সিন্ধু সভ্যতার কালে মানুষেরা কোনও রকম লিপি বা ভাষা দিয়ে তাদের মনের কথা লিখতে পারতো না। এগুলি বানান নয়। এই গুলি দেবদেবীর বা মানুষের ছবি। শিলমোহরগুলিতে কর সংক্রান্ত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য লিখে রাখতো। বিভিন্ন পণ্যের দাম, বাজারে কারোর থেকে আদায় থেকে শুরু করে কার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছে, তার কাছ থেকে কত টাকা বকেয়া ড়ে রয়েছে এবং তার কাছ থেকে কত টাকা পাবে সেই সব তথ্য লিফিবদ্ধ করে রাখতে শিব্দচিহ্ন বা অর্থচিহ্ন দিয়ে। আজ থেকে প্রায় ৪৬০০ বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা বিভিন্ন শিলমোহর ব্যবহার করতো। এই সব শিলমোহরগুলিতে করুণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় একশো বছর ধরে এইসব শিলমোহরের পাঠোদ্ধারের আয়োজন শুরু করা হয়েছিল। সবাই বলতে শুরু করে দেনযে এই সব শিলমোহরে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে শুধু দেবদেবীর মূর্তি, রাজা ব্যবসায়ী নাম সংস্কৃত বা তামিল ভাষায় লিখিত। কিন্তু এদের কারোর পাঠোদ্ধার স্বীকৃতি লাভ করেনি। তার কারণ সেই শিলমোহরগুলিতে পরপর ছবি দিয়ে কোনও কিছ বলার চেষ্টা করা হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। সেই সব ছবি কিন্তু দুর থেকে দেখলে মনে হবে কোনও অর্থ বোঝাতে এই ছবিগুলিকে অঙ্কিত করা হয়েছে। সেই সময়ে কোনও ভাষার সৃষ্টি হয়নি। ভাষা কী বস্তু তা তারা জানতো না। বানান তৈরি হয়নি। তারা তখন মনের আদান প্রদান করতো হাত নেড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের ছবি অঙ্কিত করে। শব্দ বা ছবি এঁকে তারা বুঝিয়ে দিত তারা কী বলতে চায় বা কী করতে চায়। যেহেতু সেই সময়ে ভাষা ব্যবহার মানুষেরা জানতো না সেই কারণে তারা বিভিন্ন ছবির হঙ্গিত বা সাংকেতিক অর্থ করে মনের কথাকে ব্যক্ত করতো। তরুণ মহিলা বাঙালি গবেষক বহু অংশুমালী মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে এই শিলমোহরের মধ্যে যে সব ছবি উৎকীর্ণ করা রয়েছে তা কিন্তু কর সংক্রান্ত বিষয়ক। সিন্ধুলিপিওয়ালা শিমোহর বা ট্যাবলটগুলি খাজনা আদায়ের বা বিশেষ পণ্য সক্রান্ত ব্যবসা করার ছাড়পত্র বলা যেতে পারে। সেই সময়ে বাজারে পণ্য বিক্রি হতো। বিক্রিত পণ্যগুলির ওপরে ট্যাগ বসিয়ে দেওয়া হতো। শিলমোহর বসিয়ে দিয়ে সেখান লেখা হতো কর হয়েছে সেই পণ্যের কত কর এবং কত কর পেতে হতে পারে এই পণ্য বিক্রি করে। পণ্যের ওজনের ওপরে নির্ভর.করতো করের .স্থিরতা । পণ্য গুণগত মান ধরে. তার ওপরে ট্যাগ বসিয়ে কর বসানোর রীতিও সেই সময়ে.প্রচলন ছিল। ভারতয় পণ্য সেই সময়ে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ‘নেচার ডট কম’ পত্রিকাতেগবেষক বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় পরিস্কার করে লিখেছেন, আমরা এতদিন এই সব শিলমোহরের পাঠোদ্ধার করার চষ্টা করে আসছি। তার মধ্যে থেকে ভাষা সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতেত পারা গিয়েছে। এগুলি কিন্তু কোনও ভাষার সমষ্টি নয়। এইগুলি এক একটি ছবি। শিলমোহরে ছবি বসিয়ে পণ্যের বস্তায় এঁটে দেওয়া হতো। তখন থেকেই শিলমোহর ব্যবহারের রীতি প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। পণ্যের দাম এবং ক্রয় করা জন্য কত টাকা দিতে তাও প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সেইসব শিলমোহরগুলি রচিত হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে। এই সিন্ধু শিলমোহরগুলি ব্যাণিজ্যিক এবং খাজনা আদায় করার ব্যাপারে বব্যহার করা হতো। সেই যুগেও ব্যবসা করার অধিকারের. ছাড়পত্র দেওয়া হতো এই সব শিলমোহরের মধ্যে দিয়ে। কারা ব্যবসা করার অধিকার পাবে এবং কারা কত কর দিয়ে পণ্য ক্রয় করতে পারবে তার কথাই এসব শিলমোহরে লিপিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানেও ভারবতর্ষে এই রকম শিলমোহর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমান ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে রকম শিলমোহর ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা কিন্তু প্রাছীন ভারতে বিশেষ করে সিন্ধু সভ্যাতায় দেখতে পাওয়া সম্ভব হল। অর্থশাস্ত্রবিদ কোটিল্য যে অর্থ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন সেখানেও এই রকম শিলমোহরের কথার উল্লেখ করা রয়েছে। রাজার অনুমতিতে ব্যবসা করার অধিকার পেত ব্যসায়িরা সেখানেও এই রকম শিলমোহন ব্যবহার করতে দেখা যায়। কার বব্যসা করার অনুমতি লাভ করেছে তা বাজারের ব্যবসাদাররা জানতে পারতো। শিলমোহরের মধ্য ব্যবসা করা অধিকার দেওয় াথাকতে। তার ফলে ব্যবসাায়িরা শিলমোহরের ওপর ভিত্তি করে বাজার থেকে কেনা কাটা করতে পারতো নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে। যারা ব্যবসা করা অধিকার পেত না তাদেরকে কোনও শিলমোহর দেওয়া হতো ন া। তারা বাজার থেকে ণ্য ক্রয় করার অধিকার হারাতো। ব্যাবসা করতে গেলে রাজ অনুমতি নিতেই অতি অবশ্যই হতো। রাজ অনুমতি না থাকলে তার ব্যবসা করার কোনও অধিকার ছিল না। ব্যবসা ক্ষত্রে বা বাজারে দলপতি নিশ্চয় ছিল। সেই দলপতি শিলমোহর দিয়ে ব্যবসার করার অধিকার প্রদান করতেন বা অনুমতি দিতেন। শিলমোহরগুলিতে ষাড়, হাতি, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি ছবি থাকতো। সেগুলি সম্ভবত যিনি দলপতি বা রাজার বা বাণিজিক সংস্থার সংজ্ঞাপত্র বা অনুমতি পত্র। ব্যবসা করার অধিকার বা লাইসেন্স। বাঙালি গবেষক বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় যেভাবে এই সব শিলমোহরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বিদেশি গবেষক আসকো পারপোলা, ব্রায়ান কে ওয়েলস মতো বিশ্ববিখ্যাত গবেষকদের গবেষণার.ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের গবেষণাকে খণ্ডন করতে শুরু করে দিয়েছেন তরুণ গবেষক বহতা অংশুমালী মুত্মেকাপাধ্যায়। অতিমধ্যে তাঁর রচিত প্রবন্ধ বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকদের আবার নতুন করে ভাববার সুযোগ তৈরি করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হামাসকে জঙ্গি সংগঠন বলে স্বীকৃতি দিল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হামাসকে জঙ্গি সংগঠন বলে স্বীকৃতি দিল। ইজরায়েল আবার লস্করকে জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা দিল। তার ফলে জঙ্গি দমন করার ক্ষেত্রে একন ভারত ইজরায়েল একই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। ভারতের গোয়েঃদা বিভাগ এবারে ইজরায়েলের মোসাদের পথ ধর এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগকে শক্তিশালী করতে ইজরায়েল প্রযুক্তির খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই প্রযুক্তি ভারত গ্রহণ করে থাকতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তাকে নিশিত করতে যদি শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হয় তাতেও ভারত এক কথায় রাজি সেটা.প্রমাণ করে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বারবার পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। তার জন্য তিনি রাফাল বিমান কিনেছেন। ইজরায়েল থেকে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য আয়রন ডোম কিনতে ভারত পিছু পা ছিল না। ভারত বরাবরই ইজরায়েল প্রযুক্তির ওপরে আগ্রহী হয়েছে। ইজরায়েলের কৃষি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে রাজস্থানে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। মরুভূমিতে ইজরায়েল কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আজকে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎন্ন করতে শুরু করে দিয়েছে রাজস্থানের কৃষি বিভাগ। যারা রাজস্থান গিয়েছেন সেখানে তারা দেখতে পাবেন যে মরুভূমিতে ফুল ফল ফলাতে শুরু করে দিয়েছে রাজস্থানের কৃষক সমাজ। এটা একটি বড় কৃষি বিপ্লব সবার অন্তরালে ঘটে গিয়েছে রাজস্থানে। অলিভ ওয়েল উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজস্থান এখন একটি অন্যতম শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারত বন্ধুত্ব করে লাভই করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্যালেস্টাইনকে পাশে রেখে ইজরায়েলের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চায়। এছাড়া ভারতের আর কোনও পথ খোলা নেই। ইজরায়েলকে পাশে রেখেই ভারত আগামী দিনে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েল যুদ্ধের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার কথা বলেছেন। এব্যাপারে নিশ্চয় ইজরায়েলের সম্মতি রয়েছে। বিশেষ করে মোদির বন্ধু নেতানিয়াহুর মত রয়েছে। যদিই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বারবার একটি কথা বলে চলেছেন তিনি এখনই যুদ্ধ থামানোর পক্ষে নন। তিনি হামাস জঙ্গি সংগঠনকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে যুদ্ধ থামাবেন। দক্ষিণ গাজায় এমন কোন স্থান নেই যেখানে একটু ফাঁকা স্থান রয়েছে। বারো লক্ষ লোক দিয়ে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফল পানীয় জল থেকে শুরু করে খাদ্যাভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। প্যালেস্টাইনরা খুবই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। এদিকে হামাসের রোখ রাঙানির কাছে প্যালেস্টাইনরা চুপ করে রয়েছে। হামাসের ভয়ে তারা কোনও প্রতিবাদ করতে পারছে না। হাসপাতালের নিচে হামাস জঙ্গিরা ট্যানেল তৈরি করেছিল তাতেও বারণ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। হামাসই প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন। ইজরায়েল প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করছে না। ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করছে হামাস জঙ্গি সংগঠন এবং তাদের মদতপুষ্ট রাষ্ট্র নেতারা।

হেরিটেজ ঃ বাংলা ভাষার গীর্জা

তখন কলকাতায় বাংলা ভাষায় বাইবেল পাঠ করা খুবই কঠিন ছিল। তবুও তার মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রভু যিশুর প্রার্থনা যাতে সবাই করতে পারেন তার উদ্যোগ গরহণ করেছিলন বাংলা ভাষার আধনিক করা পথিকৃত উইলিয়াম কেরি। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি তাঁর পুত্র ফেলিক্সের সঙ্গে কৃষ্ণপাল নামে একজন কাঠের.মিস্ত্রিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এই কাঠের.মিস্ত্রিই পরে বাংলার অক্ষর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল কাঠ দিয়ে প্রথম বাংলা অক্ষয় তৈরি শুরু করে কাঠ দিয়ে। তারপরে শিষে দিতে তৈরি হতে থাকে বাংলা অক্ষর। তখনকার সময়ে বাইবেল ছাপা হতো কাঠের বাংলা অক্ষর দিয়ে। শ্রীরামপুর মিশনারীরা সেই সময়ে বাংলা বই প্রকাশ করতেন কাঠের বাংলা অক্ষর তৈরি করে। প্রথম বাংলা কাছের অক্ষর তৈরি করচিলেন পঞ্চানন কর্মকার। কৃষ্ণ পাল সেই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন বহু বাঙালিরা খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। সেই কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটি বাংলা ভাষায় প্রভু যিশুর প্রার্থনা গির্জার। লালবাজারের কাছে তৈরি হল একটি বালা ভাষায় প্রার্থনা মন্দির। উইলিয়াম কেরি এবং ব্যাপটিস্ট মিশনের নেতারা এই প্রার্থনা মঃিদরটি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডের বয়ান থেকে জানতে পরা যায় যে আগে এই এলাকতো ছিল বারবনিতা, উৎশৃঙ্খল ইরেজ বণিকদের আবাসস্থল ছিল। ১৮০৬ সালে জেমস রোল্ট সাহেব এখানে দুই বিঘা জমি ক্রয় করেন। আদি ট্রাস্টের ডিক্লারেশন এর প্রস্তাবিত গির্জটির উল্লেখ করা হয়েছিল -‘দ্য নিউ ক্যালকাটা চ্যাপেল ফর ডিভাইন ওয়রশিপ অব অল ডাইমেশন অব খ্রিস্টান’।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় ভার্চুয়াল উদ্বোধন হবে পৌষমেলার

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ২২ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধন করে মানুষকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। এবার ২৪ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার জন্য একইভাবে শুভেচ্ছা বার্তা দেবেন। কলকাতা থেকে রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভয়েস কলে পৌষমেলার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেলার বাউল মঞ্চে জায়ান্ট স্ক্রিনে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী ভয়েস কলে এই মেলার উদ্বোধন করবেন বলে জানান, বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ। রবিবার উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি, পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, ডেপুটি স্পীকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকজন প্রবীণ আশ্রমিক। পুরসভার উপপুরপ্রধান ওমর সেখ বলেন, আমরা বোলপুরবাসী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। কারণ তাঁদের উদ্যোগেই এই মেলা বাস্তবায়িত হচ্ছে। শনিবার পর্যন্ত স্টল বিতরণের কাজে ময়দানে ব্যস্ত ছিলেন মেলার আহ্বায়ক ওমর সেখ। তিনি জানান, এপর্যন্ত বারোশোর বেশি স্টল বিতরণ হয়েছে। বিশ্বভারতী যেহেতু এবার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে, সেহেতু মেলার মাঠে বিশ্বভারতীর প্রদর্শনী স্টল থাকবে। রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কয়েকটি এসি খারাপ থাকায় এবং নিরাপত্তার কারণে মেলার সময় রবীন্দ্র ভবন বন্ধ থাকছে। সেকারণে বিশ্বভারতীর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী স্থান সহ বেশ কিছু ছবি প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হবে। জানা গেছে, এব্যাপারে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রদর্শনী স্টল সাজাতে সাহায্য করছে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, বিশ্বভারতী ইউনেস্কো স্বীকৃতি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বভারতীর পাশে প্রথম থেকেই আছেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী মেলার উদ্বোধন করবেন। স্বাভাবিক ভাবেই একটা আলাদা আবেগ নিয়ে বোলপুর শান্তিনিকেতনবাসী অধীর অপেক্ষায় আছেন। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

উত্তপ্ত দিনহাটা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগেই উত্তপ্ত দিনহাটা। দিনহাটার ঝুড়িপাড়া এলাকায় বিজেপির মন্ডপ সভাপতির বাড়িতে বৈঠক চলাকালীন বৈঠকে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৈঠকে ভাঙচুরের পাশাপাশি বিজেপির তিন নম্বর মন্ডল সভাপতির গলায় চাকু মারার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দু'পক্ষের তিনজন গুরুতর আহত হয়। তিনজনই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযোগ শনিবার দুপুরে বিজেপির মন্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথের বাড়িতে বিজেপির খুলি বৈঠক ছিল। সেই খুলি বৈঠক চলাকালীন অতর্কিত হামলা চালায় তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী। ছুরি এবং চাকু দিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর আঘাত করা হয়। ঘটনাস্থলে চেয়ার এবং কর্মীদের বাইক ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনায় আহত হন ঈশ্বর দেবনাথ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপির সম্পাদক অর্জুন চক্রবর্তী। বিজেপির এই দুই কর্মীর পাশাপাশি এই ঘটনায় তৃণমূল কর্মী আমির আলম গুরুতর আহত হন।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার গভীর রাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন। গুরুতর আহত এক। স্থানীয় সূত্রে খবর, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিষ্ণুপুরের কাছে চৌবেটা এলাকায় একটি লরি এবং টেম্পো ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তার জেরেই এই প্রাণহানি। সূত্রের খবর, মুরগি বোঝাই করে বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকাদহের দিকে যাচ্ছিল একটি টেম্পো। সেই সময় বেপরোয়া গতিতে উল্টো দিক থেকে ছুটে আসছিল একটি লরি। বিষ্ণুপুর থানার চৌবেটার কাছে লরিটি প্রবল বেগে টেম্পোটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টেম্পোর এক সওয়ারির। পরে খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে আরও দুই সওয়ারিকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আরও এক জনের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুই ব্যক্তির নাম সুজন পাত্র (৫০) এবং হাঁদু পাত্র (৪৮)। মৃত দু'জনেরই বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর এলাকায়। ঘটনায় আহত নান্টু শীলকে চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। লরিচালকের খোঁজ চলছে। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় বারংবার দুর্ঘটনায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

পরিদর্শনে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ার শান্তিপুরে মৎস্য দপ্তরের অধীনে রয়েছে বেশ কয়েকটি জলাশয়। আজ তারই মধ্যে শান্তিপুরের অতি পরিচিত ফিশারি নামে একটি জায়গা পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী। সাথে ছিলেন শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী ও শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শনিবার ফিশারিতে অবস্থিত বেশ কয়েকটি জলাশয় ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী। পরিদর্শনের শেষে মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ফিসারির সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হবে, এরপর জলাশয়গুলি আরও খনন করে সেখানে মাছ চাষ করা হবে, আর সেখান থেকেই অনেকেই পাবেন কর্মসংস্থান। তবে আগামী এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। অন্যদিকে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, শান্তিপুরের একমাত্র খোলামেলা জায়গা বলতে নাম করা যায় এই ফিসারির। শুধু এখানে মাছ চাষ হবে না, আগামী দিনে তৈরি হবে পিকনিক স্পট, আর সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে এক অসাধারণ পরিবেশ তৈরি হবে এই ফিসারি।

আসানসোল পুরনিগমে প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বোরো অফিসের প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর বিরুদ্ধে। আজ থেকে নয়, গত ৮ বছরে পুরসভার লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব মিলছে না। অভিনব জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই কুলটি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন পুরসচিব। এই অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে কুলটি থানার আইসিকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহনের আর্জি জানিয়েছেন পুরসচিব শুভজিৎ বসু। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি আসানসোল পুরসভা এলাকার। অভিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীর নাম সোমনাথ মাহাতো। চীনাকুড়ির বাসিন্দা সোমনাথ কুলটি বরো অফিসে পিয়নের কাজ করত। সূত্রের খবর, ২০২০ সালের ২১ ডিসেম্বর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দামাগড়িয়া শাখায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৫৬ টাকা জমা দিতে গিয়েছিল সে। কিন্তু তারপর থেকেই আর তার খোঁজ মেলেনি। ব্যাঙ্কে খবরাখবর করে জানা যায় টাকাও জমা পড়েনি। এরপর ৩ জানুয়ারি পুরসভার পক্ষ থেকে কুলটি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু তারপর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। অবশেষে কংগ্রেস কাউন্সিলর গোলাম সরোবরের অভিযোগের ভিত্তিতে ফের তদন্ত শুরু করে আসানসোল পুরসভা। তদন্তে বেরিয়ে আসে, ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৮৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৮৯ টাকা জমা পড়েনি পুরসভার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কেন এতদিন এই ব্যাপারে কোনও তদন্ত করা হয়নি বা এফআইআর করা হয়নি পুরসভার তরফে, তা নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে সরব হন কংগ্রেস কাউন্সিলার গোলাম সরোবর। এই আর্থিক তছরুপের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করে পুরসচিবকে লিখিতভাবে জানান গোলাম। গোলাম সরোবরের অভিযোগের ভিত্তিতেই পুর কর্তৃপক্ষ পুরসভার আইনজীবী, ফিন্যান্স অফিসার সহ মোট তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মতোই কুলটি থানায় অভিযুক্ত অস্থায়ী পিয়ন সোমনাথ মাহাতোর নামে অভিযোগ দায়ের করে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিদিন পুরসভার সংগৃহীত রাজস্ব ব্যাঙ্কে জমা দিতে যেত সোমনাথ। ব্যাঙ্কের বইয়ের স্লিপের যে অংশটি জমা পড়ে যেত সেখানে যে টাকা দেখানো হত, ওই স্লিপেরই অন্য অংশে সেই টাকার পরিমাণ অনেক বেশি দেখানো হত। তাতে ব্যাঙ্কের স্ট্যাম্পও মারা হত। ওই স্লিপ ধরেই পুরসভার ক্যাশ রেজিস্টারে তোলা হত। ফলে পুরসভায় ওই জমা রাখা স্লিপের ভিত্তিতে মনে করা হত, পুরো টাকাটাই জমা পড়েছে। ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আর্থিক তছরুপের ঘটনা লাগাতার ঘটেছে। এই ঘটনা পুরসভার ফিন্যান্স বিভাগের কর্মীদের কীভাবে নজর এড়াল তার কারণ দর্শানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানিয়েছেন কুলটি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। থানার আইসিকে বিষয়টির তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।

টেটের জন্য পর্যাপ্ত বাসের আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৩ ডিসেম্বর ঃ রবিবার রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য টেট পরীক্ষা হবে। প্রায় তিন লক্ষ পরীক্ষার্থী টেট পরীক্ষা দেবেন। তাই টেট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন তার জন্য প্রচুর পরিমাণে সরকারি বাস নামানো হবে বলে শনিবার ঝাড়গ্রামে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জানান রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রাজ্যের মহকুমা ও জেলা স্তরে ৬৭টি কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। ওই কন্ট্রোল রুমগুলি থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন সুষ্ঠুভাবে যাতে টেট পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যাতে বাড়ি ফিরতে পারেন তার জন্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে সরকারি বাস নামানো হবে। ফেরিঘাট চালু থাকবে। তিনি বেসরকারি বাস মালিকদের বেশি পরিমাণে রবিবার রাস্তায় বাস রাখার জন্য আবেদন জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিবছর টেট পরীক্ষা হওয়া উচিত। তাই টেট পরীক্ষা নির্বিঘ্নে করার জন্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতে এবং বাড়ি ফিরে আসতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন সহ রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে টেট পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ব্রিগেডে লক্ষ কন্ঠে গীতা পাঠের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কর্মসূচি হল টেট পরীক্ষা। যে কোনো সংগঠন অনুষ্ঠান করতে পারে তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু সরকারের কর্মসূচি সরকারকে পালন করতে হয়। তাই রবিবার টেট পরীক্ষা নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না বলেও তিনি জানান।

আতঙ্ক কাটাতে এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্প

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে ইঁদুর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ ডিসেম্বর ঃ টিকটিকি, সাপের পর এবার মিড ডে মিলের খাবারে ইঁদুর। এই ঘটনায় স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। আতঙ্ক ছড়ায় শিশু থেকে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে। খবর পেয়ে গ্রামে যান নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌরভ মেহেতা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের কুরুমগ্রাম মহিষ পাড়া ১৮০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এদিন সকালে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে থেকে ৭৩ শিশু ও গর্ভবতী মহিলাকে মিড ডে মিলের খিচুড়ি দেওয়া হয়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওই খিচুড়ি খাওয়ার সময় কেউ ইঁদুরের পা কেউবা দেহাংশ দেখতে পান। এরপরেই তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। খবর জানাজানি হতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন গ্রামের বাসিন্দারা। ডেকে পাঠানো হয় রাঁধুনি লক্ষ্মী মহারাজকে। তিনি বলেন, আমি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে ঝাঁট দিয়ে বাচ্ছাদের বসার ব্যবস্থা করি। এরপর নতুন বস্তা থেকে চাল নিয়ে ধুয়ে রান্না বসিয়েছিলাম। তখন কোন ইঁদুর ছিল না। খাবার যখন পরিবেশন করি তখনও ইঁদুর দেখতে পাইনি। অথচ কিভাবে ইঁদুর হাঁড়িতে এলো বুঝতে পারছি না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী অন্নপূর্ণা লেট বলেন, যত্ন সহকারেই খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল। কিন্তু কিভাবে ইঁদুর এলো বুঝতে পারছি না। শিশুর মা পূর্ণিমা মণ্ডল বলেন, আমি খিচুড়ি নিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে দুবার খাইয়েছি। সে সময় বড় মেয়ে ছুটে এসে খিচুড়ি খাওয়াতে নিষেধ করে। তার কথা মত খিচুড়ি ঘেঁটে দেখি ইঁদুরের পা। এরপরেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে দেখি বালতিতে থাকা খিচুড়ির মধ্যে ইঁদুরের সেদ্ধ দেহ। খবর পেয়ে বিডিও সৌরভ মেহেতা গ্রামে এসে খিচুড়ি দেখে খবর দেন বিএমওএইচকে। তড়িঘড়ি গ্রামে মেডিক্যাল শিবির খুলে শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, রাঁধুনির কর্তব্যে অবহেলার কারণেই এমনটা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত হবে। যাদের গাফিলতিতে এই ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রমিক বিরোধী কোন কাজ রাজ্য সরকার করবে না

ঝাড়গ্রামে জেলা সম্মেলনে আশ্বাস ঋতব্রতর

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৩ ডিসেম্বর ঃ শনিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরের ডিএম হলে অনুষ্ঠিত হলো ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সম্মেলন। ঝাড়গ্রাম শহরে মিছিলের মধ্য দিয়ে জেলা সম্মেলনের সূচনা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মান্ডি, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি মহাশিস মাহাতো ও সহ সভাপতি গৌতম মাহাতো, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ, ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান জয়দ্বীপ হোতা, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রবিন টুডু, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন বীরবাহা সরেন টুডু, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আর্য ঘোষ, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের শহর সভাপতি নব গোয়ালা, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি সোমেন আচার্য, নান্টু লাল দাস সহ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্বরা। শ্রমিকদের একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে এদিনের এই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম মুখ হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ওই সম্মেলনে উপস্থিত শ্রমজীবী মানুষদের তিনি বলেন, সামনেই লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। দিল্লির গদি থেকে বিজেপিকে হটাতে সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। শ্রমিক বিরোধী বিজেপিকে বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন শুরু করা নয়, দিল্লির গদি থেকে উৎখাত করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, শ্রমিক বিরোধী কোনো কাজ রাজ্য সরকার করবে না। শ্রমিকদের ও অসংগঠিত শ্রমিকদের উন্নয়নে কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শ্রমিকদের পাশে রয়েছে এবং শ্রমিকদের উন্নয়নে আগামী দিনে আরও কাজ করবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চনা করা সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়নে কাজ করছেন। বাংলাকে যারা ভাতে মারার চেষ্টা করছে, যারা ১০০ দিন প্রকল্পের কাজের টাকা আটকে রেখেছে, বাড়ি তৈরির টাকা আটকে রেখেছে, তাদেরকে লোকসভা নির্বাচনে আপনারা যোগ্য জবাব দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কলকাতার রাজপথে যারা ডিএ নিয়ে আন্দোলন করছে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ওনারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই করছেন রাস্তায়। এত আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছেন। জলপাইগুড়িতে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জেলার কর্মচারী কনভেনশনে যোগ দিতে এসে ডিএ নিয়ে মুখ খুললেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়ক। তিনি আরও জানান, আমরা বাংলার, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মতো ডিএ দিচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী দরদী, কর্মচারী বিরোধী নন। কর্মচারীদের স্বার্থে উনি কাজ করে আসছেন। উনি কর্মচারী দরদী। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন ডা. মানস রঞ্জন ভুইয়া, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বিধায়ক, এসজেডিএ- এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

বিক্ষোভের শিকার

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়িতে হাতির হানায় ভাঙল ঘর। সাবাড় করল ঘরে মজুত ধান। শনিবার ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে কার্যত এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল বনকর্মীদের। মেটেলি ব্লকের গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন দক্ষিণ এলাকার ঘটনা। শুক্রবার গভীর রাতে সংলগ্ন গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি চলে আসে দক্ষিণ ধুপঝোরা হামিদার পাড়া এলাকায়। হাতিটি স্থানীয় রহিমা বেগমের শোবার ঘরের বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবাড় করে। বাড়ির লোকজন পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। এদিন খবর পেয়ে এলাকায় যান ধুপঝোরা বিটের বনকর্মীরা। তাঁরা গিয়ে জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। আসেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান সহ যৌথ বন ও সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। বনকর্মীদের ঘিরে স্থানীয়রা ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। এলাকায় হাতির উপদ্রব কমাতে উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবি জানান স্থানীয়রা। পরে বনকর্মীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ গাছ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আমবাড়িতে। শনিবার সকালে রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি সংলগ্ন করতোয়া নদীর পাড়ে একটি গাছ থেকে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম সুভাষ সরকার। আমবাড়ির কামারভিটা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গাছে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তি সুভাষ সরকার পেশায় টোটো চালক ও চায়ের দোকান চালাতেন।

অন্নপূর্ণা পুজোয় মাতল ধানাড়া গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ধানাড়া গ্রাম মেতে উঠল অন্নপূর্ণা পুজোয়। দুর্গাপুজোর মতোই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথি মেনে হয় এই পুজো। এই পুজো এবারে ১৮৮ বছরে পড়ল। জানা গেছে, এই গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না। দুর্গাপুজো উপভোগ করতে গ্রামবাসীদের অন্যত্র যেতে হয়। সেই অভাবই ধানাড়া পূর্ণ করে নেয় অন্নপূর্ণা পুজো করে। আসলে এই সময়ে গ্রাম বাংলায় নতুন ধান ওঠে। ধান ওঠার বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করেই অন্নদাত্রী দেবীর পুজোর এই ভাবনা তাঁদের। নতুন ধান উঠলে অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে দেবী অন্নপূর্ণার পুজোর শুরু হত। সেটাই চলছে। খুবই প্রাচীন এই পুজো। অন্নপূর্ণা হলেও এখানে দুর্গার মতোই দেবীর সঙ্গে থাকেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার একাধিক গ্রামেই এই পুজো হয়। তবে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পুজো সব থেকে প্রাচীন ও বিশিষ্ট। ধানাড়া গ্রামের দেওঘরিয়া ও চট্টোপাধ্যায় পরিবার একত্রে এই পুজোর আয়োজন করে। পুজো হয় বৈষ্ণবমতে। এবার ১৮৮ বছরে পড়ল এই পুজো। শোনা যায়, কাশীপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও একবার এই গ্রামে এসে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। প্রসাদ পেয়ে এত খুশি হয়েছিলেন রাজা যে, গ্রামের কয়েকটি পরিবারকে দেওঘরিয়া উপাধি দিয়েছিলেন। পাশাপাশি দেবীর নামে বেশ কিছু জমিও দান করেছিলেন। ওই জমির ফসল থেকেই এই অন্নপূর্ণাপুজোর পুজোর খরচ চলত। আজও সেভাবেই চলছে। তবে আগে এসব জমির ধান থেকে যে পরিমাণ চাল পাওয়া যেত, এখন আর তা পাওয়া যায় না। ফলে এই পুজোর খরচও দি দিন বাড়ছে। পুজোর উদ্যোক্তারা বলেন, রাজার দেওয়া জমিতে চাষ হলেও আগের মতো ধান হয় না। তাই পুজোর সমস্ত আয়োজনের খরচ ইদানীং তিনটি পরিবারকেই বহন করতে হয়। তৈরি হচ্ছে আর্থিক সংকট। সেই সংকটে চাপের মুখে পড়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ এই অন্নপূর্ণা পুজোও।

প্রতিবাদে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ সংসদ ভবনে বিরোধীদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়িতে অবস্থিত দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এই সাংবাদিক বৈঠক করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেলা চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী, বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। ১৩ ডিসেম্বর সংসদে বিরোধীরা অমিত শাহর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায় সংসদ ভবন থেকে বিরোধীদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। যার ফলে কার্যত বিরোধী শূন্য হয়ে যায় সংসদ। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার শিলিগুড়িতে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। বাঘা যতীন পার্ক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়। শিলিগুড়ি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে এই মিছিল।

উদ্ধার হল গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার রাতে বোলপুরের কোপাই সেতুর কাছে দুটি চারচাকা গাড়ি থেকে ৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করলো এসটিএফ। ঘটনার জেরে এক মহিলা সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। ধৃতরা হলেন যথাক্রমে উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। উত্তর চব্বিশ পরগণার ত্রিদিব চৌধুরী ও শিপ্রা বণিক এবং নিউ জলপাইগুড়ির ভক্তিনগরের বাসিন্দা তথাগত রায় ও সুব্রত দাস। ধৃতরা আন্তঃজেলা মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

Moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No: - 432 /MoshGP/2023 Date: - 23/12/2023
NIT No-12/MoshGP/2023-24 (2nd Call). NIT No-13/MoshGP/2023-24

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for Construction works, within Moshiara GP details of which are available at **www.wbtenders.gov.in.** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO –Moshiara, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

Office of the
INDPUR GRAM PANCHAYAT
Indpur :: Bankura
Notice Inviting e-Tender
E-NIT NO. 22/5th S.F.C/2023-24, Dated-22/12/2023

Pradhan, Indpur Gram Panchayat invites percentage rate e-Tenders for the 4 (Four) Nos. similar works at different places. Last date of submission of Bid **06/01/2024 up to 6.55 PM.** Technical Bid opening date: **09/01/2024 at 12:00 P.M.** All information is available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Indpur Gram Panchayat

Office of the
INDPUR GRAM PANCHAYAT
Indpur :: Bankura
Notice Inviting e-Tender
E-NIT NO. 21/5th S.F.C/2023-24, Dated-22/12/2023
Pradhan, Indpur Gram Panchayat invites percentage rate e-Tenders for the 4 (Four) Nos. similar works at different places. Last date of submission of Bid **06/01/2024 up to 6.55 PM.** Technical Bid opening date: **09/01/2024 at 12:00 P.M.** All information is available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Indpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-33/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 11(Eleven) nos. works/Schemes under 15th FC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. **Tender ID: 2023_DM_630046_1 to 2023_DM_630046_11.** Document download/sell starting **from 23.12.2023 up to 06.01.2024 04.00 PM.** Bid submission starting **from 23.12.2023 up to 06.01.2024 at 04:00 PM.** And Opening on **08.01.2024 at 04:05 P.M.** For details please visit the website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA:: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on :-
- **NIT No:- 12/EO/PPS, OF 2023-24 (Sl. No. 01 to 11)**
- No. of Works:- 11(Eleven)nos.
- Last Date of Application:- **28.12.2023 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper: **02.01.2024 at 11.00 hours To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **03.01.2024 up to 14.00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the undersigned.
- date of Opening of Tender **03.01.2024 after 14.00hours.**

For more details go to Website **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may Contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/-Executive Officer
Para Panchayat Samity

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist-Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No- 4653/WS/SRD Dated 23/12/2023

E-tender are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT13/12e/23 and Tender Id. No-2023_MAD_630292_1 to 2** for Supply & Installation of 20 H.P Submersible pump-motor at w-25 & 28 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. Tha last date of submission of e-Tender is: 16/01/2024 at 11.00 hrs. For more details and bidding online please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman,
HOOGHLY CHINSURAH MUNICIPALITY

BANHARISHPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Panchla Panchayat Samity)
Banharishpur, Panchla, Howrah

Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat invites Office Tender notice vide **NIT 192/BGP/5th/2023 Date-23/12/2023**, estimate cost-831159/-. Last date of submission **09/01/2024.** Opening date-**11/01/2024.** For more details visit the office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
BANHARISHPUR GRAM PANCHAYAT

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No:-14/BGP/5 th SFC(UNTIED)/2023-24, Dated-23/12/2023.

The Prodhan, Berugram Gram Panchayat invites e-tender for 1(One)No. works. Documents download/sell starting(online) **from 23/12/2023 at 18.00 up to 09/01/2024 up to 10.00 hrs.** Last date of submission of Bid (online) **up to 10.00 hrs. on 09/01/2024.** Date of Opening of Bid (Online) on **11/01/2024 at 11.00 am.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Abridge Tender Notice
NIT NO- WB/PM/CHP/BDO/NIT_23/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Block Development Officer on behalf of Chandipur Development Block, Last Date of submission of tender is on **5th January, 2023 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/-
Block Development Officer,
Chandipur Development Block

ফর্ম A
জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (স্বেচ্ছামূলক লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, 2017-এর প্রবিধান নং 14)
ওরমেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে

1.	কর্পোরেট সত্তার নাম	ওরমেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
2.	কর্পোরেট সত্তার অন্তর্ভুক্তির তারিখ	29/08/1991
3.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সত্তাটি নিগমিত/নিবন্ধিত	ROC কোলকাতা
4.	কর্পোরেট সত্তাটির কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নম্বর	U27310WB1991PLC052880
5.	কর্পোরেট সত্তাটির নিবন্ধিত অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	7, ম্যাঙ্গো লেন, রুম নং 105, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, 700001
6.	কর্পোরেট সত্তার লিকুইডেশন শুরু হওয়ার তারিখ	20/12/2023
7.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেইল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং নিবন্ধন নম্বর	নাম: সিএস মান্দার ওয়াঘ IBBI-তে নিবন্ধিত ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং C-1302, গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড ট্রিনিটি, বেদভবন থেকে ওয়ারজে পর্যন্ত সার্ভিস রোড, পুনে ব্যাঙ্গালোর হাইওয়ে, চাঁদনি চকের কাছে, পুনে, 411038 চিঠিপত্রের জন্য ঠিকানা: C/o আনন্দ চৈতন্য কর্পোরেট লিগ্যাল অ্যাডভাইজার LLP, 505, 4র্থ তল, ভেঞ্চার, 'ম্যাক'ডনাল্ড' স-এর উপরে, পাউদ রোড, ভুসারি কলোনি, পুনে 411 038 ইমেইল ID: mandarwagh@anandchaitanya.com Mob. : 9822844488 নিবন্ধন নং: IBBI/IPA-002/IP-N00450/2017-18/11276
8.	দাবী জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	19/01/2024

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ওরমেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড 20/12/2023 তারিখে স্বেচ্ছামূলকভাবে লিকুইডেশন শুরু করেছে।

এতদ্বারা ওরমেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের 19/01/2024 তারিখে অথবা তার আগে আইটেম নং 7-এ উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে তাদের দাবির একটি প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের দাবির প্রমাণ জমা দেবেন। অন্য সব স্টেকহোল্ডারগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে, ডাকযোগে অথবা ইলেকট্রনিক উপায়ে দাবির প্রমাণ জমা দিতে পারেন।

দাবির ক্ষেত্রে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

সিএস মান্দার ওয়াঘ
লিকুইডেটর

পুনে
24/12/2023

AFA No. AA2/11276/02/221124/203031 Valid upto 22/11/2024

চাষবাস

মালদার বিখ্যাত নবাবি বেগুন ১০০ টাকায়

শীত পড়েছে, তাই শীতের সবজি বাজারে এসেছে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার বাজারে মালদার বেগুন এসেছে। তাও আবার একশো টাকায় এক কেজি। তা কিনতেও কার্পণ্য করছেন না কেউই। আসলে পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জের 'বেগুন' বলে কথা। আকারে অনেক বড়। দারুণ সুস্বাদু। মিষ্টি বেগুন। এক-একটি ওজনে দেড় থেকে দু'কেজির বেশি। একটা সময়ে নবাবরা কৃষকদের দিয়ে তাঁদের জমিতে এই বেগুন চাষ করাতেন। সেই থেকেই এই বড় বেগুন নবাবগঞ্জের বেগুন নামেই পরিচিত। স্থানীয়রা আবার এই বড় বেগুনের আলাদা নামও দিয়েছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বালিয়া বেগুন'। বাজারে সাধারণত দেশি বেগুন মিলছে ২০ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে। কিন্তু 'বালিয়া বেগুন'? ৮০ থেকে ৯০ টাকা কেজি। কোথাও কোথাও ১০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। আর এতেই মুখে চওড়া হাসি চাষিদের। শীতের শুরুতেই জমি থেকে এই বালিয়া বেগুন অন্য জাতের বেগুনের বাজার যে মেরে দিয়েছে তা স্পষ্ট। এবারে রেকর্ড ফলন হয়েছে বলে বলছেন চাষীরা। চাষীদের দাবি, মালদা জেলাজুড়েই এই বেগুনের বেশ কদর রয়েছে। হালকা সবুজ রঙ। দেখতে অনেকটা সাদাটে। ইংলিশবাজার শহরের মকদমপুর বাজারের

এক সবজি বিক্রেতা বলেন, সাধারণ বেগুনের চেয়ে তিন-চারগুন দাম নবাবগঞ্জের বেগুনের। সুস্বাদু বলেই মানুষ কিনছেন।'' মালদার উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা জানিয়েছেন, এ রাজ্যে শুধুমাত্র মালদা জেলাতেই নবাবগঞ্জ জাতের বেগুন চাষ হয়। এই জাতের বেগুনের বীজ বাজারে পাওয়া যায় না। চাষীরা নিজেদের উদ্যোগেই বীজ তৈরি করেন। পরের বছর ফের সেই বীজ জমিতে রোপন করে নবাবগঞ্জের বেগুন চাষ করেন। মালদা জেলার প্রায় ১৫০ হেক্টর জমিতে নবাবগঞ্জের বেগুন চাষ হয়। ওল্ড মালদার নবাবগঞ্জের পাশে মহানন্দা নদী টপকে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়েই এই বেগুনের চাষ হচ্ছে। এছাড়াও ডাঙাপাড়া, বেলাহার ও সাগুইল এলাকায় এই বেগুনের চাষ খুব বেশি হয়। রতুয়ার মহারাজপুর ও গাজোলের পাণ্ডুয়া ও বৈরগাছি অঞ্চলেও নবাবগঞ্জ জাতের বেগুন চাষ হয়ে থাকে। গাজোলে পলিমাটিতেই চাষ ভাল হয়। চলতি সপ্তাহ থেকে জমি থেকে বেগুন তোলার কাজ শুরু হয়েছে। অক্টোবর মাসে এই বেগুনের গাছের চারা লাগানো হয়। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই গাছে ফলন চলে এসেছে। পাইকাররা নির্দিষ্ট দাম দিয়ে নবাবগঞ্জের বেগুন কিনে নিয়ে যেতে এসেছেন বলেও জানা গিয়েছে।

বাড়ির টবেই ফলান মিশরীয় ডুমুর, জেনে নিন পদ্ধতি

লোকে বলে মিশরীয় ডুমুর ফল স্বাদে অতুলনীয়। এর নানা রকম পুষ্টিগুণও এর মধ্যে রয়েছে। ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রপ্তানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। ডুমুর গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ficus carica। বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত লাভজনকভাবে চাষ করা হচ্ছে। ফাইকাস গণভুক্ত প্রায় ৮০০ প্রজাতির মধ্যে মিশরীয় ডুমুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি। এই ফলের আকার কাকডুমুর-এর চাইতে বড় এটি একটি জনপ্রিয় মিষ্টি ও রসালো ফল। হিন্দি, মারাঠি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় এই ফলকে আঞ্জির বলা হয়। ডুমুরগুলো বাস্তবে আসল ফলের বদলে ওলটানো ফুল, সুতরাং, কোনও ডুমুর গাছে লোকে আদপেই ফুল দেখতে পায় না। ডুমুর গাছের বৃদ্ধি খুব সহজ এবং একবার রোপণ করলে সেগুলো প্রচণ্ড দ্রুত চারপাশের গাছপালাকে চেপে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবহার- মিশরীয় ডুমুর ফলের উপরের আবরণ খুব পাতলা ও নরম। খেতে খুবই সুস্বাদু ও মিষ্টি। এটি খুব রসালো ফল ও অনেক বড় হয়। এটি দু'ভাবে খাওয়া যায়। পাকা ফল আবরণসহ সরাসরি খাওয়া যায়। অন্যটি হল রোদে শুকিয়ে কাঁচের জারে রেখে সারা বছর খাওয়া যায়। তাছাড়াও পাকা ডুমুর দিয়ে জ্যাম, জেলি, চাটনি ইত্যাদি তৈরি করে খাওয়া যায়। পাকা ডুমুর শুকিয়ে বিভিন্ন রকমের খাবারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত কাঁচা ডুমুরের ফলকে সবজি হিসেবেও খাওয়া হয় গ্রামের দিকে। কারণ এই ফল দিয়ে দারুণ তরকারি বানানো যায়। তাছাড়া স্যালাডের মাধ্যমেও ডুমুর খাওয়া যেতে পারে। রান্নাঘর এবং রেফ্রিজারেটরে ডুমুর ভালোভাবে জায়গা করে নিয়েছে। বস্তুত এই ফলের মিষ্টি মুচমুচেভাব যেকোনও মিষ্টান্ন দ্রব্যে আপনি শামিল করতে পারেন, এর পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্য উপযোগিতা এই ফলে আরও অনেক কিছু যোগ করে। ডুমুর ফলের পুষ্টিগুণ-ডুমুর ফল খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। আর এই ফল স্বাদে অতুলনীয় তো বটেই, সেই সঙ্গে এর নানা রকম পুষ্টিগুণও বিদ্যমান। ফলে স্বাস্থ্যের জন্যও এই ফল খুবই উপকারি। ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ১, ভিটামিন বি ২, ছাড়াও প্রায় সব রকমের জরুরি নিউট্রিশনস যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম ইত্যাদি আছে। ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের অভাবজনিত রোগে এটি বেশ কার্যকরী। কার্বোহাইড্রেট, সুগার, ফ্যাট, প্রোটিন, থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন ছাড়াও বিভিন্ন পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ডুমুর।

সহায় ইজরায়েলি প্রযুক্তিতে সবজি পাওয়ার পথ

বাঙালির রান্নাঘরে ইদানিং অসময়ের আনাজের ভীড় বাড়ছে। শীতকালে পটল কিংবা গ্রীষ্মে ফুলকপির স্বাদ নিয়ে আগ্রহী অনেকেই। এসব সবজির বেশিরভাগই আসে ভিনরাজ্য থেকে। অসময়ের সবজি এবং বিদেশি আনাজের কথা মাথায় রেখে আধুনিক চারা তৈরির উৎকর্ষ কেন্দ্র রয়েছে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের চুঁচুড়া ফার্মে। চলতি মরশুমের গোড়া থেকে চাষীদের জন্য অসময়ে আনাজের চারা তৈরি শুরু হয়েছে এখানে। আর তা থেকে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাড়ে ১৬ একর জমিতে উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৩০ টি পলি হাউস রয়েছে সেখানে। তার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু হাইটেক পলি হাউস যার মধ্যে রয়েছে বিশেষ চাষের পদ্ধতি ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। অসময়ে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো-সহ বিভিন্ন আনাজের চারা তৈরি করা কৃষকদের পক্ষে কঠিন হয়। সে কথা মাথায় রেখেই এখন ভিন্ন প্রযুক্তিতে হচ্ছে চারা তৈরির কাজ। প্লাস্টিকের তৈরি ট্রেতে মাটি ছাড়াই নারকেলের ছোবড়ার গুঁড়োর সঙ্গে কেঁচো সার ও জৈব জীবাণুনাশক মিশিয়ে আনাচে চারা তৈরি করা হচ্ছে এখানে। দেশীয় এবং ইজরায়েল প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এই কাজ করা হচ্ছে সাধারণত মাটিতে চারা তৈরিতে মাসখানেক সময় লেগে যায় তার পরেও চারা তুলতে গিয়ে কোনও কোনও সময়ে শিকর ছিঁড়ে যায় আবার বেশিরভাগ সময় রোগ পোকার আক্রমণ বাড়ে। এই আধুনিক পদ্ধতিতে পুষ্ট চারা ২০-২২ দিনের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব। চারা তৈরির দায়িত্বে থাকা জেলা-সহ উদ্যানপালন অধিকারী জানান, এখানে ইজরায়েলের প্রযুক্তি অবলম্বন করে ও আর্থিক সহযোগিতায় হাইটেক গ্রিন হাউজ পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে পুরো ঘরটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও জল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বুমারের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে তাই চারা ২০ থেকে ২২ দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে কনিক্যাল প্লাটট্রেতে চারা তৈরি করা হচ্ছে তাই যারা রোগ পোকার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে ফসলে কোনওরকম মাটি বাহিত রোগ দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে চাষিদের সময়ে উন্নত মানের চারা দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। কৃষকরা জানান, এর আগে বহুবার এখান থেকে চারা নিয়ে গিয়েছি, এখানকার চারা অন্তত সাত থেকে আট দিন আগে তৈরি হয়ে যায়। তাই বিক্রি তো করার জন্য দু পয়সা বেশি দাম পাই। বারো মাসে এখানে সব ধরনের চারা পাওয়া যায়। আমাদের সুবিধাই হয়েছে।

কলকাতাগামী তিন জোড়া ট্রেনের সময়সীমা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৩ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কলকাতাগামী তিন জোড়া ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান সময়, স্টপেজ ও গঠনের সাথে উভয় দিক থেকে ১৩ টি ট্রিপের জন্য মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত চলাচল করবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫০২ (আগরতলা-কলকাতা) স্পেশাল ২৭ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার আগরতলা থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫০১ (কলকাতা-আগরতলা) স্পেশাল ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ অনুযায়ী কলকাতা থেকে যাত্রা করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৯ (শিলচর-কলকাতা) স্পেশাল ২৮ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শিলচর থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৪০ (কলকাতা-শিলচর) স্পেশাল ২৯ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ অনুযায়ী কলকাতা থেকে যাত্রা করবে। ট্রেন নং. ০২৫১৮ (গুয়াহাটি-কলকাতা) স্পেশাল ৩০ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার গুয়াহাটি থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫১৭ (কলকাতা-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ অনুযায়ী কলকাতা থেকে যাত্রা করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল তিন জোড়া অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় দূর করার জন্য, দক্ষিণ পূর্ব রেল ২৪.১২.২০২৩ তারিখে তিন জোড়া অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৮০২৮ / ০৮০২৭ দিঘা-হাওড়া-দিঘা স্পেশাল ০৮০২৮ দিঘা- হাওড়া স্পেশাল ২৪.১২.২০২৩ তারিখে ০৫.০০ টায় দীঘা ছেড়ে যাবে এবং ০৯.২৫ টায় হাওড়া পৌঁছাবে। বিপরীত দিকে, ০৮০২৭ হাওড়া- দীঘা স্পেশাল ২৪.১২.২০২৩ তারিখে ১৭.৩৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং ২২.০০ টায় দীঘা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি থামবে টিকরা, রামনগর, বদলপুর, আশাপূর্ণা দেবী, সুজলপুর, সীতলাপুর, কাঠি, নাচিন্দা, হেনরিযা, দেশপ্রাণ, লাভন সত্যাগ্রহ স্মারক, নন্দকুমার, তমলুক, সাহেদ মাতঙ্গিনী, রাজগোদা, রঘুনাথবাড়ি, ভোগপুর, নন্দাই উলচেরিয়া, গাজানপুর। এবং সাঁতরাগাছি। ০৮৮৮৪ / ০৮৮৮৩ দাঁতন- হাওড়া- দান্তান স্পেশাল ০৮৮৮৪ দাঁতন-হাওড়া স্পেশাল ২৪.১২.২০২৩ তারিখে ০৫.০০ টায় দাঁতন ছাড়বে এবং ০৯.১৫ টায় হাওড়া পৌঁছাবে। বিপরীত দিকে, ০৮৮৮৩ হাওড়া- দন্তান স্পেশাল হাওড়া থেকে ২৪.১২.২০২৩ তারিখে ১৭.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ২২.০০ টায় দাঁতন পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি থামবে নেকুরসেনি, বেলদা, বাখরাবাদ, নারায়ণগড়, বেনাপুর, হিজলি, খড়গপুর, বালিচক, হাওর, পাঁশকুড়া, মেচেদা, বাগনান, উলুবেড়িয়া এবং সাঁতরাগাছি। ০৮৮৮৬ / ০৮৮৮৫ বেলদা- হাওড়া-বেলদা স্পেশাল ০৮৮৮৬ বেলদা-হাওড়া স্পেশাল ২৪.১২.২০২৩ তারিখে ০৫.৫০ মিনিটে বেলদা ছাড়বে এবং ০৯.৫৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছবে। বিপরীত দিকে, ০৮৮৮৫ হাওড়া-বেলদা স্পেশাল ২৪.১২.২০২৩ তারিখে ১৮.২০ টায় হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং ২৩.১৫ টায় বেলদা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি বাখরাবাদ, নারায়ণগড়, বেনাপুর, হিজলি, খড়গপুর, বালিচক, হাওর, পাঁশকুড়া, মেচেদা, বাগনান, উলুবেড়িয়া এবং সাঁতরাগাছিতে থামবে।

পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ পরিদর্শন

যোধপুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার একদিনের সফরে জয়সলমেরে পৌঁছে পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ পরিদর্শন করেন। পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে সেনা কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুর্মু। তিনি জয়সলমেরের পুনম সিং স্টেডিয়ামে গিয়ে লক্ষপতি দিদি সম্মেলন নামক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে হাজার হাজার স্বাবলম্বী মহিলাকে একসঙ্গে দেখে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আনন্দ পান। সেই আনন্দের প্রকাশ তাঁর চোখে-মুখে দেখা গিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং কৃষিমন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। জয়সলমেরে 'লক্ষপতি দিদি সম্মেলন'-এ অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি মুর্মু ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ, ৪০ কোটি টাকা জীবিকার প্রচার সহায়তা এবং রাজস্থান মহিলা নিধি ঋণের ১০ কোটি টাকার চেক মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

সাত মাস পর হিজাব পরার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কর্ণাটকে

কর্ণাটক, ২৩ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ সাত মাস পর হিজাব পরার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কর্ণাটকে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, এবার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহিলাদের হিজাব পরে যাওয়ায় আর কোনও বাধা রইল না। যদিও কর্ণাটক প্রশাসনের এহেন সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। কর্ণাটকে বিজেপি সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী বিএস বোম্মাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল বিতর্ক। এহেন নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করা হয় কর্ণাটক হাই কোর্টে। সেখানেও নিষেধাজ্ঞা জারির পক্ষেই নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর মামলা পৌঁছায় সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের রায়েও হাই কোর্টের নির্দেশই কার্যত মান্যতা পেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে এবার সিদ্দারামাইয়া জানিয়ে দিলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীরা ইচ্ছামতো হিজাব পরতে পারবে। এই নিয়ে আর বাধা দেওয়া হবে না। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আসলে অর্থহীন। বিজেপি মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে। জাত-ধর্ম, পোশাকের নামে সমাজে ভেদাভদ সৃষ্টি করছে। সেই কারণেই হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলতে বলেছি। কে কী খাবে, কী পরবে, তা আমরা ঠিক করে দেওয়ার কেউ নই। আমরা ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। সিদ্দারামাইয়ার এহেন সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে গেরুয়া শিবির। কর্ণাটক বিজেপির তোপ, একই পোশাক স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখে। সুপ্রিম কোর্টও সেকথাই বলেছিল। কিন্তু ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখেই সিদ্দারামাইয়া এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সুর চড়িয়ে বলেন, এটা শুধু হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া নয়, এভাবে রাজ্যে শরিয়তকেই মান্যতা দিল কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস ও INDI জোট ক্ষমতায় থাকলে, দেশে ইসলামিক আইনই জারি করে দিত।

৩০৩ জন ভারতীয় সমেত বিমান আটক ফ্রান্সে, ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ভারতীয় আধিকারিকরা

প্যারিস, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ৩০৩ যাত্রী সমেত নিকারাগুয়াগামী একটি বিমানকে আটকানো হল ফ্রান্সে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভ্যাট্রি বিমানবন্দরে নামলেও মানব পাচার রুখতেই সেটিকে আটকায় প্রশাসন। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের যোগ রয়েছে বলে মনে করছে ফ্রান্স। ভারতীয় আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। যাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর অনুমতি পেয়েছে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ভারতীয়রা সকলে নিরাপদ রয়েছেন কিনা। রোমানিয়ার সংস্থা লিজেন্স এয়ারলাইন্সের এই এ৩৪০ বিমানটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ছেড়েছিল। ভ্যাট্রি বিমানবন্দরে সেটি নামে। বিমানবন্দরের রিসেপশন হলটিকে কার্যত যাত্রীদের ওয়েটিং রুমে পরিণত করা হয়েছে। মোট ৩০৩ জন ভারতীয় বিমানটিতে ছিলেন। জানা গিয়েছে, বিমানটি ওই বিমানবন্দরটিতে নেমে পড়ে। কারিগরি সমস্যার কারণেই এই অবতরণ বলে পুলিশকে জানানো হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রে প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছায়। সন্দেহ হলে বিমানটিকে আটকানো হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বিমানে থাকা ৩০৩ জন ভারতীয় মানব পাচারের শিকার হতে পারেন, আবার বেআইনিভাবে তাঁরা আমেরিকা এবং কানাডায় ঢোকার উদ্দেশ্যেও রওনা দিয়ে থাকতে পারেন, এমন সন্দেহও মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফ্রান্সের সংগঠিত অপরাধ-বিরোধী শাখা জেইউএনএলসিও এই ঘটনার তদন্ত করছে। ফ্রান্সের ভারতীয় দূতাবাসে তরফে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফরাসি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন যে দুবাই থেকে নিকারাগুয়াগামী একটি বিমানকে ফরাসি বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দূতাবাসের দল। জানা গিয়েছে বিমানটিতে ছিলেন ৩০৩ জন ভারতীয় যাত্রী। আমরা পরিস্থিতি তদন্ত করছি। যাত্রীদের সুস্থতাও নিশ্চিত করার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছি।' প্যারিস সরকারের এক আইনজীবী জানিয়েছেন, বিমানটিকে ফ্রান্সের বিমানবন্দরে আটক করা হয় মানব পাচার সন্দেহের ভিত্তিতে। ওই বিমানে ছিলেন ৩০৩ জন ভারতীয়। বিমানটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে উড়েছিল। তবে সন্দেহের ভিত্তিতে ও সুরক্ষা করাণে যাত্রা স্থগিত করা হয় ফ্রান্সের বিমানবন্দরে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ফ্রান্সের বিচার বিভাগ।

তেজস্বীকে ফের সমন পাঠাল ইডি, এবার ৫ জানুয়ারি হাজিরার নির্দেশ

পাটনা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ জমির বিনিময়ে রেলে চাকরির মামলায় বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে ফের সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরট (ইডি)। নতুন বছরের ৫ জানুয়ারি তেজস্বী যাদবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগে চলতি মাসের ২২ তারিখ হাজিরা দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি, কিন্তু সেই সমন তিনি এড়িয়ে যান। প্রসঙ্গত, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লালু প্রসাদ যাদব যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, মামলাটি সেই সময়কার। বিভিন্ন রেল জোনে বেশ কয়েকজনকে গ্রুপ ডি শ্রেণীর চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এবং রেলে চাকরি দেওয়ার নামে লালুর পরিবারের সদস্যদের ও বেসরকারি সংস্থাকে জমি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুকে এই মাসের ২৭ তারিখে নতুন দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ইডির তরফে শনিবার সমন জারি করা হয়েছে। বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী ৫ জানুয়ারি তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সস্তায় জমি কিনে তার পরিবর্তে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তেজস্বীর বাবা লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এর আগে লালু প্রসাদের স্ত্রী রাবড়ি দেবী, কন্যা মিসা ও ভারতীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। রাবড়ি দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদও করে সিবিআই। সে সময় তল্লাশি হয় তেজস্বীর বাড়িতেও। এর পরেই দিল্লির সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে নোটিস পাঠানো হয়েছিল তেজস্বীকে। আবারও তাঁকে ডেকে পাঠাল ইডি। সিবিআই অভিযোগ করেছিল, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে লালুপ্রসাদ রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই দুর্নীতি হয়েছিল। রেলের নিয়ম ভেঙে জমির পরিবর্তে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। লালুর পরিবারের মাধ্যমেই সমস্ত কেনাবেচা চলত বলে জানিয়েছিল সিবিআই। সেই মর্মেই তল্লাশি হয় তাঁর ছেলে তেজস্বীর বাড়িতেও। এই নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি তেজস্বীর।

ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ চেকিং অভিযান শুরু রাঁচির ট্রাফিক পুলিশের

রাঁচি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ''ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ চেকিং'' অভিযান শুরু করেছে রাঁচির ট্রাফিক পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতের এই অভিযানে রাজধানী রাঁচির ট্রাফিক পুলিশ ১৪ জনেরও বেশি মদ্যপ চালককে পাকড়াও করেছে। রতু রোডের সুজাতা চক, বিরসা চক, সার্কুলার রোড, লালপুর চক ও নিউমার্কেট চক থেকে ১৪জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে দুচাকার ও চার চাকার গাড়ি। রফিকের এসপি কুমার গৌরবের নির্দেশে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই অভিযান চালানো হয়। ওই সময় ওই রুট দিয়ে যাতায়াত করা সমস্ত গাড়িগুলির চালক ও যাত্রীদের ব্রেথ অ্যানালাইজার মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এসপি বলেন, মদ্যপান করে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটে এবং তারফলে অনেক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি সকল চালকদের মদ্যপান করে গাড়ি না চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এসপি জানিয়েছেন, মদ্যপান করে গাড়ি চালিয়ে যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলে ট্রাফিক পুলিশ গাড়িটি আটক করে আদালতে মামলা করবে।

স্থিতিশীল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান-পতন অব্যাহত। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলার। এদিনো সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

দালাই লামা সহ ৩৩জন পণ্ডিতের বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা

বুদ্ধগয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ দালাই লামা সহ ৩৩ জন পণ্ডিত বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। শনিবার সকালে বিহার রাজ্যের বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে অবস্থিত স্তূপের কাছে বোধিবৃক্ষের নীচে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে তিব্বতের ধর্মীয় গুরু দালাই লামাসহ দেশের ৩৩ জন বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভক্তরা অংশ নেন। এদিন দালাই লামা বলেন, বুদ্ধগয়া একটি পবিত্র ভূমি। এই ভূমি বিশ্বের বিশেষ স্থানগুলির মধ্যে একটি। বুদ্ধভূমিতে এসে সবাই শান্তি অনুভব করে। ভগবান বুদ্ধ এই পবিত্র ভূমিতে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। সারা বিশ্বের মানুষ এখানে ভগবান বুদ্ধের দর্শন করতে আসেন। সবাই এখানে শান্তি খুঁজে পায়। বুদ্ধগয়া পৃথিবীর একটি বিশেষ স্থান। মহাবোধি মন্দিরে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনায় মন্দির চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্রে। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভক্তরা নিজের নিজের ভাষায় বিশ্ব শান্তির প্রার্থনা করেন। ভারতীয় ভাষা দিয়ে শুরু হয় বিশ্ব শান্তির প্রার্থনা। এরপর শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, তাইওয়ান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষায় বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বিভিন্ন দেশের ভাষায় বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানান হয়। ১৫ ডিসেম্বর বুদ্ধগয়ায় আসেন তিব্বতের ধর্মীয় গুরু দালাই লামা। তিনি বুদ্ধগয়ার তিব্বত মন্দিরে থাকছেন। দালাই লামা বুদ্ধগয়ায় ২৬ দিনের সফরে এসেছেন। এই সময়কালে তিব্বত মন্দির থেকে মহাবোধি মন্দির পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শীত কিছুটা কমল কাশ্মীরে, শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কাশ্মীরে শীতের দাপট কিছুটা কমল, হালকা মেঘে শনিবার শৈত্যপ্রবাহ থেকে স্বস্তি পেয়েছেন কাশ্মীরের মানুষজন। তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। আগের দিন শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শনিবার তা বেড়ে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪-২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলতঃ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। আবার ২৭ ডিসেম্বর মেঘে ঢাকা থাকবে আকাশ, উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে হালকা তুষারপাত হতে পারে। এরপর ২৮-৩১ ডিসেম্বরও প্রধানত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ডিসম্বরের শেষ অবধি বিশেষ কোনও তাপমাত্রার হেরফের হবে না জম্মু ও কাশ্মীরে।

মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গের এক যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একমাস আগে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল দেউলার সরাচি এলাকার বছর ১৭-র যুবক রোহিত গাজী। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বুক বান্ডিং এর কাজে যায় রোহিত। শুক্রবার রাতে কাজ শেষ করার পর বিদ্যুতের তারে জামা শুকাতে দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তার। খবর পৌঁছানোর পর শোকের ছায়া পরিবারে।

Name Change

I NAKUL HALDER,SON OF PULIN HALDER, RESIDING AT VILL-KARKHANARCHAK, GOURDAHA, CANNING, SOUTH- 743363, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAKUL HALDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023.THAT NAKUL HALDER AND NAKUL HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ROKAIYA BIBI, W/O SK MD SHAHID , R/O Y-330E/1, PANCH PARA ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROKAIYA KHATOON, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/12/2023. ROKAIYA BIBI AND ROKAIYA KHATOON SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MONILAL SUNAR, S/O JAGESWAR SUNAR, R/O 3D, 3RD FLOOR, SACHI MATA ENCLAVE, KHARDAHA, 30/26, ADARSHA PALLY, BARRACKPORE - 700116, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANILAL SUNAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. MANILAL SUNAR AND MONILAL SUNAR SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JANAB MOLLA, S/O AREF ALI MOLLA, R/O SADHANPUR, ASHOKENAGAR, CHANPAGACHHI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743221, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JONAB MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. JONAB MOLLA AND JANAB MOLLA SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BISWAJIT HALDER, SON OF NAKUL HALDAR, RESIDING AT VILL-KARKHANARCHAK, GOURDAHA, CANNING,SOUTH-743363,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWAJIT HALDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023.THAT BISWAJIT HALDER AND BISWAJIT HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MANINDRA CHANDRA DAS, S/O LATE RAJENDRA DAS, R/O VILL+ PO FATEPUR, NADIA FATEPUR, PS HARINGHATA, PIN-741249, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANINDRA DAS,VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. MANINDRA DAS AND MANINDRA CHANDRA DAS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ALAK KUMAR NANDI, S/O LATE SUDHANGSU BIMAL NANDI, R/O HB - 269, SECTOR -3, SALT LAKE CITY, PO I.B. MARKET, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALAK KUMAR NANDY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/12/2023. ALAK KUMAR NANDI AND ALAK KUMAR NANDY SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DIPALI MANINDRA DAS,D/O LATE MATILAL DAS, W/O MANINDRA DAS, R/O VILL+PO FATEPUR, NADIA, FATEPUR, PS HARINGHATA, PIN-741249, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPALI DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. DIPALI MANINDRA DAS AND DIPALI DAS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BISWAJIT MANINDRA DAS, S/O MANINDRA DAS, R/O VILL+PO FATEPUR, NADIA, FATEPUR, PS HARINGHATA, PIN-741249, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWAJIT DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. BISWAJIT MANINDRA DAS AND BISWAJIT DAS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SWAYANTANI CHANDA GUHA & SWAYANTANI CHANDA, W/O SOUMIK RANJAN GUHA, R/O 223A, JODHPUR PARK, PS LAKE, KOLKATA -700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAYANTANI GUHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. SWAYANTANI CHANDA GUHA & SWAYANTANI CHANDA AND SWAYANTANI GUHA SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I GHULAM GHAUS, S/O LATE GOLAM RASUL, R/O 13/H/16, MAYUR BHANJ ROAD, KHIDDIRPORE, PS-EKBALPORE, KOLKATA-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GHOLAM GHAUS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. GHULAM GHAUS AND GHOLAM GHAUS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SOUMIK GUHA, S/O PRADIP KUMAR GUHA, R/O 223A, JODHPUR PARK, PS LAKE, KOLKATA -700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUMIK RANJAN GUHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. SOUMIK RANJAN GUHA AND SOUMIK GUHA SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I GOUTAM MAJUMDAR, S/O LATE BENOYENDRA LAL MAJUMDAR, R/O MANGOLIC FLAT NO 3G, 23, GHOSH PARA LANE, BARANAGAR, KOLKATA -700036, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GAUTAM MAZUMDAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/12/2023. GAUTAM MAZUMDAR AND GOUTAM MAJUMDAR SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ARUN DEBNATH, S/O LATE MADHU SUDAN DEBNATH, R/O BHATCHALA COLONY PIYAN PARA , BURDWAN-1, SRIPALLI, BARDHAMAN - 713103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR DEBNATH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/12/2023. ARUN KUMAR DEBNATH AND ARUN DEBNATH SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Bageshree Ghosh Dey W/O Pijush Dey residing at Eden Sky Terrace, 3160 Nayabad. Block-2, Flat No 9C. Kolkata. Pin: 700099 shall henceforth be known as Bageshree Ghosh as declared before the Notary Public vide affidavit no:693/2023 Dated : 22.12.2023. Bageshree Ghosh Dey and Bageshree Ghosh both are same and identical person.

ইস্কনের প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপ মায়াপুরে পালিত হলো ২৭ তম গীতা জয়ন্তী মহোৎসব, উপস্থিত দেশ বিদেশের কয়েক হাজার ভক্ত

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কেউ বা মোবাইল ফোনে পড়ছেন কেউ বা বইয়ের দিকে নজর, এমনই ভাবে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ইস্কন এর প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে মহাসমারোহে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হলো ২৭ তম গীতা জয়ন্তী মহোৎসব। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রবিবার থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ শনিবার ৭ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেশ বিদেশের কয়েক হাজার ভক্ত। শ্রীধাম মায়াপুর এখন বিশ্ববাসীর কাছে পারমার্থিক জ্ঞান আহোরনের অন্যতম পীঠস্থান। ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমী ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা, ইংরেজি, ও হিন্দি ভাষায় গীতা স্টাডি কোর্সের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের গীতা ও ভাগবত পড়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই কয়েক হাজার ভক্ত সমাগমে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের। ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান , গীতার জ্ঞানালোকে বিশ্ববাসীর হৃদয়কে উদ্ভাসিত ও গীতা অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবলকে বৃদ্ধি করতেই এই মহান উৎসবের আয়োজন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে ৫১৫৬ বছর পূর্বে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অমিত শক্তিশালী ধনুর্ধর অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন এই শুভ তিথিতে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতাশাগ্রস্ত অর্জুনের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনই গীতা । সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রতিবৎসর এই উৎসব পালন করা হয়। গীতাকে বলা হয় মানব ধর্মতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ। আজ থেকে ৫১৫৬ বছর পূর্বে ভগবদগীতার দিব্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করলেও গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এর পূর্বেও তিনি এই জ্ঞান অন্যকে প্রদান করেছিলেন। ভগবদগীতা মানবজাতীর জন্য কৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতীকে জড়-জাগতিক অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন কৌরবপক্ষে তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অসমর্থ, তখন কৃষ্ণ জীবনের সত্য এবং কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান এবং ভক্তির দর্শন তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যার ফলে বিশ্বের অন্যতম বড় ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হয়। জাতি ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিকতার উর্দ্ধে মানবজাতির কল্যাণে গীতা পাঠ সকলের অবশ্য পাঠ্য। আত্ম- মুক্তি ও জগৎ কল্যাণ সাধনের জন্য গীতার অমৃতময় বানী বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা। পাঠ্য পুস্তক হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতা পাঠের জন্য সুশীল সমাজের এবং সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারাও এই শুভ উদ্যোগে সামিল হোন। সব মিলিয়ে ২৪ ডিসেম্বর ব্রীগেডের মাঠে লক্ষ্য কন্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের পূর্বে ইস্কনের আয়োজনে গীতা জয়ন্তী মহোসব অনুষ্ঠান যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করলো বলেও মত ওয়াকিবহাল মহলের।

মায়াপুরের হোটেল থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কার্যত চলছে উৎসবের মরসুম। আর এই সময়ে শনিবার সাত সকালে নদীয়ার মায়াপুরের এক হোটেল থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ছড়ালো তীব্র চাঞ্চল্য। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ, মায়াপুর ঘাট সংলগ্ন পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত নীলাচল রজের সামনে হোটেল অন্নপূর্ণা লজে। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানান, এদিন সকালে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বাইরে থেকে ছিটকানি দেওয়া দেখে ফিরে আসেন কিছু পরও একই অবস্থা দেখে ঘর খুলেই দেখেন মহিলা খাটে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন, তৎক্ষনাত খবর দেওয়া হয় মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানায়, সামগ্রিক ঘটনা ঘিরে এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। পুলিশ ও হোটেল সূত্রে জানা যায় জানা যায় স্বামী- স্ত্রী সম্পর্কের পরিচয় দিয়ে গতকাল ওই হোটেলে ঘর ভাড়া নেন ঐ দম্পতি। জানা যায় তাদের বাড়ি নদীয়ার ধানতলা এলাকায়, নাম বিদ্যুৎ বিশ্বাস, (৬১) পিতা কেশবলাল বিশ্বাস, মিনা বিশ্বাস (৪৩)। সূত্র মারফত আরও জানা যায় ঘটনার পর থেকেই পলাতক স্বামী বিদ্যুৎ বিশ্বাসের। পাশাপাশি সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

গাজোলের চার্চে চলছে প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ গাজোল ব্লকের আলমপুর শিবাজি নগর ক্যাথলিক চার্চে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষ্যে জোর কদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতির কাজ। আলমপুর ক্যাথলিক

চার্চের ছোট ফাদার সুধিন মাড্ডি বলেন জানিয়েছেন, যীশু খ্রীষ্টের বড়দিন উপলক্ষ্যে চারটি গোশালা বানানোর কাজ হচ্ছে । পাশাপাশি চার্চের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঝালট, ফুল, টুনি দিয়ে সাজানোর কাজ চলছে । যীশু খ্রীষ্টের মূর্তিও সাজানো শুরু হয়েছে। বড়দিনে মালদার আলমপুর ক্যাথলিক চার্জে মালদার বিভিন্ন জায়গা থেকে যীশু খ্রীষ্টের ভক্তদের আগমন হয়ে থাকে । তার আগেই এই প্রস্তুতি পর্বের কাজ শুরু হয়েছে।

পৌষমেলার মাঠে যাওয়ার রোডম্যাপ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আটচল্লিশ ঘন্টা পর ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। তার আগেই মেলার মাঠ পৌঁছানোর রোডম্যাপ প্রকাশ করলো প্রশাসন। **কলকাতা থেকে আগত চার চাকার যানবাহন ইলামবাজার দিয়ে ঢুকে সুরুল**- কালিসায়র হয়ে বাঁদিকে বিনয়ভবন মাঠে গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন। সেখান থেকে টোটো করে সাঁতার পুকুর পর্যন্ত আসা যাবে। সেখান থেকে পায়ে হাঁটাপথে পূর্ব পল্লীর মেলার মাঠ। বর্ধমান থেকে আগত যানবাহন ভেদিয়া হয়ে বোলপুর শিবতলা দিয়ে কাশিপুর বাইপাসে উঠে বাঁদিকে রবীন্দ্রবীথি বাইপাসে আসতে হবে। সেখানে জাম্বুনি তিনমাথা মোড়ে ডানদিকে ঘুরে জেলাপরিষদের সার্কাস ময়দানে গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ট্যুরিষ্ট লজ মোড় হয়ে সোজা মেলার মাঠ যাওয়া যাবে। **ট্রেন পথে যারা বোলপুর আসবেনঃ** বোলপুর ষ্টেশন থেকে টোটো করে জনতা ফার্মেসি পর্যন্ত এসে মিশন কম্পাউণ্ডের ভিতর দিয়ে এসে লালপুলে উঠতে হবে। সেখান থেকে লাহা মোটর ট্রেনিং স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে সুরশ্রী পল্লীর দিকে যেতে হবে। সুরশ্রী পল্লী থেকে মেলার মাঠে যাওয়া যাবে। সেখান থেকে খালি টোটো বা গাড়ি রণি লেদার পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে ঘুরে চিত্রার মোড় হয়ে রেল স্টেশন যাওয়া যাবে। যারা সুরশ্রী মাঠে গাড়ি পার্কিং করবেন, তাদের ফিরতে হবে ফায়ার ব্রিগেড অতিক্রম করে বকুল তলা হয়ে। **রেল স্টেশন এলাকা থেকে বাইক বা গাড়ি ঃ** চিত্রার মোড়ে এসে স্টেট ব্যাঙ্কের পাশের রাস্তা দিয়ে ডাকবাংলো মাঠে গাড়ি পার্কিং করতে হবে। সেখান থেকে প্রধান ফটক পেরিয়ে মেলার মাঠে যাওয়া যাবে। **নানুর ও লাভপুর থেকে আগত যানবাহন** - লালপুল ব্রীজ অতিক্রম করে ডানদিকে সুরশ্রী পল্লীর ভিতর দিয়ে দূরদর্শন পার্কে পার্কিং করবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মেলার মাঠে যাওয়া যাবে। **জাম্বুনি বাস স্ট্যাণ্ড থেকে আগত ঃ** ভুবনডাঙার ভিতর দিয়ে গুঞ্জন গ্রাম উদ্যোগ মোড় থেকে হেঁটে মেলা যেতে হবে। টোটো বা গাড়িকে ফের ভুবনডাঙা হয়ে জাম্বুনি বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে। **সাঁইথিয়া আহমদপুর থেকে আগতঃ** টেকনোইণ্ডিয়া মোড় থেকে প্রান্তিক রেলগেট ক্রশ করে শ্যামবাটি ক্যানেল পাড়ে এসে বাঁদিকে ঘুরে শ্যামবাটি বাজারে উঠতে হবে। তারপর ডানদিকে ঘুরে লালবাঁধ পার্কিংয়ে গাড়ি রাখতে হবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মেলার মাঠ যেতে হবে। **সিউড়ি থেকে আগত গাড়ি ঃ** সুরুল মোড় হয়ে কালিসায়র হয়ে বিনয় ভবন মাঠে গাড়ি পার্কিং করতে হবে। সেখান থেকে টোটো করে সাঁতার পুকুর এসে পায়ে হেঁটে মেলার মাঠে যাওয়া যাবে। **সোনাঝুরি ও প্রান্তিক থেকে আগত টোটোঃ** রতন পল্লীর ভিতর পর্যন্ত আসতে পারবে। সেই টোটো একই দিকে ফিরে যাবে বা শ্যামবাটি বাজার হয়ে লালবাঁধ রাস্তা ধরে শিক্ষা ভবন মোড়ে যাওয়া যাবে। নতুনহাট, লাভপুর, সাঁইথিয়া ও নানুর থেকে আগত রুট ও ট্যুরিষ্ট বাস লালপুল ব্রীজ অতিক্রম করে চিত্রামোড় থেকে বাঁদিক ঘুরে চৌরাস্তায় উঠতে হবে। তারপর ডানদিকে জাম্বুনি বাসস্ট্যাণ্ড অতিক্রম করে কালিসায়র মোড় থেকে ডানদিকে ট্যুরিষ্ট বাসগুলো বিনয় ভবন মাঠে পার্কিং করবে। সেখান থেকে টোটোতে সাঁতার পুকুর এসে পায়ে হেঁটে মেলার মাঠে যাওয়া যাবে। রুটের বাস কালিসায়র থেকে সুরুলের দিকে এগিয়ে যাবে। অরশ্রী মার্কেট থেকে আগত বাইক আরোহী ভুবনডাঙা পুকুরের কাছে গাড়ি পার্কিং করে মেলার মাঠে যাওয়া যাবে। কোনো যাত্রী বাহী ছোট গাড়ি চিত্রা মোড় থেকে লজ মোড়ের দিকে ছাড়া হবে না। মেলা ব্যাতিত অন্য যাত্রী যারা বাইকে আসবেন, তারা লজ মোড়ের দিকে যেতে পারবেন। সব দিক থেকে আগত সমস্ত বাস পার্কিংয়ের জন্য একমাত্র স্থান বিনয়ভবন পার্কিং।

ছানা, কাজু, আর নলেন গুড় দিয়ে কেক তৈরি করে চমক দিতে চাইছে পুরাতন মালদার একটি বেকারি সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ছানা, কাজু, আর নলেন গুড় দিয়ে কেক তৈরি করে চমক দিতে চাইছে পুরাতন মালদার একটি বেকারি সংস্থা। সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ্ধতিতে পুরাতন মালদার একটি বেকারিতে শুরু হয়েছে বড়দিন উপলক্ষ্যে কেক তৈরির কাজ। রাতদিন এক করেই চলছে কেক তৈরির প্রস্তুতি। তবে এবার অভিনব পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নিরামিষ কেক তৈরি করে সাধারণ মানুষকে চমক দিতে চাইছে পুরাতন মালদার ওই বেকারি সংস্থার কর্মকর্তারা। একদিকে যেমন ছানা, কাজু, কিসমিস দিয়ে কেক তৈরি করা হচ্ছে। অপরদিকে নলেন গুড় দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে কেক। যা বড়দিনের উৎসবে মানুষের মুখরোচক খাবার হয়ে উঠবে বলেও দাবি ওই বেকারি কর্তৃপক্ষের। সোমবার বিশ্বজুড়ে পালিত হবে বড়দিন উৎসব। মূলতঃ যীশুখ্রীষ্টের এই জন্মদিন উপলক্ষ্যেই কেকের সম্ভার নিয়ে হাজির হন বিভিন্ন দোকানিরা। তার আগেই পুরাতন মালদার পাপন সরকারের বেকারিতে জোরকদমে চলছে কেক তৈরির কাজ। রাতদিন এক করে এই বেকারিতে বর্তমানে ২০ থেকে ২৫ জন কর্মচারী কেক তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। পুরাতন মালদার ওই বেকারির কর্ণধার পাপন সরকার জানিয়েছেন, ২৪ ডিসেম্বর রবিবার থেকে হাতে তৈরি গরম কেক পুরাতন মালদার বাজারে চলে আসবে। যার মধ্যে এবারে উল্লেখযোগ্য হিসাবে রয়েছে ছানা, কাজু এবং নলেন গুড় দিয়ে তৈরি কেক। যা এবারের বড়দিনের সম্পূর্ণ স্পেশাল কেক হিসাবে মালদার বাজারে বিক্রি হবে। নূন্যতম ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫০ টাকা দামের মধ্যেই রয়েছে এই কেকগুলি। বেকারি কর্মকর্তাদের আশা, এবারের শীতের আমেজ থাকলেও বড়দিনের কেক বিক্রিতে দারুন সারা পড়বে। ফলে লাভের মাত্রাটাও গতবারের থেকে এবছর অনেকটাই বেশি হবে বলেও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বেকারি সংস্থার কর্মকর্তারা।

মানুষের মূল্যবান কাগজপত্র পুড়িয়ে দিচ্ছে জীবন্তি পোস্ট অফিস, আগুনে পোড়া কাগজ দেখে চাঞ্চল্য

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ পোস্ট অফিসে সাধারণ মানুষের মূল্যবান কাগজ পু।ড়িয়ে দেওয়ায় অভিযোগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল কান্দির জীবন্তি পোস্ট অফিসে। পোস্ট অফিস অর্থাৎ ডাকঘর হল সেই এলাকার সাধারণ মানুষের চিঠি থেকে শুরু করে যে কোনো দরকারী কাগজপত্র আদান প্রধানের একমাত্র প্রাণ কেন্দ্র পোস্ট অফিস। কিন্তু এ কী অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র গুলো বাড়িতে পৌঁছে না দিয়ে সেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! হ্যাঁ এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠলো জীবন্তি পোষ্ট অফিসের বিরুদ্ধে। এলাকার মানুষের অভিযোগ সকালে জীবন্তি বাজার যাওয়ার পথে পোস্ট অফিসের সামনে দেখা যায় অনেকগুলো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগুনে পোড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে কিন্তু কিছু কাগজপত্র যেমন ব্যাঙ্কের, কোম্পানীর কাজের আই কার্ড, আধার কার্ডের নথি সহ একাধিক নথি আগুনে সম্পূর্ণ পোড়ানো যায়নি সেগুলো শনিবার সকালে বুঝতে পারা যাচ্ছিল, এর পরই চাঞ্চল্য ছড়ায় জীবন্তিতে। নিজের নথিপত্র যাচাই করতে ভিড় জমে পোষ্ট অফিসের সামনে। অনেকের অভিযোগ এক বছর ৬ মাস আধার কার্ড, প্যান কার্ড পোস্ট অফিসে এসেছে কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারকে বার বার বলেও পাওয়া যায়নি। যদিও এ বিষয়ে পোস্ট মাস্টার বাপি সোম গুরুত্বপূর্ণ নথি পোড়ানোর কথা অস্বীকার করে জানান যেগুলো পোড়ানো হয়েছে ওগুলো খাম ছিল। প্রয়োজনীয় নথি কিছু ছিল না তবে ক্যামারায় যে সব বন্দি হয়ে গেছে তার আগেই। তাবের করে দেখাতেই হতভম্ব খেয়ে জান ডাক মাষ্টার। তাছাড়া দীর্ঘদিনের পোস্ট অফিসের বেহাল দশা সংস্কার করার অভাবে খুলে খুলে পড়ছে ইঁট- পাথর, পোস্ট অফিসের সামান্য জায়গা তাতে দোকনের দ্রব্যসামগ্রী ভরে দখল করে নিয়েছে পাশের দোকানদার । ডাকঘরের মধ্যে দোকানদার মাল রেখে জোর করে দখল করেছে তা স্বীকার করে বলেন ওদের ভাড়ার জায়গা। অনেক বার বলা সত্ত্বেও মাল রেখে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো ভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও কীভাবে পোষ্ট অফিসের ঘর দখল করতে পারে ..... জীবন্তি পোস্ট নিয়ে উঠে এলো একধিক অভিযোগ।

যাত্রীদের সুবিধাজনকভাবে ভ্রমণের টিকিট প্রদানের ব্যবস্থা করেছে উত্তর পূর্ব রেল

গোরক্ষপুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন যাত্রীদের সুবিধাজনকভাবে ভ্রমণের টিকিট প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। যাত্রীদের অসংরক্ষিত ভ্রমণের টিকিট প্রদানের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলের লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগর বিভাগের ৩০৮ টি স্টেশনে অসংরক্ষিত টিকিট সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে এবং ২৪ টি স্টেশনে মোট ৭৫ জন সরকারি টিকিট বুকিং সেবক পাওয়া যায়। একইভাবে, ২৬১ টি স্টেশনে ২৯৭ টি স্টেশন বুকিং এজেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসংরক্ষিত টিকিট প্রদানের জন্য, ৭৪ টি স্টেশনে ১০৭টি স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) ইনস্টল করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব রেলের ৩৫ টি কেন্দ্রে যাত্রী টিকিট সুবিধা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গোরক্ষপুর, মাইরওয়া, গাজিপুর, সিওয়ান, ছাপরা, আজমগড়, গোপালগঞ্জ, জ্ঞানপুর, বারাণসী, বালিয়া, প্রয়াগরাজ শহরে এই যাত্রী টিকিট সুবিধার কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে। অসংরক্ষিত ভ্রমণ টিকিট মোবাইল থেকে ইউটিএস-এ স্থানান্তর করা যেতে পারে। অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং সহজ হয়ে গেল। এখন স্টেশনগুলিতে কিউআর ইনস্টল করা হয়েছে। কোডটি স্ক্যান করে যাত্রীরা সহজেই টিকিট বুক করতে পারবেন। উত্তর পূর্ব রেলের ১৪৬ টি স্টেশনে কিউ. আর. কোড সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের সংরক্ষিত টিকিটের সুবিধা প্রদানের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগে অবস্থিত ১৯৭টি কেন্দ্রে কম্পিউটারাইজড যাত্রী সংরক্ষণের টিকিটের সুবিধা উপলব্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১২ টি কেন্দ্রে স্বাধীন কম্পিউটারাইজড যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (পিআরএস) রয়েছে। এবং ৮৫ টি কেন্দ্রে ইউটিএস। কো পি.আর.এস. এর মাধ্যমে সংরক্ষিত ভ্রমণ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের কাজও বড় পরিসরে করা হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ৩৩ টি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ভাঙ্গন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ৩৩ টি পরিবারের। শনিবার বিকেলে মালদহের বামনগোলা ব্লকের পাকুয়া বিএড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূলের ব্লক স্তরের কর্মী সম্মেলন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, বিধায়ক সমর মুখার্জি, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ পূর্ণিমা দাস বারই, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিত মন্ডল ও জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশীষ কুন্ডু, বামনগোলা ব্লক সভাপতি অশোক সরকার আই এনটিটিইউসির সভাপতি শুভদীপ সান্যাল সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃত্বরা। এদিনের যোগদান বিষয়ে আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, জেলা জুড়ে প্রচুর পরিমাণে দরখাস্ত জমা পড়েছে তৃণমূল দলে আসার জন্য। আজকে বামনগোলা ব্লকের দুটো পঞ্চায়েত থেকে সিপিআইএম এবং বিজেপি ও বিভিন্ন দল ছেড়ে ৩৩ টি পরিবার তৃণমূল দলে যোগদান করল। এই যোগদানের ধারা শুরু হয়ে গেছে জেলা জুড়ে, আমরা ধাপে ধাপে বাছাই করে যোগদান পর্ব করাচ্ছি। যদিও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী বলরাম পোদ্দার বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বিজিপি করতাম, আজকে ব্লক স্তরের কর্মী সম্মেলনে এসে তৃণমূলে যোগদান করলাম। কারণ একটাই রাজ্যের ক্ষমতায় আছে শাসকদল যার কারণে সমস্ত রকম উন্নয়নের কাজকর্ম রাজ্য সরকারের হাত ধরেই হয়। যার ফলে তৃণমূলের উন্নয়ন দেখে আমি যোগদান করলাম।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৭

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে একের পর এক চুরির ঘটনায় পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। শেষমেশ শুক্রবার রাতে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার হয় সাত দুস্কৃতী। এই ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে চুরিতে ব্যবহৃত টোটো ও বেশ কিছু চুরির সামগ্রীও। অভিযুক্তদের আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে একাধিক চুরির তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৭ জন দুস্কৃতিকে পাতিহাল রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গ্রেফতার করে। অভিযানের সময় কয়েকজন পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বড়দিনের জমজমাট বাজার

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আর মাঝে একটি দিন তারপরেই রয়েছে ক্রিসমাস, বড়দিন। বড়দিন মানে কেক খাওয়া। আগামী সোমবার এ বছর ক্রিসমাস বড়দিন। প্রতিবছর কেকের সম্ভার নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি প্রতি বছরের মত এই বছরেও শিলিগুড়িতে বিভিন্ন দোকান বাজারে দেখা যাচ্ছে কেকের সম্ভার। কম দামি থেকে বেশি দামি সব রকম কেক রয়েছে। সাধারণত এই সময় কেকের চাহিদা অন্যান্য সময় তুলনায় অনেকটা বেশি থাকে। ৮ থেকে ৮০ সকলের পছন্দ কেক, বড়দিনের সেই পছন্দ যেন আরো বেড়ে যায়। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন দোকানগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কেক কিনবার জন্য ক্রেতাদের আনাগোনা। ব্যবসায়ীদের মুখে ও হাসি ফুটেছে। সাধারণত অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সময় বেকারিতে অনেক বেশি পরিমাণে কাজ হয় প্রচুর কেক তৈরি করা হয় বড়দিন উপলক্ষ্যে। শিলিগুড়িতে একাধিক বেকারই রয়েছে যার মধ্যে আর্য বেকারী, বেলা বেকারি, পাল বেকারি সহ আরো বেশ কয়েকটি বেকারই প্রথম সাড়ির মধ্যে পড়ে। এই বেকারির তৈরি কেক শুধু শহরে নয় পাহাড়েও যায় বড়দিনের সময়। মোটের উপর বড়দিন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে জমে উঠেছে কেকের বাজার।

২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু কোচবিহার জেলা বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৫ ডিসেম্বর

থেকে শুরু হতে চলেছে কোচবিহার জেলা বইমেলা। কোচবিহার এবিএন শীল কলেজের মাঠে ইতিমধ্যেই চলছে বইমেলা প্রস্তুতি। এবার কোচবিহার জেলা বইমেলায় একশো দশটি স্টল থাকছে। কলকাতা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশনীরা কোচবিহার বইমেলায় বই নিয়ে আসছে। গত বছর কোচবিহার জেলা বইমেলায় দিনহাটায় অনুষ্ঠিত হলেও এবার সেই বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোচবিহার শহরে অবস্থিত এবিএন শীল কলেজের মাঠে। প্রথমবার কলেজের মাঠে এই বইমেলার আয়োজন করাতে কোচবিহারের এই বইমেলা যেন একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

লরির ধাক্কায় ব্রিজের নীচে টোটো, মৃত ১, জখম ৫

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুরে লরির ধাক্কায় ব্রিজ থেকে নীচে প।ল যাত্রীবোঝাই টোটো। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও পাঁচজন। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার ইটাহার থানার কালোমাটিয়া এলাকার জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম রবিলাল মুর্মু (১৮)। বাড়ি হরিরামপুর থানার বাগবাড়ি জিয়াপাড়া গ্রামে। জখমদের উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাঁদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। এরমধ্যে দু'জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। মৃতের আত্মীয় সুদাম মুর্মু জানান, ইটাহারে অনুষ্ঠান সেরে টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন। সেই সময় একটি লরি পেছন থেকে টোটোটিতে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি ব্রিজ থেকে নীচে পড়ে যায়। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার । শনিবার সিতাই থানার পুলিশ ৫৩৮ সিঙ্গিমারি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে আইসি প্রবীণ প্রধানের নেতৃত্বে এসআই অমর বর্ধন সহ পুলিশকর্মীরা ওই গ্রামের একটি বাড়িতে হানা দেন। বাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় বাড়িটির মালিককে।

গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির বাসিন্দাদের স্থানান্তরণের প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর জঙ্গলে স্থিত কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া ও কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়াবস্তি বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো। ইতিমধ্যেই এই দুটি বনবস্তির বাসিন্দাদের একাউন্টে পুর্নবাসনের টাকা প্রবেশ করতে শুরু করেছে। শনিবার কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া বনবস্তিতে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। এদিন তিনি বনবস্তি বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে সভা করেন। প্রকাশ চিকবড়াইক জানান এই দুটি বনবস্তির চারপাশে নদী, বর্ষার সময় এদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেত। এদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এবং তার জন্য আর্থিক প্যাকেজও দেওয়া হচ্ছে।

গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহের নবরূপ দান শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ ডিসেম্বর ঃ একবছর ধরে বন্ধ ছিল গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ। সেখানে হতো না কোনো অনুষ্ঠান। সাংসদ তথা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সময় নির্মিত গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহের ভগ্নদশা থেকে এক নবরূপ দান করলো বর্তমান বোলপুর শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ। জানা গেছে, প্রেক্ষাগৃহের ভিতরের ছাদ, দর্শকের বসার আসন, বৈদ্যুতিক আলো এবং শীততপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পর্ষদ সেটাকে সারিয়ে ঢেলে সাজিয়ে নব কলেবর দান করলো। শনিবার সকাল ন'টায় বোলপুরের এই ঐতিহ্যবাহী গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহের নবরূপের উদঘাটন করলেন মন্ত্রী তথা বোলপুর শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান চন্দ্রনাথ সিনহা। পর্ষদ চেয়ারম্যান জানান, অনেক কিছু খারাপ হয়ে গেছিল। বছর খানেক বন্ধ ছিল। এলাকার মানুষের দাবি ছিল এই ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাগৃহের অতীত গরিমা ফিরিয়ে আনা। ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে নবরূপে ঢেলে সাজানো হয়েছে। দীর্ঘ একবছর বাদে গীতাঞ্জলির পুনরুজ্জীবন ঘটায় এলাকার মানুষ খুব খুশি।

রিলায়েন্স নিপ্পন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেট অফিস সেক্টরে মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ পুরস্কার ২০২৩ জিতেছে

২৩ ডিসেম্বর ঃ রিলায়েন্স নিপ্পন লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগত জীবন বীমাকারী, ন্যাশনাল এনার্জি কনজারভেশন অ্যাওয়ার্ডস (NECA) ২০২৩-এ ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (ভারত সরকার, বিদ্যুৎ মন্ত্রক) দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি কোম্পানির প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ আসে। জলবায়ু-বান্ধব ক্রিয়াকলাপকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেকসই ব্যবসায়িক বৃদ্ধি চালনার দিকে। শ্রী আশিস

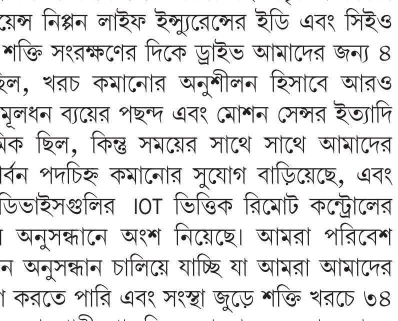

ভোহরা, ইডি, এবং সিইও শ্রী আর. কে. সিং, বিদ্যুৎ এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্যাবিনেট মন্ত্রী। এই স্বীকৃতি পরিবেশগতভাবে সচেতন প্রযুক্তিতে কোম্পানির বিনিয়োগকে হাইলাইট করে যা সম্পদের ব্যবহার এবং শক্তির দক্ষতাকে অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করে। কোম্পানির অপারেশনের স্কেল এটিকে বৃহৎ পরিসরে সুবিধার জন্য এই সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাতে এবং এর নতুন লাইনের পণ্যগুলির মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে অপারেটিং দক্ষতা প্রদান করতে দেয়। এই স্বীকৃতির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, রিলায়েন্স নিপ্পন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ইডি এবং সিইও আশিস ভোহরা বলেছেন, শক্তি সংরক্ষণের দিকে ড্রাইভ আমাদের জন্য ৪ বছর আগে শুরু হয়েছিল, খরচ কমানোর অনুশীলন হিসাবে আরও বেশি। যদিও শক্তি সাশ্রয়ী মূলধন ব্যয়ের পছন্দ এবং মোশন সেন্সর ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের প্রশাসক দল আমাদের কার্বন পদচিহ্ন কমানোর সুযোগ বাড়িয়েছে, এবং আরও দল শাখাগুলিতে ডিভাইসগুলির IOT ভিত্তিক রিমোট কন্ট্রোলের মতো নতুন সমাধানগুলি অনুসন্ধানে অংশ নিয়েছে। আমরা পরিবেশ সচেতনতার আরও সমাধান অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি যা আমরা আমাদের ৭০০ শাখায় স্কেলে প্রয়োগ করতে পারি এবং সংস্থা জুড়ে শক্তি খরচে ৩৪ সঞ্চয় যোগ করতে পারি। কোম্পানী প্রাকৃতিক আলো এবং বায়ুচলাচল ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে এবং পরিবেশ বান্ধব ক্রিয়াকলাপ নির্মাণের জন্য স্মার্ট কুলিং এবং আলো সমাধান প্রয়োগ করেছে। আমরা শক্তি দক্ষতা এবং সংরক্ষণের প্রতি আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বীকার করার জন্য শক্তিদক্ষতা ব্যুরোকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্থায়িত্বের সাধনায় অবিচল রয়েছি কারণ আমরা বীমা শিল্পে টেকসই কার্যক্রমের জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছি,যোগ করেছেন আশিস ভোহরা।

৮৫তম সিনিয়র ন্যাশনাল ও ইন্টার-স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩-এ স্বর্ণপদক জিতেছেন

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলে মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত হরিয়ানার পঞ্চকুলায় অনুষ্ঠিত ৮৫ তম সিনিয়র ন্যাশনাল এবং ইন্টার-স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩-এ স্বর্ণপদক জিতেছেন। রেলওয়ে স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের (আরএসপিবি) প্রতিনিধিত্বকারী মিসেস পয়মন্তী বৈশ্য মহিলা একক বিভাগে জিতেছেন। মিসেস পয়মন্তী বৈশ্য মেট্রো রেলওয়ের একজন কর্মী। ফাইনালে, পয়মন্তী বৈশ্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) আয়িকা মুখার্জিকে ১০-১২,১১-৭,১১-৬,১১-৯,৮-১১,১১-৪-এ পরাজিত করেছেন। সুতীর্থ মুখোপাধ্যায়ের সাথে জুটি বেঁধে এখানে মহিলাদের ডাবলসের ফাইনাল জিতেছে। তারা, রেলওয়ে স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের (আরএসপিবি) প্রতিনিধিত্ব করে, পশ্চিমবঙ্গের কৌশানি নাথ এবং প্রপ্তি সেনকে ১২-১০, ১১-৫,১১-১৩, ৯-১১,১১-৯-এ পরাজিত করেছে। বিভিন্ন রাজ্য এবং ক্রীড়া প্রচার বোর্ডের খেলোয়াড়রা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল। এই ইভেন্টে মোট ৩৫০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে এই মহান কৃতিত্বের জন্য পয়মন্তী বৈশ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ গজলডোবার ঝুলন্ত সেতু, নিরাশ পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হল গজলডোবার ঝুলন্ত সেতু। নতুন সেতু দেখতে এসে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড দেখেই ফিরে যেতে হচ্ছে পর্যটকদের। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিডনি হারবার ব্রিজের আদলে তৈরি গজলডোবার এই ঝুলন্ত সেতুর উদ্বোধন করেন। তবে উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই সেতুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিরাশ পর্যটকরা। গজলডোবা উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় জানিয়েছেন, সেতুতে এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। তাই পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেতুটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে নতুন বছরের শুরুর আগেই সেতুটি খুলে দেওয়া হবে।

ছোটদের বড় জয়

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নিজেদের ঘরের মাঠে ওড়িশার মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। নির্ধারিত সময়ের শেষে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল দুই দলকে। তবে ওড়িশা এফসি দেশের এই প্রথম ডিভিশন লিগে অন্যতম হেভিওয়েট দল হলেও গতকাল তাদের একেবারে নাস্তানাবুদ করার মতো অবস্থা তৈরি করে লাল-হলুদ। তাদের রক্ষণভাগে উঠে আসা আক্রমণ সামাল দিতে গিয়ে কার্যত ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি পরিস্থিতি দেখা দেয়। যা সামাল দিতে গিয়ে একে একে প্রায় তিনবার পেনাল্টি পাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হলেও তা দিতে রাজি হননি ম্যাচ রেফারি। যা নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল কলকাতা ময়দান। তার বদলাই আজ নিয়ে নিল ছোটরা। তবে এবার সেটা আইএসএল কিংবা ওড়িশা এফসি নয়। এবার অনূর্ধ্ব ১৭ যুবলীগের ম্যাচে। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী আজ বারাকপুরে স্পোর্টস ওড়িশার মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। নির্ধারিত সময়ের শেষে ৬-০ গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচ জিতে নেয় কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। আজ লাল-হলুদ জার্সিতে গোল পান যথাক্রমে সুজয়, দেবজিৎ, দীপু ও সুমিত। যা দেখে খুশি আপামর লাল-হলুদ জনতা। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেই এই ফুটবল লিগের ম্যাচে মোহনবাগানের ঘরের মাঠে মোহনবাগান দলকে বিরাট বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। যা নিয়ে প্রবল উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সকলের মধ্যে। সেই ধারা বজায় রেখেই আজ ফের জয়লাভ। যা এবারের পয়েন্ট টেবিলে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে কলকাতা ময়দানের এই প্রধানকে। যার দরুণ টানা দুই ডার্বি জয় করার পর এবার ও যথেষ্ট চনমনে থাকল মশাল ব্রিগেড। গতকাল ওড়িশা এফসির বিপক্ষে ড্র কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না আপামর লাল-হলুদ জনতা। তবে তার মাঝে আজ ওড়িশার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে কিছুটা হলেও খুশি সমর্থকরা। তবে এটা স্পোর্টস ওড়িশা। তাতেও ওড়িশা বধের আমেজ পেয়েছেন সমর্থকরা।

অবিচারের শিকার

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে ঋষভ পন্থ। তিনি কবে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নামবেন? কারও কাছে সঠিক জবাব নেই। এদিকে কোনা শ্রীকর ভারত ও ঈশান কিষাণকে গত ১২ মাসে একাধিকবার সুযোগ দেওয়া হলেও, বিশেষ সাফল্য মেলেনি। ফলে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে দাঁড়াবেন কেএল রাহুল। গত এক বছর সীমিত ওভারের সিরিজে নিয়মিতভাবে কিপিং করছেন। তবে এই প্রথমবার তাঁকে লাল বলের ক্রিকেটে কিপিং করতে দেখা যাবে। যদিও হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার এই সিদ্ধান্ত একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না গৌতম গম্ভীর। তাঁর দাবি, কেএল রাহুলের প্রতি অবিচার হচ্ছে! গম্ভীর বলেছেন, আমি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের কথা বলব না। একইসঙ্গে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ নিয়েও আলোচনা করা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে বাউন্স রয়েছে। সেখানে কিপিং করার চ্যালেঞ্জ এক রকম। আবার ঘরের মাঠে স্পিন সহায়ক পিচে কিপিং করা অন্য রকম চ্যালেঞ্জের। কেএল রাহুলকে ঘরের মাঠে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেলের বিরুদ্ধে কিপিং করতে হবে। সেটা আরও বেশি কঠিন। এখানেই শেষ নয়। এর পর ব্যাটেও রান করতে হবে। এটা ওর প্রতি অবিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈশান কিষাণ সরে গেলেন মানসিক অবসাদে

চোট পাওয়া ঋতুরাজের বদলে ভারতীয় দলে বাংলার অভিমন্যু

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর ঃ চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ঋতুরাজ গায়কোয়াড ছিটকে গিয়েছেন। কিন্তু কে হবেন তাঁর বিকল্প? এটা নিয়ে শুরু হয়েছিল চর্চা। নাম উঠে আসছিল রাহানে-পূজারার মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের। কিন্তু আগামীর দিকে লক্ষ্য রেখে তারুণ্যেই আস্থা রাখল টিম ম্যানেজমেন্ট। রাহানে-পূজারা নন, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ঋতুরাজের বদলি হিসাবে দরজা খুলল এক বাংলার ক্রিকেটারের। আঙুলে চোটের কারণে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে আঙুলে চোট পাওয়ায় বৃহস্পতিবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচে খেলতে পারেননি ঋতুরাজ। শনিবার বিসিসিআইয়ের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে বাদ পড়েছেন ঋতুরাজ। তাঁর বদলিও ঘোষণা করা হয়েছে। ঋতুরাজের বদলে জায়গা পেয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ঋতুরাজের চোট যেন শাপে বর হল বাংলার ক্রিকেটারের। গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে টেস্ট স্কোয়াডে ছিলেন ঈশ্বরণ। কিন্তু এখনও দেশের হয়ে সাদা জার্সিতে অভিষেক হয়নি। বাংলার হয়ে ৮৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ঈশ্বরণ ভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত নাম। ভারতীয় স্কোয়াডে ঢুকলেও টেস্টে তাঁর অভিষেক হয়নি। ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে খেলেন তিনি। ভারত এ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই রয়েছেন ঈশ্বরণ। ফলে দলে যোগ দিতে বিশেষ সমস্যা হবে না তাঁর। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঋতুরাজকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেশে ফিরে এনসিএতে যোগ দেবেন ভারতীয় এই ক্রিকেটার। পাশাপাশি চার দিনের ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন হর্ষল প্যাটেল। এই ম্যাচে ভারতীয় এ দলে যুক্ত হয়েছেন সরফরাজ খান, আবেশ খান, রজত পাতিদার, রিঙ্কু সিং। কুলদীপ যাদবকেও দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত কাজের চাপে মানসিক অবসাদের শিকার হন অনেক মানুষই। সেই তালিকায় ব্যতিক্রম নন খেলার মাঠের তারকারাও। কয়েক বছর ধরেই ক্রিকেট মহলে শোনা যাচ্ছে একটি নতুন রোগের কথা। যার নাম মানসিক অবসাদ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন ঈশান কিষাণও। যার জেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের উইকেটরক্ষক। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় টেস্ট দল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ঈশান কিষাণ। কিন্তু কী কারণে নাম প্রত্যাহার করেছেন সেটা প্রথমে অজানাই থাকে। জানা গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবেন না ইশান কিষাণ। মানসিক স্বাস্থ্য, আর সেই ইস্যুকে প্রাধান্য দিতেই এবার টেস্ট সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এই তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ক্রমাগত ভ্রমণ এবং খেলার পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ার জন্য ঈশান এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঈশান টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছেন এবং কিছু সময়ের জন্য ক্রিকেট থেকে বিরতি চান। সবাই এই বিষয়ে সম্মত হয়েছে। চলতি বছর ৩ জানুয়ারি থেকে ভারতের প্রত্যেকটি দলে ছিলেন ঈশান কিষাণ। কিন্তু কোনও সিরিজেই নিয়মিত ভাবে সুযোগ পাননি তিনি। কোথাও রোহিত শর্মা, কোথাও বা শুভমান গিল না খেললে তবেই প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তবে যতটা সুযোগ পেয়েছেন, কাজে লাগিয়েছেন। কেএল রাহুল দলে ফেরার পর তাঁর জায়গা পাওয়ার সুযোগ আরও কমে যায়। চলতি বছরে এশিয়া কাপ সহ একদিনের বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকলেও তিনি একাদশে সেইভাবে সুযোগ পাননি। অন্যদিকে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিতেশ শর্মাকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো। তাই মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছেন ঈশান। অন্যদিকে ফ্যামিলি ইমার্জেন্সির কারণেই দেশে ফিরে আসতে হয়েছে বিরাটকে। ফলে টেস্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন না কোহলি। কী কারণে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে কোহলিকে তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র ক্রিকবাজকে জানিয়েছেন, প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার আগেই জোহানেসবার্গে ফিরে আসবেন কোহলি।

চোটগ্রস্থ হার্দিককে নিয়ে সঙ্কটে মুম্বই

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বিতর্কের রেশ এখনও কাটেনি। বা বলা যেতে পারে বিতর্ক যেন মিটতেই চাইছে না। পরিস্থিতি যখন এমন, ঠিক তখনই আশঙ্কার এক নতুন মুখ খুলে গেল। রোহিত শর্মাকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সি থেকে কেন ছাঁটাই করা হল, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। রোহিত নাকি ট্রেডিংয়ে মুম্বই ছাড়তে পারেন, এই গুঞ্জন রোজ একটু একটু করে বাড়ছে। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে বেশ এলোমেলো করা এক খবরে নতুন করে ধাক্কা খেতে পারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যে হার্দিক পান্ডিয়াকে ভবিষ্যতের মুখ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে অম্বানি পরিবার, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তো? ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। এখনও রিহ্যাবে রয়েছেন। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে প্রোটিয়া কোনও সিরিজেই খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। বলা হচ্ছিল আইপিএল থেকেই নাকি পূর্ণ ছন্দে দেখা যাবে হার্দিককে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে খেলবেন ভারতীয় জার্সিতে। কিন্তু আশঙ্কার নতুন খবর বলছে, আফগানদের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ তো বটেই, হয়তো আইপিএলের শুরুর দিকে হার্দিককে নাও খেলতে দেখা যেতে পারে! নতুন বছরের ১১-১৭ জানুয়ারি ভারত-আফগানিস্তানের ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে। খবর বলছে, তার মধ্যে হার্দিক পান্ডিয়া গোড়ালির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠবে না। ফলে ঘরের মাঠে হতে চলা আফগান সিরিজে ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার সার্ভিস পাবে না টিম ইন্ডিয়া। শুধু তাই নয়, আগামী আইপিএলের শুরুর দিকে হয়তো মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে খেলতে নাও দেখা যেতে পারে হার্দিক পান্ডিয়াকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, হার্দিক পান্ডিয়া ক্রিকেটে কবে ফিরবেন তা নিয়ে কোনও আপডেট নেই। এমনকি তিনি আইপিএলের জন্যও উপলব্ধ থাকবেন কিনা, সে বিষয় নিয়েও একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়া যতদিন না ক্রিকেটে ফিরছেন টিম ইন্ডিয়া পাশাপাশি মুম্বই শিবিরও বেশ চাপে থাকবে। হার্দিকের অনুপস্থিতিতে দেশের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবং প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু প্রোটিয়া সফরে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ফলে নতুন বছরে দেশের মাটিতে আফগানদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে কে নেতৃত্ব দেবেন, এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেট মহলে। উল্লেখ্য, এবার নিলামের ঠিক আগেই মুম্বই জানিয়ে দেয়, আগামী মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক। পাঁচ বারের ট্রফিজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রোহিতের নেতৃত্বে ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০ সালে আইপিএল জিতেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যদিও এবার রোহিত দলে থাকবেন শুধুই ক্রিকেটার হিসাবে। কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না দলের সমর্থকদের একাংশ। রোহিতের অধীনেই আইপিএল কেরিয়ার শুরু হয়েছিল হার্দিকের।২০১৫ সালে মুম্বইয়েই উত্থান হয়েছিল তাঁর। সেখান থেকেই জাতীয় দলে সুযোগ। যদিও শেষ দুই মরসুম মুম্বইয়ের হয়ে খেলেননি তিনি। চলে গিয়েছিলেন গুজরাত টাইটান্সে। সেই দলের অধিনায়ক হিসাবে ২০২২ সালে আইপিএল জিতেছেন হার্দিক।

বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রিঙ্কু সিং

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর ঃ রিঙ্কু সিং নামটা বললেই আপাতত সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সেই পাঁচ ছক্কা। গত আইপিএলে যশের কিনারা থেকে পাঁচ ছক্কা মেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জিতিয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। এখন আর তিনি শুধু আইপিএলের প্লেয়ার নন। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ক্রমশ নিয়মিত হয়ে উঠছেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই প্রথম বার ওয়ান ডে স্কোয়াডেও জায়গা পেয়েছিলেন। খুব ভালো পারফরম্যান্স না হলেও অতিসাধারণও নয়। ব্যাটিংয়ে কিছুটা অবদান রেখেছেন। তেমনই এক ওভার বল করে উইকেটও নিয়েছেন। রিঙ্কুকে কি তিন ফরম্যাটের ভাবনায়ই রাখছে ভারতীয় বোর্ড? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের একঝাঁক ক্রিকেটার রয়েছেন। টি-টোয়েন্টি, ওডিআই সিরিজ শেষে এ বার দুম্যাচের টেস্ট সিরিজ। পাশাপাশি টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিতে এ দলের সিরিজও চলছে। টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডের অনেককেই দেশে পাঠানো হয়েছে। ওয়ান ডে স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদেরও। হাতে গোনা কয়েকজনকে রেখে দেওয়া হল। ভারত এ দলের হয়ে একটি চার দিনের ম্যাচ রয়েছে। সেই স্কোয়াডে যোগ করা হয়েছে অনেককেই। রিঙ্কুকে যোগ করাটা যেন তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বক্সিং ডে টেস্টের প্রস্তুতি সারছে ভারতের সিনিয়র দল। ২৬ ডিসেম্বর সেঞ্চুরিয়নে সিরিজের প্রথম টেস্ট। একই দিনে বেনোনিতে ভারত এ দলের চারদিনের একটি ম্যাচ শুরু হবে। সেই স্কোয়াডেই যোগ করা হয়েছে রিঙ্কু সিং সহ রজত পাতিদার, সাই সুদর্শন, সরফরাজ খানদের। আলাদা করে কেন রিঙ্কুর কথা বলা হচ্ছে? তাঁর খেলার ধরন। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ৪২ ম্যাচে ৩ হাজারের ওপর রান রিঙ্কুর। ৭টি সেঞ্চুরি ও ১৯টি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে। ব্যাটিং গড় প্রায় ৫৮। আরও পজিটিভ দিক তাঁর স্ট্রাইকরেট ৭১-এর বেশি। অর্থাৎ লাল বলের ক্রিকেট মানেই শুধু ডিফেন্সে বিশ্বাসী নন। প্রয়োজনে দ্রুতগতিতে রানও তুলতে পারেন। টেস্ট ক্রিকেটেও ভারতের সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন রিঙ্কু সিং।

শুটিং বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ মরশুমের প্রথম শুটিং টুর্নামেন্টে আয়োজিত হতে চলেছে মিশরের কায়রোতে। অনুষ্ঠিত হবে শুটিং বিশ্বকাপ। তবে সেই বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় শুটিং ফেডারেশন। তাদের তরফে কোনও দলকে পাঠানো হচ্ছে না এই শুটিং বিশ্বকাপে। একথা নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে শুক্রবারই। ২০২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে মিশরের কায়রোতে বসবে এই শুটিং বিশ্বকাপের আসর। সেখানেই লড়াই করতে দেখা যাবে না কোনও ভারতীয় শুটারকে। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ২০২৪ সালেই হতে চলেছে প্যারিস অলিম্পিক্স গেমস। এই গেমস নিঃসন্দেহে ভারতীয় শুটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই অলিম্পিকের বছরে যাতে অতিরিক্ত টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে ভারতীয় শুটাররা ক্লান্ত না হয়ে যান সেকথা মাথাতে রাখছে ভারতীয় শুটিং ফেডারেশন। আর তাই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ অলিম্পিক গেমসের পাশাপাশি থাকবে এই অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনকারী বিভিন্ন ইভেন্টও। সেখানেও লড়াই করতে হবে ভারতীয় শুটারদের। কারণ এখান থেকেই তারা জিততে পারবে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র। তবে এই সিদ্ধান্তে সমস্যা হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু এলিট শুটারের। কারণ তাদের আগে থেকেই সূচি পরিকল্পনা করা থাকে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাঘাত ঘটবে সেই সূচিতে। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সচিব সুলতান সিং জানিয়েছেন দলের কোচ, স্পোর্টস সায়েন্স কোচ সহ সকলের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কায়রোতে এই বিশ্বকাপ চলবে ২০২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাইফেল, পিস্তল এবং শটগান বিভাগে এই বিশ্বকাপে লড়াই হবে। সুলতান সিং জানিয়েছেন সমস্ত শুটারদের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার কথাকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন। শুটাররাও বিষয়টি জানেন। এই বছরটা বেশ ব্যস্ত সূচি রয়েছে। আর সেই ব্যস্ত সূচিতে যাতে শুটাররা নিজেরা ক্লান্ত না হয়ে পড়েন সেই দিকটা মাথাতে রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য এর আগে আগামী জানুয়ারি ৫-১৮ পর্যন্ত এশিয়া অলিম্পিক্স কোয়ালিফায়ার রাইফেল / পিস্তলে অংশ নেবে ভারত। যেখানে অংশ নেবে ভারতের এ দল। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাতে হবে এই টুর্নামেন্ট।

বিরাটকে আউট করার রহস্য ফাঁস করে দিলেন এবি

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ক্রিকেট মহলে বিরাট কোহলি-এবি ডি ভিলিয়ার্সের বন্ধুত্বের কাহিনী সকলেরই জানা। দেশের জার্সি ভিন্ন হলেও আরসিবির সৌজন্যেই কোহলি এবং ডি ভিলিয়ার্সের মধ্যে গড়ে দারুণ এক পার্টনারশিপ। তা মাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে আসে ব্যক্তিগত জীবনেও। ক্রমেই কোহলির সঙ্গে এবি-র গড়ে উঠে বিরাট বন্ধুত্ব। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের আগে সেই বন্ধুই বিরাট আউট করার পন্থা ফাঁস করলেন। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ফ্যামিলি ইমার্জেন্সির কারণেই দেশে ফিরে আসতে হয়েছে বিরাটকে। ফলে টেস্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন না কোহলি। কিন্তু কোহলির টেস্ট সিরিজ খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ফলে প্রোটিয়া বোলারদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকান বোলারদের বিরাটকে আউট করার উপায় বাতলে দিলেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেন, কোহলির মতো ব্যাটসম্যানকে আউট করতে হলে আলাদা পরিকল্পনা নিতেই হবে। এমন কিছু করতে হবে যা ওর ভাবনাচিন্তার বাইরে। কিন্তু কী সেই পরিকল্পনা? কোহলির অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বলেন, বিরাটকে দ্রুত আউট করার সহজ উপায় হল একনাগাড়ে চতুর্থ স্টাম্প বজায় রেখে বোলিং করে যাওয়া। অফ স্টাম্পের বাইরে কোহলির দুর্বলতা রয়েছে। সেটা বিশ্বের সব বোলার জানে। সেই দুর্বলতাকেই কাজে লাগিয়েই ওকে দ্রুত আউট করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সময় এবি টেনে এনেছেন শচিন তেন্ডুলকরের প্রসঙ্গও। তাঁর কথায়, শচিন টেস্ট কেরিয়ারে একাধিকবার লেগ বিফোর হয়েছে। ভিতরে আসা বল লাইন মিস করার জন্য ওকে লেগ বিফোর হতে হয়েছে। শুধু কোহলি নন, শচিনেরও অফ স্টাম্পের বাইরে যাওয়া বলে দুর্বলতা ছিল। সেটাই প্রতিপক্ষের বোলাররা কাজে লাগাতেন। কোহলির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। বিশ্বকাপের পর ছুটি পর্ব কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতীয় দলে ফিরেছিলেন বিরাট কোহলি। কয়েকদিন আগে প্রোটিয়াদের দেশে যান প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু টেস্ট শুরুর কয়েকদিন আগেই পারিবারিক কারণে আবারও দেশে ফিরলেন কিং কোহলি। সদ্য সমাপ্ত ওডিআই বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন কিং কোহলি। সেই ধারাই বজায় রাখতে চাইবেন টেস্ট ক্রিকেটেও। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিরিখে এই সিরিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রোটিয়াদের দেশে বিরাট ৭টি টেস্ট খেলেছেন। এর ১৪ ইনিংসে কোহলির রান ৭১৯।

পদক ফিরিয়ে দিলেন আরও এক পদ্মশ্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ ফেডারেশনের নির্বাচনের পর থেকেই ফের নতুন করে ভারতীয় কুস্তির বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। এই নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ব্রিজভূষণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিং। মোট ৪৭টির মধ্যে ৪০টি ভোটই পেয়েছেন সঞ্জয় সিং। সভাপতি পদে তিনি হারিয়েছেন কমনওয়েলথ গেমসের পদকজয়ী অনিতা শেওরানকে। এরপরই ফের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন সাক্ষী-মালিক বজরং পুনিয়ারা। ফল ঘোষণার পরই সাক্ষী মালিক কুস্তি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। শুক্রবার বড় পদক্ষেপ নেন বজরং পুনিয়া। ফিরিয়ে দিয়েছেন সরকারের দেওয়া পদ্মশ্রী খেতাব। এবার রাষ্ট্রীয় খেতাব ফেরালেন আরও এক কুস্তিগীর বীরেন্দ্র সিং। বধির কুস্তিতে বিশ্বমঞ্চে বহু খেতাব জিতেছেন বীরেন্দ্র। কিন্তু বজরং পুনিয়ার মত তিনিও পদ্মশ্রী ফেরাচ্ছেন। সমাজমাধ্যমে ভারতীয় এই কুস্তিগীর ঘোষণা করেন, আমি আমার বোন এবং দেশের কন্যাদের জন্যও পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দেব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি, আমি দেশের মেয়ে এবং আমার বোন সাক্ষী মালিককে নিয়ে গর্বিত তবে আমি দেশের শীর্ষ খেলোয়াড়দেরও অনুরোধ করব একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ২০১৭ সালে পদ্মশ্রী পান বীরেন্দ্র সিং। শুক্রবার সম্মান ফেরাতে বজরং নিজেই রওনা হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাড়ির দিকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত থাকায় তাঁর বাড়ির রাস্তাতেই পদ্মশ্রী রেখে এলেন বজরং। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, নারী কুস্তিগীরদের যখন যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় না, তখন আমিও এই সম্মানের যোগ্য নই। আমরা ৪০ দিন রাজপথে ছিলাম, কিন্তু সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। আমাদের লড়াই সরকারের বিরুদ্ধে নয়, একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আমি বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি কিন্তু, যা হচ্ছে তাতে আমি সিস্টেমে বিশ্বাস রাখতে পারছি না

ইন্টার মিয়ামিতে এবার যোগ দিচ্ছেন সুয়ারেজ

মিয়ামি, ২৩ ডিসেম্বর ঃ বার্সিলোনা, লিভারপুল, অ্যাথলেটিকো ও আয়াক্সের প্রাক্তন উরুগুয়েইন স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ ২০২৪ মরসুমে ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দিচ্ছেন। এমএলএস ক্লাব সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আগামী মাসে ৩৭ বছরে পা রাখতে যাওয়া সুয়ারেজ বার্সিলোনার হয়ে চারটি লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। এছাড়া আয়াক্স ও অ্যাথলেটিকোর হয়েও খেতাব জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রাক্তন বার্সিলোনা সতীর্থ লিওনেল মেসি, সার্জিও বাসকুয়েটস ও জর্ডি আলবার সাথে মিয়ামিতে আবারও দেখা হচ্ছে সুয়ারেজের। এ সম্পর্কে সুয়ারেজ বলেছেন, আমি সত্যিই দারুন খুশী। ইন্টার মিয়ামির নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে আছি। অপেক্ষা আর সইতে পারছি না। আশা করছি এই ক্লাবটির হয়ে আরও বেশী খেতাব জয়ের স্বপ্নে আমি প্রস্তুত। সবাই একসাথে মিলে ভাল কিছু মিয়ামিকে উপহার দিতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী। এই ক্লাবের অসাধারণ সমর্থকদের সম্পর্কে আমি শুনেছি। এই ক্লাবের জার্সি পরে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছি। একইসাথে পুরোনো বন্ধু ও সতীর্থদের সাথে আবারও দেখা হওয়ার সুযোগ হচ্ছে, কেরিয়ারের এই সময় এসে এর চেয়ে ভাল কিছু আর হতে পারে না। গত মরসুমে গ্রেমিওর হয়ে খেলা সুয়ারেজ ব্রাজিলিয়ান লিগে সেরা খেলোয়াড় ও সেরা স্ট্রাইকার মনোনীত হয়েছেন। গ্রেমিওর হয়ে ৫৩ ম্যাচে করেছেন ২৬ গোল, অ্যাসিস্ট করেছেন ১৭টি। সুয়ারেজকে দলে পেয়ে ইংল্যান্ড ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তারকা ও ইন্টার মিয়ামির মালিক ডেভিড বেকহ্যাম বলেছেন, লুইসের মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে পেয়ে আমরা দারুন আনন্দিত। আমাদের সৌভাগ্য তার মত একজন খেলোয়াড়কে আমরা দলে পেয়েছি। আগামী প্রজন্মের জন্য তার মত খেলোয়াড় পাওয়া অনুপ্রেরণা। সুয়ারেজকে মাঠে দেখতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ২০১১ সালে কোপা আমেরিকা জয়ে উরুগুয়ের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন সুয়ারেজ। ইন্টার মিয়ামির আরেক মালিক জর্জ ম্যাস বলেছেন, লুইস সুয়ারেজের মত বিশ্বসেরা তারকাকে ক্লাবে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা দারুন খুশী। লুইস একজন ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী। তার মধ্যে জয়ের যে মানসিকতা আছে সেটা আমরা অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যেও দেখতে চাই। বার্সিলোনার হয়ে সুয়ারেজ ২৮৩ ম্যাচে ১৯৫ গোল করেছেন। এছাড়া সতীর্থদের দিয়ে ১১৩টি গোল করিয়েছেন। লিভারপুলের হয়ে লিগ কাপ জয় করেছেন, ১৩৩ ম্যাচে করেছেন ৮২ গোল। অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের হয়ে ৮৩ ম্যাচে তার গোলসংখ্যা ৩৪।

সুচিকিৎসা
২৬ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ১ ডিসেম্বর ২০২৩
শীতের সমস্যার সমাধান

- হেমাচুরিয়া বা রক্তক্ষরণ
- ব্লাডার ক্যানসার
- কাজ আটকাবে না ব্রেস্ট ক্যানসার
- হাঁটু-কোমর প্রতিস্থাপন
- হৃদযন্ত্রের চিকিৎসার পর জীবন চলুক
- স্বাভাবিক ছন্দে
- শীতে ব্যাথা প্রতিরোধের উপায়
- শীতেই আসে ত্বকের রুক্ষতা
- শীতের আঘাত স্ট্রোক

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata ○ Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com